উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

APD

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮০,৭৮৭.৩০ (+৭৬.৫৪)

নিফটি : ২৪,৭৭৩.১৫ (+৩২.১৫)

আধার বৈধ : সুপ্রিম কোর্ট
বিহারে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সমীক্ষায় ব্যক্তি পরিচয়ের প্রামাণ্য নথি হিসাবে আধার কার্ড ব্যবহার করা যাবে। সোমবার এই গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। » ৭

আজ উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন
জগদীপ ধনকরের পর কে ভারতের উপরাষ্ট্রপতি হবেন, তা ঠিক হবে আজ। মঙ্গলবার সংসদের বসুধা ভবনের এফ-১০১ নম্বর ঘরে চলবে ভোটগ্রহণ। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ ৩৪°	সর্বনিম্ন ২৭°	সর্বোচ্চ ৩৪°	সর্বনিম্ন ২৭°	সর্বোচ্চ ৩৪°	সর্বনিম্ন ২৬°	সর্বোচ্চ ৩৪°	সর্বনিম্ন ২৬°

পুজোয় আসছে ১২০০ মেট্রিক টন পদ্মার ইলিশ » ৫

২৩ ভাদ্র ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 9 September 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 113

ছাতা মাথায় তালিকা দেখে সিট নম্বর খোঁজা চলছে। সোমবার আলিপুরদুয়ারে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

ঘণ্টাখানেক দেরিতে গন্তব্যে পড়ুয়ারা

পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছাতে দুর্ভোগ

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

৮ সেপ্টেম্বর : একে তো ভোরবেলা থেকে বৃষ্টি। তার উপর পর্যাপ্ত বাসের অভাব। সব মিলিয়ে সোমবার দুর্ভোগ বাড়ল বক্সা, জয়ন্তী থেকে আসা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের। এদিন সকাল সকালই ৩১সি জাতীয় সড়কে যানজটে আটকে পড়ে বহু পরীক্ষার্থী। সিমেস্টার পদ্ধতিতে এদিন পরীক্ষা ছিল সওয়া ঘণ্টার। অথচ নানা ভোগান্তির পর পরীক্ষার্থীদের অনেকেই এদিন আলিপুরদুয়ার শহরের পরীক্ষাকেন্দ্রগুলিতে নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় আধ ঘণ্টা থেকে পৌনে এক ঘণ্টা দেরিতে পৌঁছায়।

দীপিকা গোয়ালা, দেবরাজ টোপ্পো, রাজদীপ রায়রা রাজাভাতখাওয়া এলাকার বাসিন্দা। বাস না থাকায় অটো রিজার্ভ করে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ১০টা বাজার পর নেতাজি বিদ্যাপীঠ বিদ্যালয়ে পৌঁছায় তারা। তবে তাদের পরীক্ষার সিট পড়েছিল ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুলে। জানার পর তড়িঘড়ি অটো করে ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুলে প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ পৌঁছায় তারা।

চিলাপাতা এলাকার তিন পরীক্ষার্থী তো এদিন পৌনে ১১টা নাগাদ নেতাজি বিদ্যাপীঠের পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছায়। সমীর ওরাওঁ বক্সা এলাকার পরীক্ষার্থী। সে শ্যামাপ্রসাদ বয়েজ হাইস্কুলের ছাত্র। নেতাজি বিদ্যাপীঠে পরীক্ষার সিট পড়েছিল। সমীরও পরীক্ষা শুরুর অনেক পরে কেন্দ্রে পৌঁছেছে।

বিপাকে পরীক্ষার্থীরা

- বক্সা, জয়ন্তী, চিলাপাতার পরীক্ষার্থীদের ভোগান্তি
- বৃষ্টি ও বাসের অভাব সেই ভোগান্তির বড় কারণ
- অনেকেই অনেক দেরিতে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছায়
- তবে টোটোপাড়ার পরীক্ষার্থীরা সময়েই কেন্দ্রে পৌঁছেছে

বক্সা-জয়ন্তীর পরীক্ষার্থীরা সমস্যায় পড়লেও টোটোপাড়ার ১৮ জন পরীক্ষার্থীদের সকলেই সময়মতো পৌঁছে যায়। সরকারিভাবে তাদের মাদারিহাটে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু কেউ সেই সুবিধা নেয়নি। এদিন কেউ বেসরকারি বাসে, কেউ ছোট গাড়িতে, আবার কেউ বাইকে চেপে পরীক্ষা দিতে আসে।

তবে পরীক্ষার্থীদের ভোগান্তির কথা মানতে চাননি আলিপুরদুয়ার জেলার উচ্চমাধ্যমিকের যুগ্ম আহ্বায়ক ভাস্কর মজুমদার। এব্যাপারে তিনি বলেন, ‘সকালে বৃষ্টি থাকলেও উপস্থিতির হার ভালো ছিল। দেরি করে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছানোর বিষয়ে কোনও অভিযোগ পাইনি। সকলেই পরীক্ষা দিতে পেরেছে।’

সোমবার, সিমেস্টারভিত্তিক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিন মোট ১০১২২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৯৯৩৯ জন উপস্থিত ছিল। অনুপস্থিত ১৮৩ জন। ৪৪৬৮ জন ছাত্রের মধ্যে ৪৩৭৯ জন উপস্থিত ছিল। ৫৬৫৪ জন ছাত্রীর মধ্যে ৫৫৬২ জন উপস্থিত ছিল।

এদিন ফালাকাটা শহরে মোট ৬টি কেন্দ্রে পরীক্ষা হয়। মোট পরীক্ষার্থী ছিল ১৬৪৩ জন। বৃষ্টি মাথায় করেই পরীক্ষার্থী কেন্দ্রে পৌঁছায়। প্রথম দিনের পরীক্ষা ভালো হয়েছে বলে ছাত্রছাত্রীরা জানিয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

পুজো পর্যন্ত ডিএ মামলার রায় অনিশ্চিত

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর : মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) মামলার শুনানি শেষ হল শেষপর্যন্ত। কিন্তু রায় স্থগিত রেখেছেন বিচারপতিরা। পুজোর আগে রায় ঘোষণার সম্ভাবনা কম বলেই মনে করা হচ্ছে। কেননা, সরকারপক্ষ ও কর্মচারী মহল- উভয়পক্ষকে আরও কোনও বক্তব্য থাকলে সময় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সরকারের বক্তব্য লিখিতভাবে জানানোর জন্য দুই সপ্তাহ সময় দেওয়া হয়েছে। কর্মচারী সংগঠনগুলিকে সময় দেওয়া হয়েছে এক সপ্তাহ।

কর্মচারী সংগঠনগুলির আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য স্পষ্ট করেই বলেন, ‘দীপাবলির আগে কর্মীদের ডিএ পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। কারণ, লিখিত নোট দিতে তিন সপ্তাহ সময় দেওয়া হয়েছে। তারপর বিচারপতিরা বসবেন।’ রায় ঘোষণায় আরও সময় লাগার ইঙ্গিত আছে বিকাশের মন্তব্যে। তাঁর কথায়, ‘এই বছরের মধ্যে পেলেই আমরা খুশি হব।’

ডিএ মামলার দীর্ঘসূত্রিতা নিয়ে হতাশা ও অভিযোগ কম ছিল না। সুপ্রিম কোর্টে বারবার এই মামলার শুনানি পিছিয়ে গিয়েছে। শেষপর্যন্ত সোমবার বিচারপতি সঞ্জয় কারোল ও বিচারপতি পিকে মিশ্রর ডিভিশন বেঞ্চে উভয়পক্ষের বক্তব্য শোনা হয়। এতে শুনানি শেষ হলেও রায় সংরক্ষিত আছে।

এতে পুজোর আগে সুখবর না এলেও কর্মচারী সংগঠনগুলি আশাবাদী। যেমন, কর্মচারী পরিষদের দেবাশিস শীল বলেন, ‘পুজোর আগেও বকেয়া মহার্ঘ ভাতা নিয়ে আমরা স্পষ্ট হতে পারলাম না। তবে আমরা আশাবাদী যে, রায় আমাদের পক্ষে যাবে।’ কনফেডারেশন অফ স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ-এর সভাপতি শ্যামল মিত্র বলেন, ‘সরকারপক্ষের আইনজীবীরা জানিয়েছেন, তাঁদের সমস্ত বিষয়ে বলা হয়ে গিয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

নিজভূমে পরবাসী

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ৮ সেপ্টেম্বর : আলিপুরদুয়ারগামী আপ পদাতিক এক্সপ্রেস নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন পার করার পরই ট্রেন থেকে বাংলাদেশ দেখবে বলে জানলার পাশে গিয়ে বসেন মিত্র দম্পতি। নিউ চ্যাংরাবান্ধার পর কাঁটাতারের বেড়া দেখতেই কার্যত চেঁচিয়ে ওঠেন তাঁরা। কাঁটাতারের দিকে আঙুল তুলে ছেলে আয়ুষকে বলতে থাকেন, ‘ওই দেখ বেড়ার ওপারেই বাংলাদেশ।’ হুগলির উত্তরপাড়ার বাসিন্দা সুব্রত মিত্র তিনদিনের ছুটিতে পরিবার সহ বেড়াতে গিয়েছিলেন আলিপুরদুয়ার। ট্রেন থেকে বাংলাদেশ দেখার কথা আগেই শুনেছিলেন তিনি। সুব্রতর মতোই শিলিগুড়ি থেকে ফাঁসিদেওয়া যাওয়ার সময় রাজ্য সড়কের ধার ঘেঁষে থাকা কাঁটাতারের বেড়ার ওপারের ভূখণ্ডকে বাংলাদেশ বলে ভুল করেন বহু মানুষ। কাঁটাতারের ওপারেও যে হাজার হাজার বিঘা ভারতীয় জমি রয়েছে এবং সেখানে এখনও বহু মানুষ বসবাস করেন সেকথা জানেন না অনেকেই। কাঁটাতার তাঁদের কাছে দর্শনীয় বিষয় হলেও, বেড়ার ওপারে থাকা ভারতীয়দের অবস্থা হয়েছে খাঁচাবন্দি পশুদের মতোই।

বিএসএফের তথ্য অনুযায়ী রাজ্যের কোচবিহার থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনা পর্যন্ত রাজ্যের দশটি জেলার ৬৪টি ব্লক ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অবস্থিত। আলিপুরদুয়ার ও কালিম্পং বাদে উত্তরবঙ্গের বাকি ছয় জেলাই বাংলাদেশ ঘেঁষা। প্রত্যেক জেলাতেই কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে ভারতীয়দের বাড়ি ও চাষের জমি রয়েছে। রাজ্যে বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকার মোট দৈর্ঘ্য ২২১৬.৭০ কিলোমিটার। ভারত সরকার সিদ্ধান্ত নেয় দুই দেশের সীমানা বা জিরো পয়েন্ট থেকে দেড়শো গজ ভারতীয় ভূখণ্ডের ভেতরে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ করা হবে। বাস্তবে সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে গিয়ে সীমান্ত নকশার জটিলতায় দেড়শো গজ কোথাও বেড়ে হয়েছে পাঁচশো, কোথাও হাজার। সীমান্ত প্রহরী বিএসএফ জওয়ানরা কাঁটাতারের বেড়ার এপারেই পাহারা দেন।

বাংলাদেশের দিকে কোনও সীমানা প্রাচীর বা বেড়া না থাকায় সহজেই ভিনদেশের দুষ্কৃতীরা যখন-তখন জিরো পয়েন্ট পেরিয়ে ভারতে ঢুকে অপকর্ম করে বাংলাদেশে ফিরে যায়। আবার বেড়ার ওপারের ভারতীয়রা ইচ্ছে অনুসারে মূল ভারতীয় ভূখণ্ডে যাতায়াত করতে পারেন না। কারণ, কাঁটাতারের গেট খোলা হয় দিনের নির্দষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট নিয়মে। তারমধ্যেই ঢুকতে, বেরোতে হয় বাসিন্দাদের। পান থেকে চুন খসলেই পড়তে হয় বিএসএফের চোখরাঙানির মুখে। ফলে বাস্তবে নিজভূমে পরবাসীর মতোই দিন কাটাচ্ছেন তাঁরা। কাঁটাতারের ওপারের ভারতীয় জমি উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়ে অধিগ্রহণের দাবি উঠেছে বারেবারে। তবে সীমান্তবাসীদের বোবা কান্নায় কর্ণপাত করেনি কোনও সরকার।

দেশজুড়ে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ নিয়ে ঘুরেফিরে আলোচনায় আসছে রাজ্যের সীমান্তের প্রসঙ্গ। নতুন করে কাঁটাতারের বেড়া তৈরি, সীমান্ত সুরক্ষা মজবুত করা সহ নানা বিষয়ে পদক্ষেপ হলেও কোথাওই কাঁটাতারের ওপারে থাকা ভারতীয় ভূখণ্ডের সমস্যার কথা নেই। তা নিয়েই আক্ষেপ করেছেন উকিল বর্মন। কিছুদিন আগেই কাঁটাতারের ওপারে নিজের জমিতে চাষের কাজ করতে গিয়ে বাংলাদেশিদের দ্বারা অপহৃত হয়েছিলেন উকিল। তাঁর কথা, ‘কাঁটাতারের ওপারে যাওয়া মানে জেলে ঢোকা। বিএসএফের হাজারো নিয়ম মেনে চলতে হয়। বাপ-ঠাকুরদার জমিতে চাষ করতেও অনুমতি নিতে হয়। সরকার উপযুক্ত মূল্য দিয়ে জমিগুলো কিনে নিলেই ল্যাটা চুকে যায়। সেটা কেন করছে না বুঝতে পারি না।’

সম্প্রতি মালদার হবিবপুর, দক্ষিণ দিনাজপুরের কুমারগঞ্জ ও তপন, উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ, কোচবিহারে মেখলিগঞ্জ সীমান্তে কাঁটাতারের ওপারের বাসিন্দাদের সমস্যা সংক্রান্ত পঞ্চাশটিরও বেশি অভিযোগ জমা হয়েছে বিএসএফের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের দ্বারা চাষের জমি ক্ষতি করা, লুটপাঠ, মারধর ইত্যাদি অভিযোগ রয়েছে। বিএসএফের উত্তরবঙ্গ,

এরপর দশের পাতায়

নেপালে বিক্ষোভে হত ১৯

সমাজমাধ্যম বন্ধে বিদ্রোহ ছাত্রসমাজের

নিউজ ব্যুরো

৮ সেপ্টেম্বর : তারুণ্যের বিদ্রোহ। শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশের পর তরুণ প্রজন্মের রোষে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে নেপাল। বিশেষ করে দেশের রাজধানী কাঠমান্ডুতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে। সেই বিদ্রোহে শামিল স্কুল পড়ুয়ারাও। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি স্কুল ছেড়ে বেরিয়ে হাজার হাজার ছাত্র পুলিশের জলকামান, রাবার বুলেট, লাঠি, এমনকি গুলি উপেক্ষা করে সোমবার ব্যারিকেড ভেঙে ঢুকে পড়েছিল কাঠমান্ডুতে নেপালের সংসদে।

সংসদ ভবনে ঢোকার ২ নম্বর গেটে আগুন লাগানো হয়। শত চেষ্টা করেও বিক্ষোভকারীদের সংসদ চত্বর থেকে বের করতে পারেনি নিরাপত্তাবাহিনী। উলটে জনতা-পুলিশ সংঘর্ষে কমপক্ষে সোমবার রাত পর্যন্ত অন্তত ১৯ জন বিক্ষোভকারীর মৃত্যু হয়েছে। আহতের সংখ্যা শতাধিক। কাঠমান্ডু থেকে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে নেপালের প্রায় সব জেলায়।

রক্তাক্ত। সোমবার কাঠমান্ডুতে জখম তরুণ।

নেপালের এই ‘জেন জেড’-এর বিদ্রোহ ঠেকাতে সেনা তলব করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্টের বাসভবনের নিরাপত্তার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেনাবাহিনীকে। রাজধানী শহর এলাকায় জারি হয়েছে কার্ফিউ। বিক্ষোভকারীদের দেখামাত্র গুলি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাতেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়ায় পদত্যাগ করেছেন নেপালের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রমেশ লেখক।

কাঠমান্ডু পোস্টে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, পরিস্থিতি মোকাবিলার ইতিকর্তব্য ঠিক করতে মন্ত্রীসভার বৈঠক চলাকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পদত্যাগ করেন প্রধানমন্ত্রী ওপি শর্মা ওলির কাছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই ঘটনার নৈতিক দায় নিয়ে পদত্যাগ করেছেন বলেন। দিনকয়েক আগে রাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনার দাবিতে বিক্ষোভে উত্তপ্ত হয়েছিল নেপাল। গোলমাল ঠেকাতে হিমসিম খেয়েছিল পুলিশ। এবারের বিক্ষোভ তার চেয়েও তীব্র বলে স্থানীয় সূত্রে দাবি করা হয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

কথায় কথায়

এখন রাস্তার খেউড়কেও লজ্জা দেবে বিধানসভা

আশিস ঘোষ

জানি না, বিধানসভা ভবনের দোতলার লাইব্রেরিতে এখন আর কেউ যান কি না। কিংবা গেলে কতজন যান, পুরোনো রেকর্ড উলটেপালটে দেখেন! দীর্ঘদিন সাংবাদিকতার সূত্রে বিধানসভায় গিয়েছি। দেখেছি দুই এমএলএ-র পার্টির দেবপ্রসাদ সরকার ফাঁকা ঘরে একা বসে বইপত্র ঘেঁটে নোট করছেন। দেখেছি আরএসপি’র অমল রায় বিস্তর মোটা মোটা বই বগলে নিয়ে সভায় ঢুকে একেবারে পয়েন্ট ধরে ধরে প্রিভিলেজ মোশন পেশ করছেন।

দেখেছি, স্পিকার হাসিম আবদুল হালিমের সঙ্গে নিয়মকানুনের খুঁটিনাটি নিয়ে কংগ্রেসের জয়নাল আবেদিনের চাপানউতোর। কখনও বিনয় চৌধুরী কী অসীম ধৈর্য নিয়ে বক্তৃতা করছেন ভূমি সংস্কার নিয়ে। কী সিরিয়াস সেই বিতর্ক। রিপোর্টারদের গ্যালারিতে বসে আমরা মন দিয়ে শুনতাম। সেসব বিতর্ক খুব একটা কাগজে ছাপা হয় না বটে, কিন্তু বিধানসভাকে পাড়ার রক বলে মনে হয়নি তখন। বরং শিখেছি অনেক।

এখন মিডিয়ায় প্রচার পাওয়ার জন্য শর্টকাট ধরেছেন সবাই। তারস্বরে অর্থহীন চিৎকার কিংবা আসন ছেড়ে সভার মাঝখানে নেমে ধস্তাধস্তি। তিতিবিরক্ত হয়ে একসময় স্পিকার তো কাউকে না কাউকে বের করে দেবেনই। তাঁদের চ্যাংদোলা করে বের করার সময় আহত হবেন মার্শালরা। স্লোগান দিতে দিতে সাসপেন্ড বিধায়করা

এরপর দশের পাতায়

ভাঙা পড়েছে ক্লাসরুম, দেখা নেই পড়ুয়াদের

অভিজিৎ ঘোষ

সোনাপুর, ৮ সেপ্টেম্বর : আর পাঁচটা দিনের মতো সোমবারও ঝিরিঝিরি বৃষ্টির মধ্যেই স্কুলে পৌঁছেছিলেন আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের সোনাপুর চৌপথি সংলগ্ন চকচকা সূর্য সেন প্রাথমিক বিদ্যাপীঠের শিক্ষকরা। ক্লাসরুমের তালা খুলে দিনভর বসে থাকলেও একজন ছাত্রছাত্রীরও দেখা পাওয়া যায়নি স্কুলে। এইরকম ঘটনা আগে কখনও ঘটেছে কি না সেটা মনে করতে পারছেন না শিক্ষকরা। তবে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি যে কম হবে সেটা আন্দাজ করা গিয়েছিল শনিবারই। ওইদিন সন্ধ্যায় স্কুলের দুটো ক্লাসরুম ভেঙে দেয় মহাসড়কের ঠিকাদারি সংস্থা। কারণ নির্মীয়মাণ মহাসড়কের সীমানায় পড়েছিল ওই দুই ক্লাসরুম।

ক্লাসরুম ভাঙার পরই স্কুলের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা শুরু হয়ে গিয়েছে। কেননা বর্তমানে স্কুলে পর্যাপ্ত ক্লাসরুম নেই। আর হঠাৎ ক্লাসরুম ভেঙে দেওয়ায় চিন্তা যেন আরও বেড়েছে। সোমবার সকালেই যেমন স্কুলের ক্লাসরুম ভাঙার প্রতিবাদে স্কুলের সামনেই কিছুক্ষণ বিক্ষোভ দেখানো হয় স্থানীয়দের পক্ষ থেকে। সেখানে আবার বিজেপির কয়েকজন নেতা, জনপ্রতিনিধিরাও ছিলেন। সব মিলিয়ে স্কুল নিয়ে এই দোলাচলের মাঝে অভিভাবক-অভিভাবিকারা চিন্তায়। তাই বাচ্চাদের স্কুলে পাঠানো হচ্ছে না। বিষয়টি নিয়ে চিন্তায় জেলা প্রশাসন ও শিক্ষা দপ্তরও। এনিয়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান পরিতোষ বর্মনের বক্তব্য, ‘ওই স্কুলের জন্য ক্ষতিপূরণের আবেদন করা হয়েছিল। সেটা পাওয়া যায়নি। এইভাবে হঠাৎ স্কুলের ক্লাসরুম ভেঙে দেওয়ায় সমস্যা হচ্ছে। সেটা কীভাবে মেটানো যায় দেখা হচ্ছে।’

সমস্যা

- স্কুলের দুটো ভবন। একটিতে পাকা ছাদ, আরেকটিতে টিনের ছাউনি
- ছাদ দেওয়া ভবনে চারটি ক্লাসরুম, তার মধ্যে দুটো ভাঙা পড়েছে
- বাকি দুটোর মধ্যে একটি বেহাল
- টিনের ছাউনিতে ফুটো

এরপর দশের পাতায়

মা আসছেন

১৯

দিন পর

ধসছে মাটি, ভয় লুপ পুলের রাস্তায়

অনুপ সাহা

ওদলাবাড়ি, ৮ সেপ্টেম্বর : সিকিমগামী নতুন ৭১৭ এ জাতীয় সড়কে নতুন করে বিপত্তি দেখা দিয়েছে। পূর্ব হিমালয় এমনিতেই অনেকটা ভঙ্গুর প্রকৃতির। কালিম্পং জেলার এই অংশে এমনই ভঙ্গুর পাহাড় কেটে নির্মীয়মাণ দুই লেনের জাতীয় সড়কের দুটি জায়গায় অনেকটা গভীরে সিঙ্কিং জোন দেখা দিয়েছে। ফলে ধসে যাচ্ছে সড়কের ওই দুটি অংশ।

লুপ পুলের রাস্তায় এই দুটি সিঙ্কিং জোনই বাগ্রাকোট থেকে সড়ক শুরু হওয়ার প্রথম কয়েক কিলোমিটার এলাকার মধ্যে। জুলাই-অগাস্টের লাগাতার বৃষ্টির জেরে পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ হয়ে উঠেছে যে চুইখিমের আগে পাহাড়ের কয়লাখনি বলে পরিচিত এলাকায় রাস্তার একটি অংশ সম্পূর্ণ ধসে গিয়েছে। ধসে গিয়েছে কালভার্টের একাংশও। যে কারণে এই পথে যানবাহন চলাচল এখনও পুরোপুরি বন্ধ না হলেও কোনওমতে একটি করে হালকা গাড়ি পেরোতে দেওয়া হচ্ছে সড়কের এই অংশ দিয়ে। এছাড়া বাগ্রাকোট বস্তি এলাকাও সিঙ্কিং জোন হওয়ায় সেখানে রাস্তার গার্ডওয়াল ধসে গিয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে এই সড়ক নির্মাণের দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার সংস্থার প্রোজেক্ট ম্যানেজার সুমিত জয়সওয়াল বলেন, ‘কয়লাখনি বলে পরিচিত যে জায়গায় বারবার ধস নামছে সেখানে সড়কের নীচে প্রায় ১২০ ফুট গভীরে পাহাড়ের গোড়া দিয়ে জল বয়ে চলেছে স্রোতের মতো। বিশেষজ্ঞরাই বলেছেন জায়গাটি সিঙ্কিং জোন। কালিম্পং বন বিভাগের অন্তর্গত এই এলাকায় প্রতিদিন একটু একটু করে নীচের মাটি জলের স্রোতে ভেসে যাচ্ছে। ফলে মাঝে মাঝেই নির্মিত সড়ক বা কালভার্ট ভেঙে পড়ছে।’ সুমিত জানান, একই পরিস্থিতি পাহাড়ে ওঠার কিছুটা পর লুপ পুলের আগে বাগ্রাকোট বস্তি এলাকায় সড়কের প্রায় শুরুর অংশেও। সেখানেও ক্রমাগত ধসে পড়ছে মাটি ও গার্ডওয়াল।

ধসছে নির্মীয়মাণ রাস্তার মাটি। -সংবাদচিত্র

সুমিত বলেন, ‘২০১৯ সালে এই সড়কের কাজ শুরু হওয়ার আগে কাজের যে টেন্ডার হয়েছিল সেই নথিতে কোথাও এই দুটি সিঙ্কিং জোনের উল্লেখ নেই। কাজ করতে গিয়ে এখন যা পরিস্থিতি তাতে সমস্যার স্থায়ী সমাধানের পথ খুঁজতেই হবে ন্যাশনাল হাইওয়ে ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (এনএইচআইডিসিএল)-কে।’

সড়ক ধসে যাওয়ার প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট ভূতাত্ত্বিক অধ্যাপক সুবীর সরকার বলেন, ‘বাগ্রাকোটের ওপরে কালিম্পং পাহাড়ের যে জায়গাটি কয়লাখনি নামে পরিচিত সেখানে দামুদা শ্রেণির গুঁড়ো কয়লা পাওয়া যায়। গুণগতমান ভালো নয়। যে জন্য বহু বছর আগে ওখান থেকে কয়লা তোলা হলেও পরবর্তীতে সরকারি নির্দেশে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু তারপরেও লোকচক্ষুর আড়ালে ওই পাহাড় থেকে র‍্যাট হোল মাইনিংয়ের মাধ্যমে একটু একটু করে কয়লা পাচার চলছেই। রাস্তা বসে যাওয়ার এটাও একটা কারণ হতে পারে।’

এরপর দশের পাতায়

হেরিটেজ ইঞ্জিন ফিরছে পাহাড়ের ট্র্যাকে

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৮ সেপ্টেম্বর : ট্র্যাকে ফিরছে ১৪২ বছরের পুরোনো স্টিম ইঞ্জিন। দিল্লির মিউজিয়াম থেকে পাহাড়িপথের জন্য ইঞ্জিনটি নিয়ে আসার প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর)। ডিএইচআরের তরফে ভারতীয় রেল বোর্ডের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে চূড়ান্ত কথাও হয়েছে। সব ঠিক থাকলে, আগামী মাসেই দেশের রাজধানী থেকে ইঞ্জিনটি পৌঁছে যাবে শৈলশহর দার্জিলিংয়ে। ডিএইচআর সূত্রে খবর, তিনধারিয়া ওয়ার্কশপে পুনরুজ্জীবিত করা হবে ইঞ্জিনটিকে। সাফল্য মিললে পরবর্তীতে গুয়াহাটি, হাওড়া এবং দিল্লি থেকে আরও তিনটি বসে যাওয়া ইঞ্জিন নিয়ে এসে ট্র্যাকে দৌড় করানোর পরিকল্পনা রয়েছে ডিএইচআরের। সেইমতো তিনধারিয়া ওয়ার্কশপেও প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। কয়েকমাস আগে বেবি সিভককে (সবচেয়ে ছোট স্টিম ইঞ্জিন) নতুন জীবন দিয়েছিলেন তিনধারিয়া ওয়ার্কশপের কর্মীরা। ওই কাজ সফলভাবে হওয়ার পরেই দিল্লি থেকে ইঞ্জিন নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ডিএইচআর। এই প্রসঙ্গে ডিএইচআরের ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরীর বক্তব্য, 'দিল্লিতে কথা হয়ে গিয়েছে। ইঞ্জিনটি আসার পর আমরা চেষ্টা করব মেরামত করার। সফলভাবে কাজ করে ট্র্যাকে ফেরত পাঠাতে পারলে আরও পরিকল্পনা রয়েছে আমাদের।'

ইতিমধ্যে ডিএইচআরকে আরও বেশি জনপ্রিয় করে তুলতে তিনটি নতুন জয়রাইড চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল। কোথাও সূর্যাস্ত, কোথাও আবার সূর্যোদয় দেখাতে জয়রাইড চালানোর ভাবনা নিয়েছে ডিএইচআর। কোনও জয়রাইডে করে আবার চা বাগানে ঘোরা, সেখানকার চা পাতা তোলার কাজও দেখা যাবে। পুজো থেকেই এই পরিষেবা চালু করে দিচ্ছে ডিএইচআর। স্টিম এবং ডিজেল দুইরকম ইঞ্জিন দিয়েই এই জয়রাইডগুলি চালানো হবে। নতুন জয়রাইডগুলিতে ব্রেক জার্নিরও ব্যবস্থা রয়েছে। এইমুহূর্তে ১৩টি সচল স্টিম লোকোমোটিভ ডিএইচআরের কাছে রয়েছে।

ডিএইচআরকে আরও বেশি জনপ্রিয় করতে ১৪২ বছরের পুরোনো মিউজিয়ামে রাখা হেরিটেজ ইঞ্জিন ট্র্যাকে ফেরাতে চাইছে রেল।

আশার আলো

- দিল্লির মিউজিয়াম থেকে শৈলশহরে নিয়ে আসা হচ্ছে ১৮৮২-'৮৩ তে তৈরি ইঞ্জিন
- তিনধারিয়া ওয়ার্কশপে পুনর্জীবন দিয়ে ট্র্যাকে ফেরানো হচ্ছে ঐতিহ্যের ইঞ্জিনকে
- হেরিটেজ স্টিম ইঞ্জিন রাইডের পরিকল্পনা ডিএইচআরের, আনা হতে পারে আরও তিনটি ইঞ্জিন

সেইমতো প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। ১৮৮২-'৮৩ সালে এই ইঞ্জিনটি তৈরি হয়েছিল। এরপর ১৯৯৯ সালে রেলওয়ে বোর্ডের সদর দপ্তরে শোকেস করা হয়। ২০২২ সালে সেখান থেকে দিল্লির রেল মিউজিয়ামে নিয়ে যাওয়া হয় ইঞ্জিনটিকে। এতদিন সেখানেই ছিল ওই ইঞ্জিনটি। সম্প্রতি ডিএইচআর কর্তারা রেল মিউজিয়াম পরিদর্শনে গিয়ে ওই ইঞ্জিনটিকে ফের ট্র্যাকে ফেরানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সেইমতো তিনধারিয়া রেল ওয়ার্কশপের বাস্তুকারদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়। তাঁরাও ইঞ্জিনটিকে ট্র্যাকে ফেরাতে সবরকম চেষ্টা করার আশ্বাস দেন। এরপরেই রেল বোর্ডের সঙ্গে কথা বলে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ইঞ্জিনটি ট্র্যাকে দৌড়াতে পারলে পর্যটকদের এই হেরিটেজ স্টিম ইঞ্জিন রাইডেরও ব্যবস্থা করবে রেল।

টিএমসিপি নেতা সাসপেন্ড

সামসী, ৮ সেপ্টেম্বর : বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অসম্মানের অভিযোগে এবি সোয়েল নামে এক ছাত্র নেতাকে সাসপেন্ড করল তৃণমূল ছাত্র পরিষদ (টিএমসিপি)। সেই সঙ্গে চাঁচল কলেজের টিএমসিপি ইউনিট ভেঙে দেওয়া হয়েছে। সোমবার সন্ধ্যার পর এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই কথা জানান তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য। কলকাতায় তৃণমূলের মঞ্চ খোলার প্রতিবাদে ২ সেপ্টেম্বর টিএমসিপির চাঁচল ইউনিটের তরফে প্রতিবাদ সভা করা হয়। সেই বিক্ষোভে রবি ঠাকুরের ছবি পুড়িয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ বিজেপির। যা নিয়ে বিতর্ক হয়। সেই ঘটনায় সাসপেন্ড করা হল টিএমসিপি নেতাকে।

কর্মখালি

ম্যাট্রিমনী প্রতিষ্ঠানে Experience Telecalling এবং Service-এর জন্য মেয়ে চাই। 8653243203. (C/117965)

অ্যাফিডেভিট

আমি Abdul Quddus, S/o -Umed Ali আমার ভোটার কার্ডে আমার ও আমার বাবার নাম Abdul Kuddus, S/o Amed Ali পুরাতন র‍্যাশন কার্ডে (No- 655779) Jalem Ali @ Abdul Quddus, S/o Amed Ali ও ভোটার লিস্ট 2002, 32 কালিয়াগঞ্জ (SC) এসেমবলি পার্ট No. 131, SL NO-7 এ Jalimuddin S/o - Omed Ali এবং আমার আধার কার্ডে আমার নাম Abdul Quddus, S/o Amed Ali থাকায় গত 06/09/2025 এ প্রথম শ্রেণি J.M কোর্ট রায়গঞ্জ উত্তর দিনাজপুর কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধনি করে Abdul Kuddus S/o Amed Ali/ Jalimuddin S/o Omed Ali, Jalem Ali @ Abdul Quddus, S/o Amed Ali ও Abdul Quddus S/o Amed Ali থেকে Abdul Quddus S/o- Umed Ali নামে পরিচিত হলাম যা উভয় যথাক্রমে এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/118217)

কর্মখালি

রায়গঞ্জ, ময়নাগুড়ি ও শিলিগুড়ির জন্য সিকিউরিটি গার্ড চাই। (থাকা ফ্রী) বেতন- ১০০০০-১২৫০০। M-8797633557 (C/117966)

তারিখ পরিবর্তন

ডুয়ার্স হিউম্যান কেয়ার সোসাইটি ও বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী মঞ্চ শ্রী শ্রী গণেশ পূজা 2025 ডোনেশন কাম লাকি গিফট্ কুপন (সদস্যদের মধ্যে) খেলাটি 7/9/2025-এর পরিবর্তে 11/9/2025 সন্ধ্যা 7 টায় অনুষ্ঠিত হইবে। -"সম্পাদক"

আলিপুরদুয়ার জংশনে টিএসআর (পি) কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ৭৮/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ০৪-০৯-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নং : ৩০-এপি-III-২০২৫; কাজের নাম : নিউ মাল জংশন - আলিপুরদুয়ার জংশন (এসএল)- টিএসআর(পি)-৬৫.৮০ টিকেএম। টেন্ডার মূল্য: ২৩,৭৭,৯৭,৪০৯.১৩/- টাকা; বায়না মূল্য: ১৩,৩৯,০০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২৯-০৯-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ কেআইআর/ইএনজিজি./৫৬ অব ২০২৫, তারিখঃ ০৪-০৯-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: নিউ জলপাইগুড়িতেঃ- এডিইএন/১/নিউ জলপাইগুড়ির অধীনে সেন্ট্রাল কলোনি গ্রাউন্ড-এ ক্রিকেট গ্রাউন্ড, স্টেডিয়াম কভারড গ্যালারি ১০০ মিটার-এর ব্যবস্থা এবং বাউন্ডারি ওয়াল মেরামত। টেন্ডার মূল্যঃ ৩,৯৭,৮৫,৭৫৩.৫৪ টাকা, বিড সিকিউরিটিঃ ৩,৪৮,৯০০.০০ টাকা। টেন্ডার নং. ২। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: নিউ জলপাইগুড়ির সাউথ ইয়ার্ড, নিউ জলপাইগুড়ির নর্থ ইয়ার্ড এবং নিউ জলপাইগুড়িতে একাধিক স্টেবল সাইডিং-এ লং হোল (পাইপন স্পেশাল) রেকের জন্য পথ নির্মাণ। টেন্ডার মূল্যঃ ৩,৯৮,৮৬,৪৯৭.৯৮ টাকা, বিড সিকিউরিটিঃ ৩,৪৯,৪০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০৩-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ০৩-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৩-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Tender Notice

Agricultural Chemist STL, Raiganj invites electronics bids for purchase of Chemicals, Glassware, filter paper and other miscellaneous items for laboratory vide NIeT No. 01/2025-26/STLRAI. Details can be viewed in **http://www.wbtenders.gov.in** on & from 08.09.2025 at 10:00 hours. Last date e-submission is 13.10.2025 upto 04:00 PM for the aforesaid NIT.

Sd/-
Agriculture Chemist
STL, Raiganj

চা শ্রমিকদের আত্মরক্ষার উপায় সন্ধান

নাগরাকাটা, ৮ সেপ্টেম্বর : ডুয়ার্স-তরাইয়ের চা বাগানে চিতাবাঘের হামলা প্রায় নিত্যদিনের ঘটনা। সারাবছরে এতে জখম হওয়ার সংখ্যাও যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। যত দিন যাচ্ছে হামলার সংখ্যাও ততই বাড়ছে। এমন পরিস্থিতিতে মুশকিল আসানের ভূমিকা পালন করতে পারে কর্মরত চা শ্রমিকদের প্রোটেকটিভ গিয়ার বা আত্মরক্ষামূলক সামগ্রীর ব্যবহার। এতে সাপের ছোবল থেকে রক্ষা মিলবে। মহানন্দা নর্থ রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার রাজকুমার লায়েক তরাইয়ের সুকনা চা বাগানে গিয়ে হাতেকলমে বিষয়টি পরীক্ষামূলক প্রয়োগও করে এসেছেন।

এবিষয়ে রাজকুমারের বক্তব্য, 'ফলাফল অত্যন্ত আশাপ্রদ। যে সমস্ত প্রোটেকটিভ গিয়ার দিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে তা আরেকটু মডিফাই বা সংশোধন করে নিতে পারলেই একটি বড় সমস্যা দূর হবে বলেই মনে করি। এই উপায় বাগানগুলি যদি অবলম্বন করে তবে শুধু যে হতাহততেই রাশ টানা সম্ভব হবে তা নয়। শ্রমিকদের ওপর চিতাবাঘের হামলা হলে বাগানগুলিরও যে আর্থিক ক্ষতি হয় সেদিক থেকেও তারা উপকৃত হবে।'

সুকনা চা বাগানের ম্যানেজার কল্লোল ভাদুড়ি জানালেন, রেঞ্জ অফিসার যে পন্থা দেখিয়েছেন তা যথেষ্ট কার্যকরী। বৃহত্তর আঙ্গিকে কীভাবে এর ব্যবহার করা যায় তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করা অত্যন্ত জরুরি। এজন্য সরকার ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি এগিয়ে এলে খুব ভালো হয়।

এবিষয়ে উত্তরবঙ্গের প্রধান মুখ্য বনপাল (বন্যপ্রাণ) ভাস্কর জেভি বলেন, 'চিতাবাঘের হামলা হলে শারীরিক ক্ষতি রোধ করতেই এমন প্রচেষ্টা। তবে আরও ট্রায়ালের প্রয়োজন আছে। শ্রমিকদের স্বচ্ছন্দতাও একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর।'

ইশারায় বাড়ি চেনাল মূক ও বধির

৬ ঘণ্টার চেষ্টায় ইব্রাজকে বাড়ি ফেরাল পুলিশ

মূক ও বধির কিশোরকে বাড়িতে পৌঁছে দেয় পুলিশ। সোমবার।

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ৮ সেপ্টেম্বর : স্বাভাবিক কোনও কিশোর বা তরুণের ক্ষেত্রে হারিয়ে গেলে বাড়ির ঠিকানা বলতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু সোমবার সকালে ফালাকাটার পাঁচ মাইলে ১২ বছরের এক মূক ও বধির কিশোরকে নিয়ে কালঘাম ছোটে পুলিশের। ফুটবল খেলা দেখতে বেরিয়ে কোনওভাবে পথ ভুলে ৩০ কিমি দূরের গোপালপুর চা বাগান থেকে সেই কিশোর চলে আসে পাঁচ মাইলে। কিন্তু সেই ঠিকানা পুলিশ কোনওভাবেই বুঝতে পারেনি। তখন কিশোরের হাতের ইশারাই ভরসা হয়ে দাঁড়ায় পুলিশের। সেই ইশারার উপর ভরসা করেই গাড়িতে করে ৬ ঘণ্টা এক রাস্তা থেকে আরেক রাস্তায় যেতে হয় পুলিশ আধিকারিকদের। তারপর মেলে কিশোরের বাড়ি। তুলে দেওয়া হয় বাবা, মায়ের হাতে। এভাবে পুলিশ এসে সন্তানকে পৌঁছে দেওয়ায় বীরপাড়ার গোপালপুর চা বাগানের ওই কিশোরের বাবা-মা ভীষণ খুশি।

ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্যের কথায়, 'সোমবার সকালে থানার অন ডিউটি এসআই তাপস বর্মন ওই শিশুটিকে দেখতে পান। সে পথ ভুলে কোনওভাবে ফালাকাটায় চলে আসে। কোনও কথাও বলতে পারছিল না। শুনতেও পায় না। তখন তার ইঙ্গিতের উপর ভরসা করেই থানার গাড়িতে করে বাড়ির ঠিকানা খোঁজা হয়। এভাবে ৬ ঘণ্টার চেষ্টায় ওই কিশোরকে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়।'

গোপালপুর চা বাগানের শ্রমিক যুবরাজ গোয়ালা। তাঁর একমাত্র ছেলে ইব্রাজ গোয়ালা মূক ও বধির। ছেলে বাড়ি না ফেরায় তিনি রবিবার রাতে বীরপাড়া থানাতেও ডায়েরি করেন। এদিন যখন পুলিশের গাড়ি ইব্রাজকে বাড়িতে নিয়ে আসে তখন সন্তানকে দেখে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন যুবরাজ। তাঁর কথায়, 'রবিবার সন্ধ্যা থেকে ছেলের খোঁজ পাচ্ছিলাম না।' ইব্রাজের মা জাইক্লিন গোয়ালা বলেন, 'ছেলেকে না পাওয়ায় রাতে ঘুমোতে পারিনি।'

খাবারের খোঁজে...

রামশাই এলাকায় নদীর চরে গন্ডার। -সংবাদচিত্র

জলঢাকা চরেই বুনোদের আস্তানা

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ৮ সেপ্টেম্বর : তিন মাস বন্ধ থাকার পর ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে ফের খুলে যাচ্ছে গরুমারার জঙ্গল। তবে পর্যটকদের জন্য জঙ্গল খোলার আগেই জঙ্গলের বাইরেই হাতি-বাইসন ও গন্ডারের দেখা মিলছে। জঙ্গল লাগোয়া জলঢাকা নদীর চরই হয়ে উঠেছে বন্যপ্রাণীদের আস্তানা। এদিকে জঙ্গল বন্ধ থাকলেও চর এলাকাতে বন্যপ্রাণীদের দেখতে পেয়ে বেজায় খুশি পর্যটক থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ। অন্যদিকে, পর্যাপ্ত খাবারের অভাবে জঙ্গল ছেড়ে লোকালয় লাগোয়া এলাকায় বন্যপ্রাণীরা চলে আসছে বলে চিন্তিত পরিবেশপ্রেমীরা। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে বনকর্তাদের দাবি স্বাভাবিকভাবেই ওই এলাকায় বন্যপ্রাণীরা আসে। এমনকি তাদের নিরাপত্তারও ব্যাপারেও নজর রাখা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

গরুমারা জঙ্গলের মধ্য দিয়েই জলঢাকা নদী বয়ে গিয়েছে। নদী লাগোয়া গরুমারা জঙ্গলের প্রায় শেষপ্রান্তে ময়নাগুড়ি ব্লকের রামশাই। রামশাইয়ের অপর প্রান্তে ধূপগুড়ির নাথুয়ার জঙ্গল। দুই জঙ্গলের মাঝে জলঢাকার চরই এখন গরুমারার হাতি, গন্ডার, হরিণ বা বাইসন থেকে অন্য বন্যপ্রাণীদের বিচরণক্ষেত্র। এদিকে বুনোদের দেখতে প্রতিদিনই কাতারে কাতারে মানুষ ওই এলাকায় ভিড় জমাচ্ছেন। প্রতিবছর বর্ষার তিন মাস জঙ্গলে পর্যটকদের প্রবেশ বন্ধ থাকে। তবে বেশ কিছু পর্যটক এখন থেকেই ডুয়ার্সমুখী হচ্ছেন। যদিও চলতি মাসের ১৬ তারিখ জঙ্গল খুলবে।

যেমন রামশাই নৌকাঘাট এলাকায় একসঙ্গে গন্ডার ও বাইসনের দেখা পেয়ে উচ্ছ্বসিত কলকাতা থেকে বেড়াতে আসা পর্যটক রুবেল সরকার ও তাঁর পরিবার। রুবেল বলেন, 'জঙ্গল বন্ধ বলে বন্যপ্রাণী দেখতে পাব না ধরেই নিয়েছিলাম। তবে লাটাগুড়িতে শুনতে পেয়েছিলাম জঙ্গলে প্রবেশ না করেও রামশাই এলাকায় বন্যপ্রাণীর দেখা মেলে। তাই বিকেলে ঘুরতে এসেছিলাম। আর তাতেই চমক। একপাল বাইসন ও গন্ডার দেখতে পেয়েছি।'

> জঙ্গল বন্ধ বলে বন্যপ্রাণী দেখতে পাব না ধরেই নিয়েছিলাম। তবে লাটাগুড়িতে শুনতে পেয়েছিলাম জঙ্গলে প্রবেশ না করেও রামশাই এলাকায় বন্যপ্রাণীর দেখা মেলে। তাই বিকেলে ঘুরতে এসেছিলাম। আর তাতেই চমক। একপাল বাইসন ও গন্ডার দেখতে পেয়েছি।
>
> **রুবেল সরকার** পর্যটক

তবে ওই এলাকায় এত বিপুল পরিমাণে বন্যপ্রাণী চলে আসায় জঙ্গলে খাদ্যাভাবকে কাঠগড়ায় তুলেছেন পরিবেশপ্রেমীরা। উত্তরবঙ্গের পরিবেশপ্রেমী যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক অনির্বাণ মজুমদারের অভিযোগ, জঙ্গলে বন্যপ্রাণীদের খাবারের অভাব থাকায় তারা লোকালয়ে চলে আসছে। এখানে তাদের নিরাপত্তাও যথেষ্ট কম। যদিও অভিযোগ মানতে নারাজ বন দপ্তর।

বন দপ্তর সূত্রে খবর গরুমারা জঙ্গল লাগোয়া ওই এলাকাকেও গরুমারার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার আবেদন ওপরমহলে জানানো হয়েছে। অনুমোদন মিললে জঙ্গলের ওই অংশও গরুমারার মধ্যে আনা হবে। তবে বন্যপ্রাণীদের কথা চিন্তা করে ওই এলাকায় আগাগোড়াই কড়া নজরদারি চলে বলে দাবি উত্তরবঙ্গ বন্যপ্রাণী বিভাগের বনপাল ভাস্কর জেভির। পাশাপাশি জঙ্গলে বন্যপ্রাণীদের কোনও খাদ্যাভাব নেই এবং নতুন করে জঙ্গলে বন্যপ্রাণীদের জন্য ঘাস লাগানো হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০৮১০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০৮৬৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০৩৩০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১২৪৮০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১২৪৯০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

দ্যা জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড
(একটি ভারত সরকারের উদ্যোগ)
আঞ্চলিক কার্যালয়, শিলিগুড়ি, হিলকার্ট রোড, সঞ্চিতা বস্ত্রালয়ের ভবন চতুর্থ তলা এবং পঞ্চম তলা, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, ৭৩৪০০১, পশ্চিমবঙ্গ

পুরাতন খুচরো এবং গাঁটবন্দি পাট বিক্রয়ের জন্য দরপত্র আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি (এনআইকিউ)

পুরাতন কাঁচা পাট যেগুলি গাঁটবন্দি এবং খুচরো অবস্থায় আমাদের বিভিন্ন বিভাগীয় বিক্রয় কেন্দ্রগুলি যেগুলি শিলিগুড়ি আঞ্চলিক কার্যালয়ে 'যেখানে যেমন আছে এবং কোনও অভিযোগ নেই'- ভিত্তিতে রয়েছে সেই পাটগুলির বিক্রয়ের জন্য নামমুদ্রাঙ্কিত দরপত্র জমা দেওয়ার জন্য আগ্রহী পক্ষদের আহ্বান করা হচ্ছে। বিক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় টেন্ডার নথিপত্রগুলি আমাদের ওয়েবসাইট https://www.jutecorp.in/tenders/-এ উপলব্ধ রয়েছে। অথবা এটি আমাদের আঞ্চলিক কার্যালয় যেটি হিলকার্ট রোড, সঞ্চিতা বস্ত্রালয় ভবন চতুর্থ এবং পঞ্চম তলা, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, ৭৩৪০০১-এ অবস্থিত, ০৯.০৯.২০২৫ থেকে ০৭.১০.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত সকাল ১০.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০-টার মধ্যে সংগ্রহ করতে পারবেন। টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ০৭.১০.২০২৫ বিকেল ৫.০০টা পর্যন্ত দ্যা জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড, শিলিগুড়ি আঞ্চলিক কার্যালয়ে। টেন্ডার খোলার তারিখ ০৮.১০.২০২৫ দুপুর ১২.০০টায় যেটি সংঘটিত হবে আমাদের আঞ্চলিক কার্যালয়, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গে। আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে জেসিআই ওয়েবসাইট www.jutecorp.in-এ পরিদর্শন করুন। যদি এনআইকিউ (দরপত্র আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি) সংক্রান্ত কোনও প্রকার শুদ্ধিকরণ/সংশোধন/সংযোজন ইত্যাদির প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে এজেন্সিদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, জেসিআই-এর ওয়েবসাইটটি নিয়মিতভাবে পরিদর্শন করুন, এই বিষয়গুলি সমস্তটাই শুধুমাত্র জেসিআই ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে এবং এই বিষয় সংক্রান্ত পুনরায় কোনও প্রকার প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে না।

স্বাক্ষরিত/-
আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক
শিলিগুড়ি অঞ্চল

CBC 41122/12/0020/2526

আজ টিভিতে

খনার কাহিনী সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ সাঁঝবাতি, বেলা ১১.৩০ পুত্রবধূ, দুপুর ২.০০ প্রতিশোধ, রাত ১২.০০ বাজি

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৪৫ সিঁদুরের অধিকার, দুপুর ১.০০ বিধিলিপি, বিকেল ৪.০০ বোঝেনা সে বোঝেনা, সন্ধে ৭.০০ বড়বউ, রাত ১০.০০ বিন্দাস

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ প্রতারক

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অবুঝ মন

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : সকাল ৯.০০ নো প্রবলেম, দুপুর ১২.০০ গব্বর ইজ ব্যাক, বিকেল ৩.০০ সর্গ সে সুন্দর, সন্ধে ৭.০০ ভাগম ভাগ, রাত ১০.০০ বেবি

জি বলিউড : বেলা ১১.২৬ আরজু, দুপুর ২.৪২ এতরাজ, বিকেল ৫.০০ অন্দাজ, রাত ৮.০০ মিস্টার অ্যান্ড মিসেস খিলাড়ি, ১০.১৮ কিশন কানহাইয়া

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১২.২১ শাদি মে জরুর আনা, ২.৪১ শিবম, সন্ধে ৭.৩০ ভোলা, রাত ৯.২৬ খিলাড়ি ৭৮৬

ম্যামালস দুপুর ১২.২৬ সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

বোঝেনা সে বোঝেনা
বিকেল ৪.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

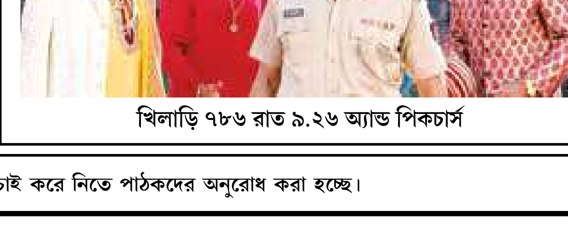

খিলাড়ি ৭৮৬ রাত ৯.২৬ অ্যান্ড পিকচার্স

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সারাদিন আলস্যে কাটলেও সন্ধের পর ভালো খবর পেতে পারেন। বেহিসেবি খরচে রাশ টানুন। বৃষ : পরিবার নিয়ে ভ্রমণের পরিকল্পনা বাস্তব হবে। সন্তানের চাকরির খবরে বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ। মিথুন : কোনও কাজে সুফল পেতে গেলে একটু ধৈর্য রাখুন। পরিবারে কোনও গুরুজনের শারীরিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা। কর্কট : দূরের কোনও বন্ধুর সাহায্যে ব্যবসায় অচলাবস্থা কাটবে। জমি, বাড়ির কেনার স্বপ্ন সফল হওয়ার সম্ভাবনা। সিংহ : স্ত্রীর শারীরিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা কাটবে। একাধিক উপায়ে অর্থ উপার্জনের রাস্তা খুলতে পারে। কন্যা : কোনও পুরোনো সম্পত্তি কেনার সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। আপনার ব্যবহারের কারণে পরিবারে অশান্তি। তুলা : স্বামী-স্ত্রীর ধৈর্য প্রচেষ্টায় কোনও সমস্যার সমাধান হতে পারে। ব্যবসায় বিনিয়োগে সুফল পেতে পারেন। বৃশ্চিক : অচেনা কোনও ব্যক্তিকে টাকা ধার দিয়ে অনুশোচনা করতে হতে পারে। সংসারে বাড়তি খরচে চিন্তা বাড়বে। ধনু : সেবামূলক কাজে অংশ নিয়ে শান্তি পাবেন। ধর্মীয় কাজে দান করতে পেরে তৃপ্তি। প্রেমে দোলাচল থাকবে। মকর : বাবা-মাকে নিয়ে তীর্থ ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হবে। বাড়ি বা জমি বিক্রি করার আগে গুরুজনদের সঙ্গে পরামর্শ করে নিন। কুম্ভ : বাড়িতে আত্মীয়স্বজনের আগমনে খরচ বাড়বে। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় আর্থিক সংকট হতে পারে। মীন : পরিবারে সকলের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলার চেষ্টা করুন। পথেঘাটে চলাফেরায় একটু সতর্ক থাকুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৩ ভাদ্র, ১৪৩২, ভাঃ ১৮ ভাদ্র, ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩ ভাদ, সংবৎ ২ আশ্বিন বদি, ১৬ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।২৪, অঃ ৫।৪৬। মঙ্গলবার, দ্বিতীয়া রাত্রি ৮।৩১। উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র রাত্রি ৯।৫। শূলযোগ দিবা ৬।৩৮ পরে গণ্ডযোগ রাত্রি ৩।৫৭। তৈতিলকরণ দিবা ৯।২৭ গতে গরকরণ রাত্রি ৮।৩১ গতে বণিজকরণ। জন্মে- মীনরাশি বিপ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা, রাত্রি ৯।৫ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ৮।৩১ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- উত্তরে, রাত্রি ৮।৩১ গতে অগ্নিকোণে। বারবেলাদি ৬।৫৭ গতে ৮।৩০ মধ্যে ও ১।৮ গতে ২।৪০ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।১৩ গতে ৮।৪০ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম্ম- (অতিরিক্ত বিবাহ- রাত্রি ৮।৪০ গতে ৯।৫ মধ্যে মেষলগ্নে পুনঃ রাত্রি ১১।১৮ গতে ২।৪৫ মধ্যে মিথুন ও কর্কটলগ্নে সুতহিবুকযোগ বিবাহ।) বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- দ্বিতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৫২ গতে ১০।১৭ মধ্যে ও ১২।৪২ গতে ২।১৯ মধ্যে ও ৩।৬ গতে ৪।৪৪ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।২০ মধ্যে ও ৮।৪৩ গতে ১১।৬৭ মধ্যে ও ১।২৮ গতে ৩।৪ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

মেডিকেলে পচছে লাশের স্তূপ

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৮ সেপ্টেম্বর : বেওয়ারিশ লাশের স্তূপ জমেছে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। সেখানকার মর্গে ১৬টি চেম্বারের ভিতরে ঠেসেঠুসে রাখা হয়েছে ৪৮টি দেহ। কেন সৎকার হচ্ছে না? এ প্রশ্নের জবাবে পুর কর্তৃপক্ষের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছে মেডিকেল কর্তৃপক্ষ। তারা বলছে, পুরসভার তরফে সেগুলির সৎকার করার কথা থাকলেও তারা দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছে। এব্যাপারে জানতে চাইলে সত্যি সত্যিই দায় এড়িয়ে গিয়েছে কোচবিহার পুরসভা।

এদিকে, বাড়তি দেহ জমে যাওয়ায় অতিরিক্ত চাপে কুলার মেশিনগুলি মাঝেমধ্যেই বিকল হয়ে যাচ্ছে। দেহ রাখতে সমস্যা হওয়ায় তদন্তে ধাক্কা খাচ্ছে পুলিশও। সমস্যা মেটানোর জন্য মেডিকেল কর্তৃপক্ষের তরফে ইতিমধ্যেই সদর মহকুমা শাসককে চিঠি দেওয়া হয়েছে। মেডিকেলের অধ্যক্ষ নির্মলকুমার মণ্ডলের বক্তব্য, 'দেহগুলির সৎকার করার দায়িত্ব পুরসভার। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরেই তারা দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছে। তারা বলছে এটা নাকি তাদের দায়িত্ব নয়। অথচ অন্যান্য জায়গায় পুরসভাই এই কাজ করে। সদর মহকুমা শাসককে বিষয়টি জানিয়েছি। এর স্থায়ী সমাধান হওয়া উচিত।' আর পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেছেন, 'এটা আমাদের দায়িত্ব নয়। আমাদের শ্মশানের চুল্লিতে পচাগলা দেহ পোড়াতে গেলে সেটি বিকল হয়ে যায়। এর আগে মেডিকেলের প্রচুর দেহ পোড়ানোয় তিন মাস চুল্লি খারাপ ছিল।'

কোচবিহার ও সংলগ্ন এলাকা থেকে মৃতদেহ উদ্ধার হলে তা এমজেএন মেডিকেলের মর্গে রাখা হয়। দুপুর পর্যন্ত এখানে ময়নাতদন্ত হয়। ফলে দুপুরের পর কারও অস্বাভাবিক মৃত্যু হলে তাঁর দেহ মর্গে রাখতে হয়। মর্গে ২২টি চেম্বার রয়েছে। এমনিতে সেখানে ২২টি দেহ রাখা যায়। তবে যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য বর্তমানে ১৬টি চেম্বার সচল রয়েছে। সেখানে স্বাভাবিকভাবে ১৬টি দেহ রাখার কথা। কিন্তু বেওয়ারিশ লাশ জমতে জমতে সেই সংখ্যা ৪৮-এ গিয়ে পৌঁছেছে। ফরেন্সিকের বিভাগীয় প্রধান প্রণবেশ ভারতীর কথা, 'এমনও কিছু দেহ রয়েছে যেগুলি ৬-৭ মাস ধরে এখানে রয়েছে। কিছুদিন আগে কুলার মেশিন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এতগুলি দেহ জমে থাকায় পড়ুয়াদের পঠনপাঠনেও সমস্যা হয়।'

পার্শ্ববর্তী আলিপুরদুয়ার জেলাতেও সম্প্রতি এই সমস্যা দেখা গিয়েছে। সেখানেও জেলা হাসপাতালের মর্গে বেওয়ারিশ লাশের স্তূপ জমে গিয়েছিল। সম্প্রতি অবশ্য তার মধ্যে কয়েকটির সৎকার করা গিয়েছে। প্রথমে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে দায়িত্ব দেওয়া হলেও পরে অবশ্য আলিপুরদুয়ার পুরসভাই সেই দায়িত্ব সামলেছে।

বছরখানেক আগেও একবার এমজেএন মেডিকেলের বেওয়ারিশ মৃতদেহের সৎকার নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছিল। সেসময় পুলিশ ও প্রশাসনের তরফে উদ্যোগ নিয়ে পুরসভার মাধ্যমে সৎকার করানো হয়েছিল।

আলিপুরদুয়ারের পুনরাবৃত্তি

সমস্যা

- এমজেএনের মর্গে ২২টি চেম্বার রয়েছে
- তবে যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য বর্তমানে ১৬টি চেম্বার সচল রয়েছে
- সেখানে স্বাভাবিকভাবে ১৬টি দেহ রাখার কথা
- কিন্তু জমতে জমতে লাশের সংখ্যা ৪৮-এ গিয়ে পৌঁছেছে

বারান্দায় শিবিরের কর্মীরা। ক্লাসরুমে পড়ুয়ারা বসে।

বারান্দায় 'শিবির', ক্লাসরুমে পড়াশোনা

অভিজিৎ ঘোষ

সোনাপুর, ৮ সেপ্টেম্বর : স্কুলের বারান্দায় চলছে 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' শিবির। আর ক্লাসে চলছে পড়াশোনা। তবে শুধু বারান্দাই নয়, স্কুলের তিনটি ক্লাসরুমেও শিবির হয়েছে। যার জেরে স্বাভাবিকভাবেই ব্যাহত হয়েছে পড়ুয়াদের পড়াশোনা। সোমবার এই ছবিই দেখা গেল আলিপুরদুয়ার ১ নম্বর ব্লকের বাবুরহাট এলাকার পাঁচকোলগুড়ি প্রমোদিনী হাই অ্যাটাচ প্রাইমারি স্কুলে।

আগে থেকে নাকি এই পরিকল্পনা ছিল না। হঠাৎ শিবিরের জায়গা পরিবর্তন করে তা ওই স্কুলে আয়োজন করা হয় বলে বাসিন্দাদের অভিযোগ। আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান প্রকল্পের শিবির শুরু হওয়ার পর থেকেই শিবিরের জায়গা নিয়ে বিভিন্ন বিতর্ক তৈরি হয়েছে। বিশেষত স্কুল বন্ধ করে শিবির করা নিয়েই সমস্যা তৈরি হয়েছিল। এবার সেই বিতর্কে নাম জড়াল বাবুরহাটেরও।

ব্লক প্রশাসন সূত্রের খবর, চকোয়াখেতি গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচকোলগুড়ি প্রমোদিনী হাইস্কুলে এই শিবির হওয়ার কথা ছিল। তবে সোমবার থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়ে যাওয়ায় বাধ্য হয়েই শিবিরের জায়গা বদল করতে হয়। এরপরই হাস্কুলের পরিবর্তে পাশে স্কুলের প্রাথমিক বিভাগে শিবির বসে। এদিন স্কুলের প্রধান শিক্ষক অজিত ঘোষকে এবিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনিও এই সমস্যার কথা স্বীকার করে নেন। তাঁর কথায়, 'আমাদের স্কুলে তো শিবির হওয়ার কথা ছিল না। শনিবার রাতে হঠাৎ করে জানানো হয়। তড়িঘড়ি সব প্রস্তুতি নিতে হয়। এত দ্রুত সবকিছু হওয়ায়, পড়ুয়াদের সবাইকে ঠিকমতো জানানো যায়নি। এতে পড়াশোনার সমস্যাও হয়েছে। শিবিরের বিষয়ে আগে থেকে জানানো হলে, সেইমতো স্কুলের সময় ঠিক করা যায়।'

স্কুলের শিক্ষকরা এদিন নির্দিষ্ট সময়ের আগেই তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত ক্লাস ছুটি দিয়ে দেন। চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়াদের নিয়ে একটি ক্লাসরুমে পড়াশোনা চলে। এনিয়ে যেমন অসন্তুষ্ট অভিভাবকরা, তেমনই রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে তর্জা। এদিন স্কুলে পড়াশোনার পরিস্থিতি নিয়ে বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য জয়দেব রায় বলেন, 'নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে শিবির করা হয়নি। কাজেই স্কুলও ঠিকমতো চালানো যায়নি। শিবিরও ঠিকমতো হয়নি।'

যদিও আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের বিডিও জয়ন্ত রায়ের সাফাই, 'সবকিছু ঠিকমতো হয়েছে। শিবিরে মাইক ব্যবহার করা হয়নি, যেহেতু প্রাথমিক স্কুলে ক্লাস ছিল। স্কুল পুরো সময় ঠিকভাবেই পরিচালিত হয়েছে। নির্দিষ্ট সময় মিড-ডে মিলও দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি শিবিরের কাজও ঠিকঠাক হয়েছে।'

বিতর্ক যেখানে

- বাবুরহাটের পাঁচকোলগুড়ি প্রমোদিনী হাই অ্যাটাচ প্রাইমারি স্কুলের বারান্দায় বসেছিল আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান শিবির
- হাইস্কুলে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা থাকায়, শিবিরের জায়গা বদল করে প্রাথমিক বিভাগের বারান্দায় আনা হয়
- তাতে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই স্কুল ছুটি হয়ে যায় এবং পড়ুয়াদের পড়াশোনা ব্যাহত হওয়ার অভিযোগ ওঠে
- বিডিও অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, 'স্কুল পুরো সময় ঠিকভাবেই পরিচালিত হয়েছে।'

শহরে হামলা হাতির

বুনোর হানায় আতঙ্কিত বীরপাড়া

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ৮ সেপ্টেম্বর : শহর বীরপাড়ায় বারবার হানা দিচ্ছে হাতি। সাড়ে তিন মাসের ব্যবধানে ফের বীরপাড়ায় হাতির হানা! রবিবার রাত আড়াইটে নাগাদ বীরপাড়ার সারদাপল্লিতে একপাল হাতি হানা দেয়। পরশ শা'র দোকানের রোলিং শাটার ভেঙে ৭ থেকে ৮ বস্তা চাল সাবাড় করে। ঘটনায় আতঙ্কিত সারদাপল্লির বাসিন্দারা। স্থানীয়রা জানান, এর আগেও একাধিকবার সারদাপল্লিতে হাতি হানা দিয়েছিল। অথচ এলাকায় পথবাতি নেই। রবিবার এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তাঁরা। অবশ্য, দোকান মালিককে ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দিয়েছে বন দপ্তর। এবিষয়ে দলগাঁওয়ের রেঞ্জ অফিসার ধনঞ্জয় রায় বলছেন, 'স্থানীয়রা হাতির হানার খবর দেননি। পরে সারদাপল্লিতে বনকর্মীরা যান। হাতি হানা দিলেই বন দপ্তরে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।'

সোমবার গিয়ে দেখা গেল পরশের দোকানের রোলিং শাটার দোমড়ানো মোচড়ানো। রাস্তায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে চাল। পরশ বলছিলেন, 'আমি ঘরের ওপরতলা থেকে সবই দেখছিলাম। কমপক্ষে ১২টি হাতি দোকানের সামনে দাঁড়িয়েছিল। রোলিং শাটার ভেঙে একের পর এক চালের বস্তা বের করে খাচ্ছিল হাতিগুলি। ওই সময় কিছু করারও উপায় ছিল না।' স্থানীয় বাসিন্দা জ্যোতি লামা বললেন, 'বৃষ্টির সময় সবচেয়ে বেশি সমস্যা হয়। অনেক সময় বিদ্যুৎও থাকে না। আমাদের এলাকায় মাঝেমাঝেই হাতি হানা দিচ্ছে। অথচ এলাকায় পথবাতি নেই। রাত হলে অন্ধকারে রাস্তায় চলতেও ভয় করে। গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকে পথবাতি নিদেনপক্ষে দুই-একটি সৌরবাতি বসানোর অনুরোধ করা হয়েছে।'

এবছরের ৩০ মে রাতে বীরপাড়ার কলেজপাড়ায় হানা দেয় একজোড়া দাঁতাল হাতি। বেশ কিছুক্ষণ এলাকায় পায়চারি করে বনে ফেরে হাতি দুটি। বছর তিনেক আগে কলেজপাড়ার উর্মিলা শা-র দোকান ভেঙে দিয়েছিল হাতি। ২০২৩ সালের ১৭ জানুয়ারি কলেজপাড়ার প্রভা বড়ুয়ার ঘরের দেওয়াল ভেঙে চুরমার করে। ওই রাতেই বিরবিটি কলোনির ভীম ছেত্রীর ঘরের দেওয়ালও ভাঙে। সোমবার সারদাপল্লির বিনোদ শর্মা বলছিলেন, 'অদূরেই ফরেস্ট। কিন্তু প্রচুর গাছ লোপাট হয়ে গিয়েছে। বনে হাতির প্রয়োজনীয় খাদ্য নেই। খাদ্যের খোঁজেই বারবার লোকালয়ে হাতি।'

বীরপাড়ার অদূরে দলমোড় ফরেস্ট থেকে বেরিয়ে লোকালয়ে হাতি হানা দিচ্ছে। বন ঘেঁষা দেবীশিমুল, বড় হাওদায় হাতির হানা রোজনামচা। কিন্তু কয়েক বছর ধরে বীরপাড়ার মূল অংশে হাতির হানা বাড়ায় চিন্তিত স্থানীয়রা। ২০২১ সালের ২২ মে একটি দাঁতাল হাতি বীরপাড়ায় বন দপ্তরের অফিস চত্বর, দলগাঁও রেলস্টেশন, সুভাষপল্লি চষে বেরিয়েছিল। ওই বছরের ৮ জুন সুভাষপল্লিতে হাতির আক্রমণে আহত হন নিশা পাল নামে এক বৃদ্ধা। সুভাষপল্লির বেদান্ত দত্তের কথায়, 'গত মাসেও মাঝরাতে সুভাষপল্লিতে হাতি ঢোকে। বিবাদী ক্লাব চত্বর সামনে হয়ে, সুভাষপল্লি ২ নম্বর এলাকা চষে বেড়ায়। ওই রাতে ক্ষয়ক্ষতি না হলেও এভাবে বারবার লোকালয়ে হাতি ঢোকায় আতঙ্কিত।'

প্রশাসনিকভাবে গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাভুক্ত হলেও গঠন প্রকৃতিতে বীরপাড়া শহরে পরিণত হয়েছে তিন দশক আগেই। জনসংখ্যাও বেড়েছে কয়েকগুণ। আগে বীরপাড়ায় অনেক ফাঁকা জায়গা ছিল। বর্তমানে বীরপাড়ায় ফাঁকা জায়গা নেই বললেই চলে। অলিগলি আঁটোসাঁটো। হাতি ঢুকে দিশেহারা হয়ে পড়ছে বীরপাড়ায়।

বীরপাড়ার সারদাপল্লিতে হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত দোকান। -সংবাদচিত্র

যা ঘটেছে

- রবিবার রাত আড়াইটায় সারদাপল্লিতে একপাল হাতি হানা দেয়
- পরশ শা'র দোকানের শাটার ভেঙে ৭-৮ বস্তা চাল সাবাড় করে
- বাসিন্দারা দ্রুত এলাকায় পথবাতির দাবি তুলেছেন

উদ্ধার কিশোরী, গ্রেপ্তার তরুণ

শামুকতলা, ৮ সেপ্টেম্বর : এক কিশোরীর সঙ্গে প্রেম করে গ্রেপ্তার হলেন এক তরুণ। সোমবার তাঁকে শামুকতলা থানা এলাকার একটি গ্রাম থেকে গ্রেপ্তার করেছে ঘোকসাডাঙ্গা থানার পুলিশ। শামুকতলা থানার পুলিশের সাহায্যে ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর কিশোরী প্রেমিকাকেও উদ্ধার করে ঘোকসাডাঙ্গা থানার পুলিশ।

১৬ বছরের ওই কিশোরীর সঙ্গে তরুণের সোশ্যাল মিডিয়ায় পরিচয় হয়। সেই সম্পর্কই প্রেমের সম্পর্কে রূপান্তরিত হয়। প্রেমের টানে ঘর ছেড়েছিল ওই কিশোরী। সে প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে এসে শামুকতলা থানা এলাকায় তরুণের বাড়িতে উঠেছিল। কিন্তু বিয়ের বয়স না হওয়ায় ওই কিশোরীর পরিবারের তরফে ঘোকসাডাঙ্গা থানায় নিখোঁজের অভিযোগ করা হয়। পুলিশ তদন্ত নেমেই ওই কিশোরীকে উদ্ধারের পাশাপাশি তার প্রেমিককে গ্রেপ্তার করে।

গত ৩ দিন ধরে কিশোরী নিখোঁজ ছিল। ঘোকসাডাঙ্গা থানার পুলিশ মোবাইল ফোন ট্র্যাক করে জানতে পারে, ওই কিশোরী শামুকতলা থানা এলাকায় রয়েছে। এর পরে শামুকতলা থানার পুলিশের সাহায্য নিয়ে ওই কিশোরীকে উদ্ধার করে একটি হোমে পাঠানো হয়। ধৃত ওই প্রেমিককে এদিনই শামুকতলা থেকে ঘোকসাডাঙ্গা থানায় নিয়ে আসা হয়।

শামুকতলা থানার ওসি বিশ্বজিৎ দে বললেন, 'ঘোকসাডাঙ্গা থানার পুলিশ আমাদের সাহায্য চায়। আমরা তাদের সাহায্য করি এবং ওই কিশোরীকে উদ্ধারের পাশাপাশি তার প্রেমিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

কমিটি গঠন

মাদারিহাট, ৮ সেপ্টেম্বর : সোমবার মাদারিহাট ব্লকের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। কমিটিতে রয়েছেন মোট ৫৪ জন। সহ সভাপতি করা হয়েছে ১৩ জনকে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ দীপনারায়ণ সিনহা, টোটো কল্যাণ সমিতির সম্পাদক বকুল টোটো। সাধারণ সম্পাদক পদেও জায়গা পেয়েছেন ১৩ জন। যাঁদের মধ্যে একজন সঞ্জয় আর্য। এছাড়া সম্পাদক করা হয়েছে ১৩ জনকে। ব্লক সভাপতি বিশাল গুরুং কমিটি ঘোষণা করেন। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পো।

ঝোরার নাব্যতা বৃদ্ধির দাবি

মাছ কমেছে হেউটিয়ায়

রাঙ্গালিবাজনা, ৮ সেপ্টেম্বর : এঁকেবেঁকে বয়ে যাওয়া হেউটিয়াঝোরা ঘেঁষে একটা ডোবা। মাদারিহাটের ইসলামাবাদ গ্রামের শ্মশানঘাটের বিপরীতে ডোবায় ঝোরার জল ঢুকতে বা বেরোতে পারে। মাছ ধরতে সোমবার পাম্পসেট দিয়ে ডোবার জল ছেঁচে ফেলেন ইসলামাবাদ গ্রামের জনাআষ্টেক তরুণ। ছোট মাছ ছাড়াও তাঁরা এদিন পেয়েছেন শোল ও বোয়াল মাছ। ওগুলো ঝোরা থেকে ডোবায় ঢুকেছিল।

তবে তরুণদের আক্ষেপ, মাছ কমেছে হেউটিয়াঝোরায়। এদিন সাকুল্যে কেজি দশেক মাছ পেয়েছেন দুলু ইসলাম, আশরাফুল আলম, সায়দার আলি, আনওয়ারুল ইসলামরা।

মাছ ধরতে নেমেছিলেন খয়েরবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সদস্য সাজু হোসেনও। তিনি বলছিলেন, 'মাছ কমার প্রধান কারণ মানুষের অতিরিক্ত লোভ এবং সচেতনতার অভাব। বেআইনি হলেও হেউটিয়াঝোরার জলে বিষক্রিয়া ঘটিয়ে মাছ ধরছেন একশ্রেণির মানুষ। এর ফলে মাছের বিভিন্ন প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।'

ইদগাহ ময়দানের পাশেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক তাহের আলির বাড়ি। সুযোগ পেলেই জাল ফেলে হেউটিয়াঝোরায় মাছ ধরেন তিনি। তাহেরও বলছিলেন, 'মাছের সংখ্যা কমেছে হেউটিয়াঝোরায়। নাব্যতা কমার ফলে এই সমস্যা।'

হেউটিয়াঝোরার খাত খননের দাবি দীর্ঘদিনের। কারণ ঝোরাবক্ষ ভরাট হওয়ায় সেচনালাগুলিতে শুখা মরশুমে জল মেলে না। অথচ একসময় মাদারিহাট-বীরপাড়া এবং ফালাকাটা ব্লকের কয়েক হাজার বিঘা কৃষিজমিতে সেচ দিতে হেউটিয়াঝোরার জল ব্যবহার করা হত।

গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য সাজু হোসেনও মানছেন ঝোরাবক্ষ খননের প্রয়োজনীয়তার কথা। তবে তিনি বলছেন, 'ঝোরাবক্ষ খননে প্রচুর টাকা প্রয়োজন। এদিকে, গ্রাম পঞ্চায়েতের তহবিলে তো টাকাই নেই!'

মাছ ধরতে হেউটিয়াঝোরা লাগোয়া ডোবার জল ছেঁচছেন তরুণরা।

আটক ভুটভুটি, পলাতক চালক

বাজেয়াপ্ত কাঠ

বারবিশা, ৮ সেপ্টেম্বর : পাচারের আগেই বাজেয়াপ্ত চোরাই সেগুন কাঠ। রবিবার রাতে অসম-বাংলা সীমানার কমল গুহ বিপণন কেন্দ্রের কাছে জাতীয় সড়কে অভিযান চালিয়ে সেগুন কাঠবোঝাই দুটি ভুটভুটি আটক করেন বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের (পূর্ব) ভল্কা রেঞ্জের বনকর্মীরা। প্রথমে গাড়ির 'নকল' কাগজ দেখানোয় সন্দেহ হয়। এরপর তল্লাশি চালাতেই সেগুন কাঠ দেখতে পান তাঁরা। এরই মধ্যে অন্ধকারের সুযোগে ভুটভুটির চালকরা দৌড়ে পালিয়ে যায়। বাজেয়াপ্ত সেগুন কাঠের পরিমাণ ৬০ ঘনফুট। যার বাজারমূল্য কমপক্ষে ২ লক্ষ টাকা। ভুটভুটি দুটি আটক করা হয়েছে।

ভল্কা রেঞ্জ অফিস সূত্রে খবর, চোরাই সেগুন কাঠগুলো সম্ভবত ট্রাক বা কনটেনারে বোঝাই করে মিজোরাম থেকে নিম্ন অসমের কোকরাঝাড়ে আনা হয়েছিল। পরে সেগুলোকে গোপন ডেরায় মজুত রেখে ভুটভুটিতে চাপিয়ে গন্তব্যে পৌঁছানোর ছক কষেছিল কাঠ মাফিয়ারা। সন্দেহ, বারবিশার কোনও কাঠ চেরাই মিল কিংবা বড় ফার্নিচার ব্যবসায়ীর গুদামে চোরাই সেগুন কাঠ পৌঁছে দেওয়াটাই ছিল পলাতক দুই ভুটভুটিচালকের উদ্দেশ্য। যদিও ভল্কা রেঞ্জের বনকর্মীদের তৎপরতা কারণে শেষরক্ষা হয়নি।

বন দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, 'বনজ সম্পদের পাচার রুখতে আমরা জাতীয় সড়কে নিয়মিত নজরদারি চালাচ্ছি। কাঠ মাফিয়াদের শায়েস্তা করতে অভিযান আগামীতেও চলবে।' সঙ্গে তিনি এ-ও জানান, পলাতক দুই ভুটভুটিচালকের খোঁজ চলছে। অসমের বন দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করে তথ্য আদানপ্রদানের মাধ্যমে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। বারবিশার কোথায় চোরাই সেগুন কাঠগুলো পাচারের ছক কষেছিল কাঠ মাফিয়ারা, সেসম্পর্কেও খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে।

চোরাই সেগুন কাঠবোঝাই ভুটভুটি আটক।

অভিযান

হাসিমারা, ৮ সেপ্টেম্বর : অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণে ভুটানি জ্বালানি তেল বাজেয়াপ্ত করল হাসিমারা ফাঁড়ির পুলিশ। সোমবার বিকেলে কালচিনি ব্লকের পুরোনো হাসিমারার বাসিন্দা দশাই শা'র বাড়িতে অভিযান চালায় পুলিশ। সেখান থেকে প্রায় ৩৫ লিটার ডিজেল ও প্রায় ৪০০ লিটার পেট্রোল বাজেয়াপ্ত করা হয়। তবে অভিযুক্ত সেসময় বাড়িতে না থাকায় পুলিশ তাঁকে ধরতে পারেনি। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তের খোঁজ চলছে। হাসিমারা পুলিশ ফাঁড়ির ওসি সঞ্জীব বর্মন জানিয়েছেন, পেট্রোল পাচার বন্ধে পুলিশের এই অভিযান জারি থাকবে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তের বাড়িতে জেরিক্যানে ভুটানি তেল মজুত রাখা ছিল। অভিযোগ, অভিযুক্ত দীর্ঘদিন ধরে এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত।

জামিন

কোচবিহার, ৮ সেপ্টেম্বর : তৃণমূল কংগ্রেস নেতাকে গুলি করার অভিযোগে ধৃত কোচবিহার উত্তর কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক সুকুমার রায়ের ছোট ছেলে দীপঙ্কর রায় ও তাঁর দুই সঙ্গী উত্তম গুপ্ত ও কর্ণ দাসের জামিন হল। সোমবার হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে প্রসেনজিৎ বিশ্বাসের এজলাসে মামলাটি উঠলে তাঁরা জামিন পান। গত ৪ জুলাই শাসকদলের কোচবিহার-২ পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ রাজু দে-কে গুলি করার অভিযোগে দীপঙ্কর সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

ফের ভারতীয় কৃষককে অপহরণ

মনোজ বর্মন

শীতলকুচি, ৮ সেপ্টেম্বর : ফের ভারতীয় কৃষককে অপহরণ করেছিল বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা। তবে অপহরণের ৬ ঘণ্টার মধ্যে ওই কৃষককে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে বিএসএফ। সোমবার ঘটনাটি ঘটে সোমবার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের শীতলকুচি ব্লকের মিরাপাড়া গ্রামের শিববাড়ি এলাকায়। বিএসএফের এক আধিকারিক জানান, কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ানরা ঘটনাস্থলে যাওয়ার আগেই ভারতীয় কৃষককে নিয়ে বাংলাদেশ সীমান্তে ঢুকে গিয়েছিল বাংলাদেশিরা। তবে দুই দেশের সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর বৈঠকের পর ওই কৃষককে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, 'ঘটনা জানার পর ঘটনাস্থলে ছিলেন শীতলকুচি থানার ওসি ও মাথাভাঙ্গা এসডিপিও। বিএসএফ ও বিজিবি ফ্ল্যাগ মিটিং করে অপহৃত কৃষককে ফিরিয়ে এনেছে।'

অপহরণের ঘটনায় উদ্বেগ ছড়িয়েছে সীমান্ত এলাকায়। এদিন বেলা সাড়ে ১২টা নাগাদ কৃষ্ণ বর্মন নামে এক কৃষক কাঁটাতারের ওপারে তাঁর ধানখেতের আগাছা পরিষ্কার করতে গিয়েছিলেন। সেই সময় দেখেন তাঁর ধানের খেত নষ্ট করছিল বাংলাদেশি বাসিন্দার ছাগল। ছাগল তাড়াতে গেলে বাংলাদেশিদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন তিনি। এর পরেই দুই বাংলাদেশি বাসিন্দা তাঁকে মারধর করতে থাকেন। এরপর তৃতীয় আরেক বাংলাদেশি এসে তাঁরা তিনজন মিলে কৃষ্ণকে টেনেহিঁচড়ে বাংলাদেশের গেন্দুগুড়ি গ্রামে নিয়ে যান বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থলের পাশেই নদীতে মাছ ধরছিলেন ভারতীয় কৃষক সুরেশ বর্মন। তিনি চিৎকার করে বিএসএফকে ডাকতে থাকেন কিন্তু ঘটনার সময় বিএসএফ জওয়ানদের ডিউটি বদল হচ্ছিল। তাই জওয়ানদের কাঁটাতারের ৩৪ নম্বর গেটের কাছে আসতে একটু সময় লাগে। যখন বিএসএফ ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় তার আগেই বাংলাদেশের ভিতরে ঢুকে যায় দুষ্কৃতীরা।

এদিকে, এই খবর চাউর হতেই কাঁটাতারের গেটের কাছে জমায়েত হতে থাকেন বাসিন্দারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন শীতলকুচি থানার পুলিশ ও মাথাভাঙ্গার এসডিপিও সমরেণ হালদার, শীতলকুচি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মদন বর্মন।

বিকেলের দিকে দুই দেশের সীমান্ত রক্ষীবাহিনী ফ্ল্যাগ মিটিং করে। সেখানে সিদ্ধান্ত হয় কৃষ্ণকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। তারপর সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা নাগাদ কৃষ্ণকে উদ্ধার করে বিএসএফের মিরাপাড়া ক্যাম্পে ফিরিয়ে আনা হয়। রাতে অবশ্য কৃষ্ণ বর্মনকে শীতলকুচি থানায় নিয়ে আসা হয়।

অপহৃত কৃষকের স্ত্রী বেহুলা বর্মন বলেন, 'কৃষিকাজ করেই সংসার চলে। চাষের বেশিরভাগ জমি কাঁটাতারের ওপারে। এই ঘটনার পরে স্বামীকে ওপারে আর কী করে পাঠাই।'

শীতলকুচি ব্লকের মিরাপাড়া গ্রামের কাঁটাতারের ৩৪ নম্বর গেটে জটলা।

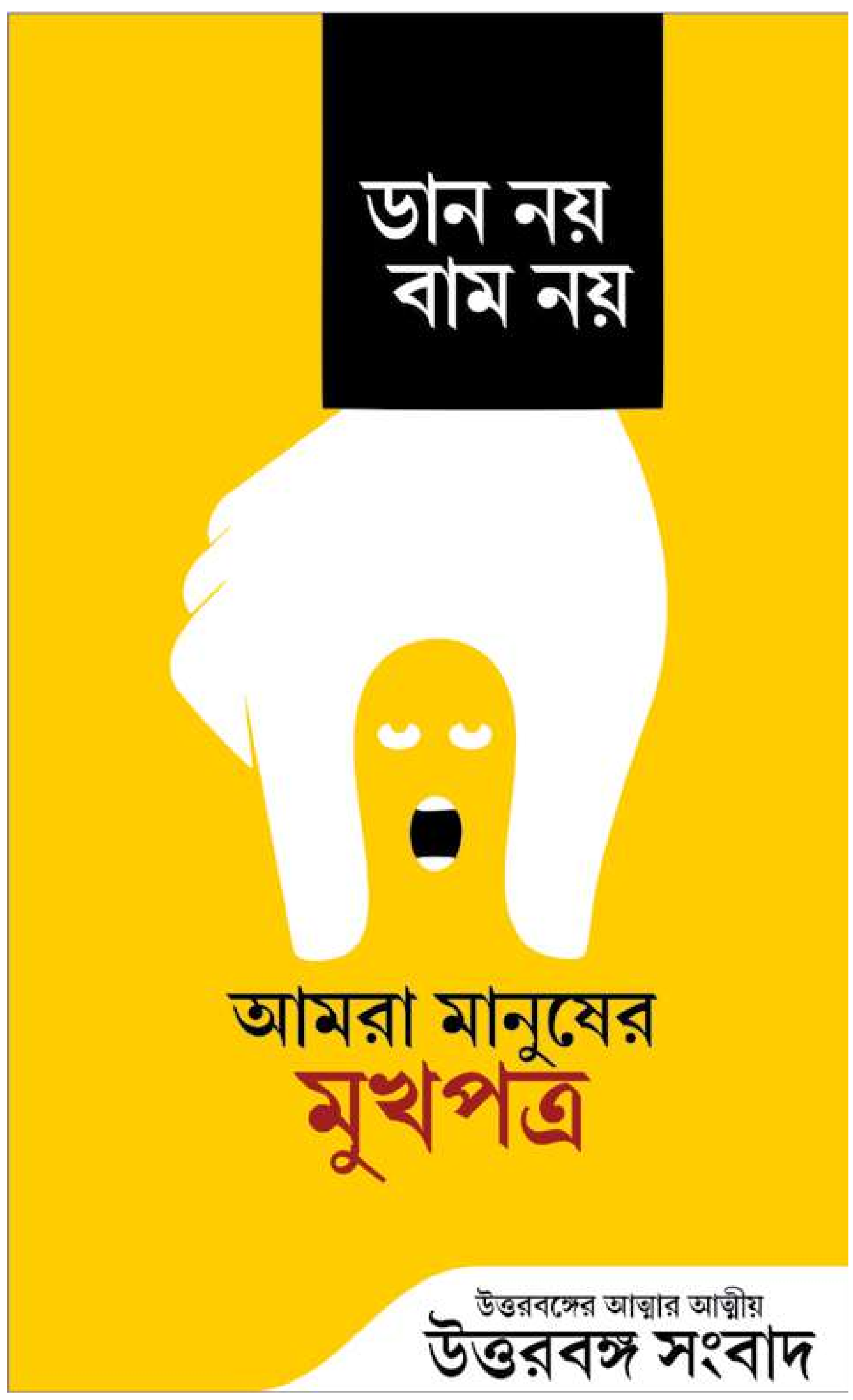

মত্ত অবস্থাতেই এমন কাণ্ড কি না উঠছে প্রশ্ন

বন্ধুর কোপে মৃত্যু

সমীর দাস

হাসিমারা, ৮ সেপ্টেম্বর : নিছক মজা এক নিমেষে বদলে গেল ভয়াবহতায়। এক বন্ধুর ভোজালির কোপে প্রাণ হারালেন আরেক বন্ধু। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে কালচিনি ব্লকের বন্ধ মধু চা বাগানের যোগি লাইনে। সেসময় রাস্তায় উপস্থিত থাকা শ্রমিকরা ঘুণাক্ষরেও টের পাননি যে তাঁদের সামনে এমন ভয়ানক কাণ্ড ঘটে যেতে পারে। ঠিক কী ঘটেছিল? প্রত্যক্ষদর্শীদের কথায়, এলাকারই বাসিন্দা বছর ৪০-এর রঞ্জিত কেরকেট্টা বাড়ির সামনেই দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর হাতে একটি ভোজালি ছিল। ওই মুহূর্তে তাঁর প্রতিবেশী ও বন্ধু বিজয় এক্কাকে দেখে রঞ্জিত খানিক মজার ছলে হাসতে হাসতে নিজের হাতে থাকা ভোজালিটা বন্ধুকে দিয়ে বলেছিলেন, 'আমাকে মার দেখি, তোর কত সাহস!' তারপরেই বীভৎস কাণ্ড। ভোজালি নিয়ে বিজয় মুহূর্তের মধ্যে সত্যি সত্যি কোপ বসান রঞ্জিতের গলায়। গলা প্রায় দু'ভাগ হয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় রঞ্জিতের। ততক্ষণে এলাকায় এমন হাড়হিম করা ঘটনা দেখে স্থানীয়রা রীতিমতো স্তম্ভিত। খুনের পরে নিজের বাড়িতে ঢুকে পড়লেও পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছোতেই বিজয় নিজেই ধরা দিয়ে রঞ্জিতকে মারার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন।

এদিন দুপুর আড়াইটা নাগাদ গোটা ঘটনায় এলাকাবাসীরা হতচকিত হয়ে পড়েন। ঘটনার সময় রাস্তায় অনেকেই ছিলেন। তবে কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই সব শেষ। খবর পেয়ে দ্রুত হাসিমারা ফাঁড়ির

মধু চা বাগানের যোগি লাইনে তরুণ হত্যার পর স্থানীয়দের ভিড়। সোমবার।

পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছোয়। মৃত ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করার পাশাপাশি আততায়ীকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। হাসিমারা পুলিশ ফাঁড়ির ওসি সঞ্জীব বর্মন এনিয়ে বলেন, 'ঠিক কী কারণে বিজয় রঞ্জিতকে খুন করল তা বুঝতে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। খুনের অস্ত্র ভোজালিটির খোঁজও চলছে।' ধৃতকে মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার কোর্টে তোলা হবে।

পাশাপাশি দেহ ময়নাতদন্তের জন্য মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠানোর কথাও জানিয়েছেন তিনি।

স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, রঞ্জিত ও বিজয়ের বাড়ির মাঝে অন্য একটি বাড়ি রয়েছে। দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব যেমন ছিল, তেমনই মদের আসরে দুজনের মধ্যে বচসাও বাধত প্রায়। রঞ্জিত বাগানের শ্রমিক ছিলেন। তাঁর স্ত্রী মৃত। তবে দুই ছেলে রয়েছে। অন্যদিকে, অভিযুক্ত বিজয় পেশায় দিনমজুর। তাঁর বাড়িতে স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। স্থানীয়দের অবশ্য দাবি, দুজনের কেউই তেমন কাজকর্ম করতেন না। মদ্যপ অবস্থায় প্রতিবেশীদের উত্ত্যক্ত করতেন।

এদিন সকাল থেকেও নাকি দুজনে মত্ত ছিলেন। পুলিশ জানিয়েছে, বিজয়কে মদ্যপ অবস্থায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রঞ্জিত মদ্যপ ছিলেন কি না তা ময়নাতদন্তের

মর্মান্তিক

- বন্ধু বিজয়কে দেখে রঞ্জিত মজার ছলে হাসতে হাসতে বলেছিলেন, আমাকে মার দেখি, তোর কত সাহস!
- ভোজালি নিয়ে বিজয় মুহূর্তের মধ্যে সত্যি সত্যি কোপ বসান রঞ্জিতের গলায়
- গলা প্রায় দু'ভাগ হয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় রঞ্জিতের
- রাস্তায় উপস্থিত সকলে হতচকিত হয়ে পড়েন গোটা ঘটনায়

রিপোর্ট পেলে তবেই স্পষ্ট হবে। তবে প্রতিবেশীদের ধারণা, সম্ভবত মজার ছলেই রঞ্জিত বিজয়কে ভোজালিটা দিয়েছিলেন। তারপরই রঞ্জিতের বাড়ির গেটের সামনে এমন ভয়াবহ ঘটনা ঘটে। গোটা ঘটনায় মধু চা বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

মূর্তি দেখে শিশুর আনন্দ... *ফালাকাটায় ভাস্কর শর্মার ক্যামেরায় তোলা ছবি।*

খেত নষ্ট হাতির, দুশ্চিন্তায় সবজি চাষিরা

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ৮ সেপ্টেম্বর : মাচায় পটল, ঝিঙে সহ নানা সবজি চাষ করেছেন মন্টু বর্মন। পুজোর আগে সেসব সবজি বিক্রি করে পরিবারের সকলের জন্য জামা কিনবেন বলে ঠিক করছিলেন। কিন্তু কোথায় কী। সেই আশায় জল ঢেলে দিল হাতি। রবিবার রাতে জলদাপাড়া বনাঞ্চলের ১৩টি হাতি ফালাকাটা ব্লকের লছমনডাবরি গ্রামের মুন্ডাপাড়ায় হানা দেয়। এরপর হাতিগুলি চাষিদের সবজি নষ্ট করে। হাতির হানায় মন্টুর দেড় বিঘা জমির সবজি নষ্ট হয়েছে। ক্ষতির পরিমাণ লক্ষাধিক টাকা। তাই এবার আর পুজোয় কেনাকাটা হবে না বলেই জানিয়েছেন তিনি। এছাড়া আরেক বাসিন্দারও দেড় বিঘা জমির ধানখেত তছনছ করেছে। দুর্গাপুজোর আগে ক্ষতির মুখে পড়ে মাথায় হাত চাষিদের।

এদিকে, স্থানীয় যৌথ বন পরিচালন কমিটিও এখন নেই বলে চাষিরা জানিয়েছেন। যদিও বন দপ্তর ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দিয়েছে।

লছমনডাবরি গ্রামের মুন্ডাপাড়া এলাকা জলদাপাড়া পশ্চিম রেঞ্জের কুঞ্জনগর বিটের অধীন। সংশ্লিষ্ট বিট অফিসার সনৎ শূর সোমবার ক্ষয়ক্ষতির তথ্য সংগ্রহ করেন। বিট অফিসারের কথায়, 'ক্ষয়ক্ষতি দেখা হয়েছে। স্থানীয়দের ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদন করতে বলা হয়েছে। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।'

সারাবছরই জলদাপাড়া বনাঞ্চল লাগোয়া গ্রামে বন্যপ্রাণীর হামলা লেগেই থাকে। রবিবার রাতে বৃষ্টি হচ্ছিল। সেসময় হাতির দল বের হয়। পরে একটি হাতি আলাদা হয়ে যায়। সবজি ও ধানখেতে ১২টি হাতি হানা দেয়। এদিন ক্ষতিগ্রস্ত সবজিখেত দেখে মাথায় হাত পড়ে

হাতির হানায় তছনছ সবজিখেত। সোমবার লছমনডাবরি গ্রামে।

মন্টুর। তাঁর কথায়, 'বন দপ্তরের কাছে সবজির টাকা চাইছি না। এই দেড় বিঘা জমিতে পটল ও ঝিঙে লাগাতে আমার লক্ষাধিক টাকা খরচ হয়েছে। সেই ক্ষতিপূরণও তো বন দপ্তর দিতে পারবে না।' পুজোর মুখে এমন ক্ষতিতে তিনি ভেঙে পড়েছেন। তিনি বলেন, 'অন্য সময় ক্ষতি হলে ঠিক ছিল। কিন্তু আর ক'দিন পরেই পুজো। সবজি বিক্রি করেই পরিবারের সবার জন্য জামাকাপড় কিনব ভেবেছিলাম। কিন্তু যে ক্ষতি হল, তাতে আর এবার পুজোর পোশাক কেনা হবে না।'

আবার লছমন গোয়ালার ধানখেত নষ্ট হয়েছে। তাঁর কথায়, 'এখানে তো এখন যৌথ বন পরিচালন কমিটিও নেই। তাই রাতে হাতি বের হলে ক্ষতি বেশি হচ্ছে।'

বন লাগোয়া গ্রামে স্থানীয় ও বনকর্তাদের নিয়ে তিন বছরের জন্য থাকে যৌথ বন পরিচালন কমিটি (জেএফএমসি)। এই জেএফএমসির তরফে স্থানীয় তরুণদের মাসিক সাম্মানিক দিয়ে এলাকায় নজরদারি চালানো হয়। কারণ, বনকর্মীর সংখ্যা প্রতিটি রেঞ্জ ও বিট অফিসেই কম। কিন্তু লছমনডাবরিতে এই কমিটি না থাকায় স্থানীয় তরুণদের কেউ আর পাহারা দিচ্ছেন না। যদিও কুঞ্জনগরের বিট অফিসার বলেন, 'লছমনডাবরি জেএফএমসি অনেক আগেই গঠিত হয়েছে। তবে ব্যাংক অপারেটর সংক্রান্ত এক সমস্যা আছে। দ্রুত এই সমস্যার সমাধান হবে।'

অস্বাভাবিক মৃত্যু

কুমারগ্রাম, ৮ সেপ্টেম্বর : ড্রেনে এক ব্যক্তিকে পড়ে থাকতে দেখে সোমবার সকালে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় কুমারগ্রাম ব্লকের নিউল্যান্ডস চা বাগানে। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে চা বাগানের হাসপাতাল এবং পরে কুমারগ্রাম প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসেন। কর্তব্যরত চিকিৎসক নিউল্যান্ডস চা বাগানের বাসিন্দা সঞ্জিত লোহার (৩৯) নামে ওই ব্যক্তিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। নিয়ম মেনে কুমারগ্রাম থানায় খবর দেওয়া হলে পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ময়নাতদন্তের জন্য দেহ আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সঞ্জিত প্রায়শই মদ্যপ অবস্থায় চলাফেরা করতেন।

সংবর্ধনা

হ্যামিল্টনগঞ্জ, ৮ সেপ্টেম্বর : সম্প্রতি ভারতীয় সেনার বিহার রেজিমেন্টের উদ্যোগে জাতীয় স্তরের ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় পাটনায়। টুর্নামেন্টে রাউরকেল্লা ফুটবল অ্যাকাডেমির মুখোমুখি হয় কালচিনির ডুয়ার্স ফুটবল অ্যাকাডেমি। খেলায় ডুয়ার্স টিম রানার আপ হয়েছে। সোমবার দলটি হ্যামিল্টনগঞ্জ স্টেশনে পৌঁছায়। দলের কোচ বলেন, 'সংশ্লিষ্ট রেজিমেন্টের ট্যালেন্ট হান্ট লিস্টে নাম উঠেছে আমাদের দলের ৬ জন ফুটবলারের।' পরবর্তীতে তাঁদের প্রশিক্ষণ দিয়ে খেলার কোটায় আর্মিতে নিয়োগের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

কাজের দাবি

কালচিনি, ৮ সেপ্টেম্বর : ১০০ দিনের কাজ দ্রুত চালুর দাবিতে সোমবার কালচিনির বিডিও অফিসে দাবিপত্র জমা করল পশ্চিমবঙ্গ চা মজুর সমিতি। সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি মহেশ খাখা দাবি করে বলেন, 'কিছুদিন আগে কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশিকা জারি করে ১ অগাস্ট থেকে মনরেগা প্রকল্পে চালু করার। তবে এখনও ওই প্রকল্পের কাজ চালু হয়নি। কালচিনি ব্লকের বন্ধ মধু চা বাগান সহ চিনচুলা ও ডিমা চা বাগানে ওই প্রকল্পের কাজ শুরু করার দাবি ব্লক অফিসে জানানো হয়েছে।'

সম্মাননা

শালকুমারহাট, ৮ সেপ্টেম্বর : শালকুমারহাটের প্রধানপাড়ার কৃষক পরিবারের ছাত্রী ফারহানা প্রধান নিটে উত্তীর্ণ হয়েছেন। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পেয়েছেন। সোমবার সন্ধ্যায় তাঁকে সংবর্ধনা জানান আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি মনোরঞ্জন দে, আলিপুরদুয়ার-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিল্পী দে সূত্রধর। এদিন ফুলের তোড়া দিয়ে উত্তরীয় পরিয়ে ওই কৃতী ছাত্রীকে সংবর্ধিত করা হয়।

নাম ঘোষণা

আলিপুরদুয়ার, ৮ সেপ্টেম্বর : সোমবার আলিপুরদুয়ার জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে মণ্ডল ইনচার্জদের নাম ঘোষণা করা হয়। আগেই বিজেপির মণ্ডল সভাপতি নির্বাচন হয়েছিল। এদিন বিজেপির জেলা কমিটির সদস্যদের ২৪টি মণ্ডলের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই নেতারা মণ্ডল সভাপতিদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কাজ করবেন বলে জানিয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব।

নতুন ভবন

বীরপাড়া, ৮ সেপ্টেম্বর : সোমবার বীরপাড়া চা বাগানের পাকা লাইনে ২২২ নম্বর আইসিডিএস কেন্দ্রের নতুন ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ রমেশ ওরাওঁ। এলাকার বাসিন্দা বীরু লোহার বলেন, 'এর আগে একটি বাড়িতে ওই কেন্দ্রের কাজকর্ম হত। নতুন ভবন তৈরি হওয়ায় সুবিধা হল।'

আবগারির অভিযান

পুজোর মুখে ভুটানি মদ বাজেয়াপ্ত, গ্রেপ্তার ১

নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

কুমারগ্রাম, ৮ সেপ্টেম্বর : পুজোর মুখে রবিবার রাতে ভুটানের কালীখোলা থেকে এরাজ্যের কুমারগ্রামে ভুটানি মদ পাচার চলছিল। গোপনে এই খবর পৌঁছে যায় আবগারি দপ্তরের কুমারগ্রাম সার্কেল অফিসে। দ্রুত অভিযানে নামেন আবগারি কর্মীরা। তৎপর হওয়ার পর সফলতাও মেলে। ভুটানি মদ সহ পাচারের কাজে ব্যবহৃত একটি বাইক বাজেয়াপ্ত করা হয়। গ্রেপ্তার করা হয় এক পাচারকারীকেও।

আবগারি দপ্তরের আলিপুরদুয়ার জেলা সুপারিন্টেন্ডেন্ট উগেন শেওয়াং বলেন, 'এরাজ্যে অবৈধভাবে মদ পাচার রুখতে আমরা লাগাতার তল্লাশি অভিযান চালিয়ে যাচ্ছি। বিশেষ করে আলিপুরদুয়ার জেলার ইন্দো-ভুটান সীমান্ত থেকে শুরু করে আন্তঃরাজ্য সীমানায় কড়া নজরদারি রাখা হচ্ছে। বাড়তি উদ্যোগ হিসেবে দপ্তরের তরফে গোপন সোর্স তৈরি করা হয়েছে। যাতে কেউই রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে ভুটানি বা ভিনরাজ্যের মদের কালোবাজারি করতে না পারে।'

ভুটানি মদ সহ আটক এক তরুণ অভিযুক্ত। -সংবাদচিত্র

ভুটানগেট এবং জঙ্গলপথ পেরিয়ে শুখা নদীর চরে পৌঁছাতেই ব্যাগভর্তি ভুটানি মদ এবং মোটরবাইক সহ এক পাচারকারীকে আচমকা ঘিরে ধরেন আবগারি কর্মীরা। রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে এরাজ্যে পুরোপুরি অবৈধভাবে ভুটানি মদ পাচারের দায়ে রতন ওরাওঁ নামে এক ব্যক্তিকে হাতেনাতে পাকড়াও করা হয়। তল্লাশি চালিয়ে ৩৬ বোতল ভুটানি মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। যার বাজারমূল্য ৯৭ হাজার ৫০০ টাকা।

এদিন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সুরা কারবারে জড়িত এক ব্যবসায়ীর বলেন, 'এই ভুটানি মদ কালোবাজারে এমআরপির থেকেও চড়া দামে বিক্রি করে কয়েকগুণ মুনাফা হয়। বিলিতি মদের পাশাপাশি অরুণাচল, অসম সহ একাধিক ভিনরাজ্যের কমদামি মদ চোরাপথে পশ্চিমবঙ্গে ঢুকছে।'

রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে এরাজ্যে ভুটানি মদ পাচারের কারবার দীর্ঘদিনের। বিভিন্ন উৎসব এবং সামাজিক অনুষ্ঠানের মরশুমে মদের চাহিদা বাড়ে। তাই মোটা অঙ্কের মুনাফার লোভে এরাজ্যে মদের অবৈধ কারবারিরা আগে থেকেই রীতিমতো ছক কষতে শুরু করে। গোপন ডেরায় বিলিতি মদ মজুত রেখে মওকা বুঝে চড়া দামে বিক্রি করে।

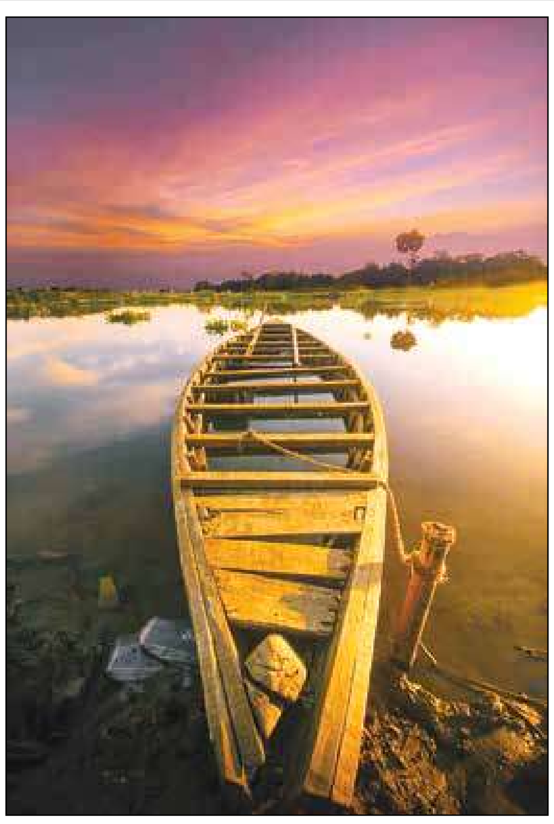

গোধূলির রং।। *দিনহাটায় ছবিটি তুলেছেন সৌম্যজিৎ রায়।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

পথ দুর্ঘটনা

কালচিনি, ৮ সেপ্টেম্বর : সোমবার সকালে ৩১সি জাতীয় সড়কের পোরো সেতুতে দুটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন চালকই জখম হন। খবর পেয়ে নিমতি ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে চালকদের উদ্ধার করে লতাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠায়। সেখানে একজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। অপর চালককে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। ওই চালকের পায়ে চোট লেগেছে। ঘটনার পর বেশ কিছুক্ষণ ওই সড়কে যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে পুলিশ গিয়ে সেখানে যানজটমুক্ত করে। ১৬ চাকার ট্রাকটি শিলিগুড়ি থেকে অসমের দিকে যাচ্ছিল। ১০ চাকার ট্রাকটি উলটোদিক থেকে আসছিল। পুলিশ দুটি ট্রাককে আটক করেছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে বৃষ্টিতে রাস্তা পিচ্ছিল হয়ে পড়ায় ট্রাকচালকরা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে।

পরীক্ষার আগের রাতে হোমে ঠাঁই

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ৮ সেপ্টেম্বর : সোমবার ছিল সিমেস্টারভিত্তিক উচ্চমাধ্যমিকের প্রথম পরীক্ষা। তার আগে রবিবার বাকি পরীক্ষার্থীরা যখন পড়াশোনায় মগ্ন, তখনই ঘর ছাড়ল এক নাবালিকা পরীক্ষার্থী। আর তার ফলে বাকিরা সোমবার যখন পরীক্ষাকেন্দ্রে, তখন সেই নাবালিকার ঠাঁই হল হোমে।

ওই পরীক্ষার্থীর বাড়ি আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকে। রবিবার বিকাল নাগাদ আলিপুরদুয়ার মনোজিৎ নাগ বাস টার্মিনাস এলাকায় কারও জন্য ছয় ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে অপেক্ষা করছিল সে। বিকাল প্রায় ৫টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত তাকে একা বসে থাকতে দেখে স্থানীয়দের সন্দেহ হয়। জিজ্ঞাসাবাদ করতে মেয়েটি জানায়, সে তার পরিচিত লোকজনের জন্য অপেক্ষা করছে। তাঁরা নাকি তাকে দলগাঁওয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু আলিপুরদুয়ার শহর থেকে সন্ধ্যা ৬টার পরেই তো আর দলগাঁও যাওয়ার বাস থাকে না। তাহলে ওই মেয়েটি এত রাতে যাবে কী করে? সেকথা জানতে চান স্থানীয়রা। সে প্রশ্নের জবাব দিতে পারেনি সে। তার মধ্যে আবার ওই নাবালিকা বাড়িতে ফিরে যেতেও নারাজ। শেষপর্যন্ত স্থানীয়রা আলিপুরদুয়ার থানায় খবর দেন। পুলিশ স্থানীয়দের সহযোগিতায় ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে আলিপুরদুয়ার থানায় নিয়ে যায়। পরে সিডব্লিউসি'র মাধ্যমে তাকে হোমে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সিডব্লিউসি'র চেয়ারম্যান অসীম বসু বলেন, 'ওই নাবালিকা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী বলে জানিয়েছে। তবে সে বাড়ি ফিরতে ও পরীক্ষা দিতে রাজি না হওয়ায় তাকে হোমে রাখার ব্যবস্থার করা হয়েছে।'

যা ঘটেছে

- ওই পরীক্ষার্থীর বাড়ি আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকে
- রবিবার বিকাল থেকে আলিপুরদুয়ার মনোজিৎ নাগ বাস টার্মিনাস এলাকায় বসে ছিল
- কারও জন্য ছয় ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে অপেক্ষা করছিল
- বিকাল প্রায় ৫টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত একা বসে থাকতে দেখে স্থানীয়দের সন্দেহ হয়

পরে সিডব্লিউসি'র তরফে ওই নাবালিকার পরিবারের লোকজনকে জানানো হয়েছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, বাবা-মা বকাবকি করায় সে ঘর ছেড়ে চলে এসেছিল। আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের পানবাড়ি এলাকা থেকে আলিপুরদুয়ার শহরে পৌঁছানোর পর তার দলগাঁওয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু হয়তো একা একা অতদূর যাওয়ার সাহস পায়নি। তবে রাত ১১টা নাগাদ পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় তিনজন তরুণ বাস টার্মিনাসে হাজির হন। তাঁরা ওই নাবালিকাকে নিয়ে যেতে চান। তবে পুলিশের তৎপরতায় তা সম্ভব হয়নি। ওই তিনজন মেয়েটির পূর্বপরিচিত বলে মনে করা হচ্ছে।

স্থানীয় এক দোকান মালিকের কথায়, 'বাস টার্মিনাসে তো অনেক লোক যাতায়াত করেন। তাই প্রথমে মেয়েটিকে দেখে সন্দেহ হয়নি। তবে রবিবার রাত দশটার পরেও ওই নাবালিকাকে একা বসে থাকতে দেখেই সন্দেহ হয়। তারপরেই ঘরছাড়ার বিষয়ে জানতে পারি।'

পানীয় জলের দাবিতে অবরোধ সিপিএমের

সুভাষ বর্মন

শালকুমারহাট, ৮ সেপ্টেম্বর : দুর্গাপুজোর আগে বাড়ি বাড়ি পাইপের সাহায্যে পানীয় জল পৌঁছে দিতে হবে। এই দাবিতে সোমবার সিপিএমের আলিপুরদুয়ার পশ্চিম ১ নম্বর এরিয়া কমিটির সদস্য অরবিন্দ রায় ও উত্তম রায়ের নেতৃত্বে শালকুমারহাট-জলদাপাড়া রাজ্য সড়কে মিছিল হয়। তারপর শালকুমার-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যালয়ের সামনে পথ অবরোধ করেন সিপিএমের নেতা-কর্মীরা। অভিযোগ, ইতিমধ্যে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শালকুমার-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের মুন্সিপাড়া, প্রধানপাড়া ও জলদাপাড়া গ্রামে পিএইচই-র পক্ষ থেকে তিনটি জলের রিজার্ভার তৈরি করা হয়েছে। এমনকি রিজার্ভারে রং করাও হয়ে গিয়েছে। তা সত্ত্বেও এলাকবাসীর বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছাচ্ছে না।

সিপিএম নেতা অরবিন্দের কথায়, 'পানীয় জলের জন্য তৈরি রিজার্ভারে নীল-সাদা রং করা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এলাকার মানুষ জল পাচ্ছেন না। তাই পুজোর আগে সব বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার দাবি জানিয়েছি।' অন্যান্য দাবিগুলি পূরণ না হলে আগামীতে আরও বড় আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। সিপিএম নেতাদের এই দাবিগুলির সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন তৃণমূল পরিচালিত শালকুমার-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শ্রীবাস রায়। তাঁর কথায়, 'রিজার্ভারের কাজ অনেক আগে শেষ হয়েছে। কিন্তু পাইপের কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় বাড়ি বাড়ি জল যাচ্ছে না। আমি বিষয়টি পিএইচই দপ্তরে জানিয়েছি।'

এদিন মিছিল ও পথ অবরোধ করে প্রতিটি বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার দাবি ছাড়াও দ্রুত

> পানীয় জলের জন্য তৈরি রিজার্ভারে নীল-সাদা রং করা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এলাকার মানুষ জল পাচ্ছেন না। তাই পুজোর আগে সব বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার দাবি জানিয়েছি।
>
> **অরবিন্দ রায়**
> *সিপিএম নেতা*

একশো দিনের কাজ চালু করা, একশো দিনের বকেয়া মজুরি মিটিয়ে দেওয়া, ঠিকাদারদের বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার মতো দাবিগুলি রয়েছে। এছাড়া হাতি, বাইসনের হামলা রুখতে প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ করতে হবে বলে দাবি করেন তাঁরা। বন্যপ্রাণীর হানায় ঘরবাড়ি, জমির ফসলের ক্ষতি হয়। ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের অর্থ বাড়ানোর দাবি জানিয়েছে সিপিএম নেতৃত্ব। এছাড়া শালকুমারহাটে ২০১২ সালে রাজ্য সরকার একটি বহুমুখী হিমঘরের শিলান্যাস করেছিল। কিন্তু সেই হিমঘর এখনও তৈরি হয়নি। হিমঘরের কাজ শুরু করার দাবি উঠেছে।

নলরাজার গড় এখন নরনারায়ণের গড়

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ৮ সেপ্টেম্বর : চিলাপাতার গভীর জঙ্গলে অবস্থিত নলরাজার গড় এখন থেকে নরনারায়ণ গড় হিসেবেই পরিচিতি পাবে। সোমবার আলিপুরদুয়ারের ডুয়ার্সকন্যায় সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা হয়েছে।

এদিন রাজ্য হেরিটেজ কমিশনের নির্দেশে জেলা শাসক আর বিমলার নেতৃত্বে ওই বৈঠক হয়। সেখানেই নরনারায়ণ গড় হিসেবে কেন স্বীকৃতি পাবে তা বিস্তারিত আলোচনা করেন বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ আনন্দগোপাল ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন রাজবংশী কালচারাল বোর্ডের চেয়ারম্যান বংশীবদন বর্মন, বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল সহ অন্যরা। মাস কয়েক আগে এই নামকরণ বিতর্ক উসকে দিয়েছিলেন বংশীবদন। নলরাজার গড় যে আদতে কোচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণের নামে, সেকথা দাবি করে রাজ্য সরকারের কাছে চিঠি লিখেছিলেন তিনি। তারপরেই হেরিটেজ কমিশন আরও সক্রিয় হয়ে ওঠে। এদিনের বৈঠকে সেই দাবিকেই মান্যতা দেওয়া হল।

এদিন বৈঠক শেষে ইতিহাসবিদ আনন্দগোপাল ঘোষ বলেন, 'মহারাজ

নলরাজার গড় নিয়ে ডুয়ার্সকন্যায় বৈঠক। সোমবার। -সংবাদচিত্র

নরনারায়ণের গড়ের অপভ্রংশই হচ্ছে নলরাজার গড়। এদিন তাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এখন থেকে চিলাপাতার ভেতর থাকা গড়টি নরনারায়ণের গড় হিসেবেই পরিচিতি পাবে। সঙ্গে তাঁর ভাই চিলারায়ের নামও থাকবে। এর জন্য যা করার সেটাই করবে হেরিটেজ কমিশন।'

বৈঠক শেষে আলিপুরদুয়ারের বিধায়কও একই কথা বলেন। তাঁর আশ্বাস, 'পুজোর পরেই বন দপ্তরের নিয়ম মেনে পূর্ত দপ্তর এব্যাপারে কাজ শুরু করবে।'

এদিনের আলোচনায় ইতিহাসবিদ থেকে প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করেন এমন বিশেষজ্ঞরা উপস্থিত ছিলেন। তারপর এই সিদ্ধান্তে স্বভাবতই খুশি বংশীবদন বলেন, 'নলরাজার গড়ের

> মহারাজ নরনারায়ণের গড়ের অপভ্রংশই হচ্ছে নলরাজার গড়। এদিন তাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এখন থেকে চিলাপাতার ভেতর থাকা গড়টি নরনারায়ণের গড় হিসেবেই পরিচিতি পাবে। সঙ্গে তাঁর ভাই চিলারায়ের নামও থাকবে।
>
> **আনন্দগোপাল ঘোষ**
> *ইতিহাসবিদ*

সংস্কারের উদ্যোগের খবর দেখে আমি রাজ্যের হেরিটেজ কমিশনকে একটি চিঠি দিয়েছিলাম। সেই চিঠিতে নাম নিয়ে একটি বিভ্রান্তির কথা উল্লেখ করেছিলাম। তার পর বৈঠক করে এই বিভ্রান্তি মেটানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' বংশীর দাবি, কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণের আমলে তাঁর ভাই চিলারায় এই ঐতিহাসিক সেনাছাউনি বা গড় তৈরি করেছিলেন। তাই এই সৌধের সঙ্গে ওই দুজনের নামই জড়িয়ে থাকা উচিত।

ঐতিহাসিক সেই গড় স্থানীয়ভাবে নলরাজার গড় নামেই পরিচিত। বিধায়ক সুমন কয়েক মাস আগে এই ঐতিহাসিক গড়ের সংস্কার ও সংরক্ষণ করে তা পর্যটকদের কাছে তুলে ধরার উদ্যোগ নেন। জেলা প্রশাসনের কর্তারা ওই এলাকায় গিয়ে পরিদর্শনও করে আসেন। তার মাঝেই বংশীবদন নামের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লেখেন। এরপরেই গড়ের নাম নিয়ে খানিকটা বিতর্ক তৈরি হয়। এদিনের সিদ্ধান্ত, নাম-বিতর্ক মেটানোর জন্য বুকলেট প্রকাশ করা হবে। সেইসঙ্গে ওই এলাকায় মহারাজা নরনারায়ণ এবং চিলারায়ের মূর্তিও বসানো হবে। আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী বলেন, 'গড়ের আসল ইতিহাস এতদিনে সামনে এল। এদিনের সিদ্ধান্তে আমি খুশি।'

বাঙালি-হেনস্তা

বাংলায় কথা বলার অপরাধে উত্তরপ্রদেশের পুলিশ আটক করল মুর্শিদাবাদের ১৮ জন ফেরিওয়ালাকে। অভিযোগ, পরিচয়পত্র দেখালেও হেনস্তা করা হয় তাঁদের।

জেল হেপাজত

নিম্ন আদালতে জামিনের আবেদন খারিজ বিজেপি নেতা রাকেশ সিংয়ের। তাঁকে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এফআইআর খারিজ চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে পরিবার।

বিদেশযাত্রা

বিদেশযাত্রায় বাধা নেই। তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষকে শর্তসাপেক্ষে লন্ডন ও আয়ারল্যান্ড সফরের অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ৫ লক্ষ টাকা জমা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি।

অভিযোগ

ভর্তি করে দেওয়ার নামে পড়ুয়াদের কাছে টাকা চাওয়ার অভিযোগ উঠল আশুতোষ কলেজে। ভবানীপুর থানায় অভিযোগ করেছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মমতাবালা ও মহুয়ার দ্বন্দ্ব বন্ধের নির্দেশ

রিমি শীল ও নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর : রাজ্যের ৭৬টি বিধানসভা কেন্দ্রের ভোট নির্ণায়ক ভূমিকা নেয় মতুয়া ও নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের ভোটাররা। গত দেড় দশকে এই ভোটের বেশিরভাগই দখলে গিয়েছিল তৃণমূল ও পদ্ম শিবিরের। ২০১৯ সালের লোকসভার নির্বাচন থেকে মতুয়া ভোট একতরফা বিজেপির পক্ষে গিয়েছে। কিন্তু এবার সেই ভোটে থাবা বসানোর চেষ্টা করছে কংগ্রেস। মূলত নাগরিকত্ব ইস্যুতে সংশয়ে রয়েছেন মতুয়াদের একাংশ। ছিন্নমূল বাঙালিদের নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট বিলিকে কেন্দ্র করে ঠাকুরনগরের শান্তনু ঠাকুর ও সুব্রত ঠাকুরের মধ্যে বিরোধ চরমে উঠেছে। শান্তনু বনগাঁর বিজেপি সাংসদ ও সুব্রত গাইঘাটা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক। অন্যদিকে, ঠাকুর বাড়িরই মমতাবালা ঠাকুর তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ। কাকিমা মমতাবালার সঙ্গে সুব্রতর সাম্প্রতিক ঘনিষ্ঠতা বিজেপির কাছে মাথাব্যথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। হাল ছাড়তে চাইছে না তৃণমূলও। ফলে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে মতুয়া ভোট কোনদিকে যায় সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে রাজনৈতিক মহল।

সোমবারই বনগাঁ ও ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার নেতাদের নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কয়েকদিন আগেই কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্রের মন্তব্যকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের অপর সাংসদ মমতাবালার বিরোধ প্রকাশ্যে এসেছিল। ফলে এই পরিস্থিতিতে দলের মধ্যে যাতে কোনও বিভেদ না থাকে তার স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন অভিষেক। এমনকি কোনও সম্প্রদায় সম্পর্কে কোনওরকম মন্তব্য থেকে বিরত থাকতেও দলের সর্বস্তরের নেতাদের জানিয়ে দিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। একইসঙ্গে সিএএ ও এনআরসি ইস্যুতে দল যে অবস্থানে আছে তা সাধারণ মানুষের কাছে আরও স্পষ্ট করে দিতে বলেছেন অভিষেক।

নাগরিকত্ব ইস্যুতে মতুয়া এবং নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে এই আতঙ্কের কারণে গত সপ্তাহেই বিহারে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির সঙ্গে দেখা করেছিলেন মতুয়া সম্প্রদায়ের ২০ জন প্রতিনিধি। আর তারপরই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, তাহলে কি মতুয়া সম্প্রদায়ের একাংশ গেরুয়া শিবির ছেড়ে কংগ্রেসের দিকে ঘেঁষছেন। যদিও কংগ্রেস নেতারা এখনই এই আশা করছেন না। তাঁদের ধারণা, এই মুহূর্তে মতুয়া ভোটের অধিকাংশ আয়ত্তে আনা অসম্ভব। শান্তনু, সুব্রত ঠাকুরের পূর্বপুরুষ প্রমথরঞ্জন কংগ্রেস নেতা ছিলেন। তিনি বিধানচন্দ্র রায়ের মন্ত্রীসভায় ছিলেন। পরবর্তীকালে এই এলাকায় আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি কংগ্রেস। এখন কংগ্রেস নেতারা মনে করছেন, বিজেপিকে রুখতে মতুয়াদের একাংশের সমর্থন পেলে আখেড়ে লাভ হবে তৃণমূলের। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে কংগ্রেস মাটি শক্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

১৮০-তেই অল আউট?

অভ্যন্তরীণ সমীক্ষায় চিন্তিত তৃণমূল নেতৃত্ব

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর : বিভিন্ন সভা-সমিতিতে তৃণমূল নেতারা দাবি করেছেন, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ২৫০টির বেশি আসন নিয়ে চতুর্থবার ঘাসফুল শিবির ফের ক্ষমতায় আসবে। কিন্তু তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ সমীক্ষা বলছে, এই মুহূর্তে ভোট হলে ১৮০টির বেশি আসন পাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। উত্তরবঙ্গের ফল যে এবারও ভালো হবে না, তা উঠে এসেছে তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ সমীক্ষায়। ওই সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, শুধু উত্তরবঙ্গ নয়, নদিয়া, বীরভূম, পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় দলের ফল খারাপ হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গের ৫৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের ২৩টি দখল করেছিল তৃণমূল। পরবর্তীকালে উপনির্বাচনে আরও ৩টি দখল করে। কিন্তু এবার পরিস্থিতি অনেক বদল হচ্ছে। ২০১৯ এবং ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি ২৩টি আসনে এগিয়ে থাকলেও ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তারা ওই আসনে পিছিয়ে পড়েছিল। আবার ২০১৯ এবং ২০২১ সালের লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচনে ১২টি আসনে এগিয়ে থাকলেও ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে পিছিয়ে পড়েছিল বিজেপি। ফলে এই আসনগুলিকে দোদুল্যমান মনে করছে ঘাসফুল শিবির।

তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, পূর্ব মেদিনীপুরের ১৬টি আসনের ৬টির বেশিতে জয়ের আশা কম। গত বিধানসভায় তমলুকে সৌমেন মহাপাত্র জয়ী হলেও এবার তাঁর আসন যথেষ্ট শক্ত। তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ সমীক্ষা বলছে, রাজ্যে এই মুহূর্তে ভোট হলে ১৪১টি আসন তৃণমূলের কাছে যথেষ্ট কঠিন। ২০১৯-এর লোকসভা এবং ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রগুলিতে বিজেপি এগিয়ে থাকলেও ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে সেখানে পিছিয়ে পড়েছিল বিজেপি। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচন থেকে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত তৃণমূলের ভোট শতাংশ ৪৩.৭ শতাংশ থেকে ৪৮.৫ শতাংশের মধ্যে রয়েছে।

উদ্বেগ উত্তরবঙ্গে

- ২০২১ সালের বিধানসভায় উত্তরবঙ্গের ২৩টি কেন্দ্র দখল করেছিল তৃণমূল
- পরবর্তীকালে উপনির্বাচনে আরও ৩টি দখল করে
- ২০১৯ এবং ২০২৪-এ লোকসভা নির্বাচনে ২৩টি আসনে এগিয়েছিল পদ্ম
- ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তারা ওই আসনে পিছিয়ে পড়েছিল

তাৎপর্যপূর্ণভাবে লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের ভোট কমলেও বিধানসভায় তাদের ফল ভালো হয়। কিন্তু নিয়োগ দুর্নীতি, নীচুতলায় স্বজনপোষণ, পুর ও গ্রামীণ এলাকায় অনুন্নয়ন তৃণমূলের কাছে বড় মাথাব্যথা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গত ১ জুলাই থেকে ৩১ অগাস্ট পর্যন্ত তৃণমূল বুথভিত্তিক সমীক্ষা চালিয়েছে। ওই সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, ১৮০টির বেশি আসন পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। নদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর ও বীরভূমের ফল অকল্পনীয় খারাপ হবে। গত লোকসভা নির্বাচনে বীরভূমের ১১টি আসনের সবগুলিতেই তৃণমূল এগিয়ে থাকলেও সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, বীরভূমের দুবরাজপুর, মুরারই, নলহাটি, হাসন ও নানুর কেন্দ্র তৃণমূলের কাছে যথেষ্ট কঠিন। নদিয়ায় একমাত্র ৪টি কেন্দ্রে তৃণমূলের কাছে কিছুটা আশার জায়গা রয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুরের ১৬টি কেন্দ্রের চারটির বেশিতে আশা রাখছেন না দলীয় নেতৃত্ব। বাঁকুড়া, পুরুলিয়ায় সম্ভাবনা কম।

আট ইয়ারি কথা...

যুক্তি, তক্কো, গপ্পো..
লেক গার্ডেন্সে গল্পে মজেছে বন্ধুরা।

মোদির সফরে দলের সভা নয়

কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর : ১৫ সেপ্টেম্বর কলকাতায় আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ১৫ থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে কমান্ডারদের সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। তবে এবারের সফর এখনও পর্যন্ত সরকারি কর্মসূচিতেই সীমাবদ্ধ থাকছে। সরকারি কর্মসূচির বাইরে কোনও দলীয় কর্মসূচি নেই বলেই বিজেপির তরফে জানানো হয়েছে। সম্প্রতি ২৬-এর বিধানসভা ভোটকে মাথায় রেখে সরকারি কর্মসূচির পাশাপাশি পরিবর্তন সংকল্প যাত্রায় আলিপুরদুয়ার, দুর্গাপুর ও দমদমে সভা করেন মোদি। চলতি মাসে রানাঘাটেও তাঁর সভা করার কথা ছিল। কিন্তু সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়, আপাতত রাজ্যে প্রধানমন্ত্রীর দলীয় সভা স্থগিত থাকছে। এরপরই ১৫ সেপ্টেম্বর সেনার এই অনুষ্ঠান উদ্বোধন করতে আসছেন প্রধানমন্ত্রী।

এই বছরের সম্মেলনের বিষয় হচ্ছে সংস্কার বর্ষ ভবিষ্যতের জন্য রূপান্তর। প্রতিবছরই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে সেনাবাহিনীর এই অনুষ্ঠান হয়। সেই তালিকায় এবার সংযুক্ত হল কলকাতাও। সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল, প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী, সেনাপ্রধান এবং প্রতিরক্ষাসচিবও উপস্থিত থাকবেন। প্রতিরক্ষামন্ত্রকের তিন বাহিনীর কর্তা এবং কম্বাইন্ড ডিফেন্স সার্ভিসেস-এর শীর্ষস্থানীয় আধিকারিক ও মন্ত্রকের সচিবদের এই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা।

অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো...
গৌরীবাড়ির পুজোমণ্ডপে। - রাজীব মণ্ডল

বালি পাচার যোগে ২২ জায়গায় তল্লাশি

কলকাতা ও ঝাড়গ্রাম, ৮ সেপ্টেম্বর : কয়লা, গোরু পাচার, চিটফান্ড কেলেঙ্কারি, নিয়োগ দুর্নীতির পর এবার বালি পাচার কাণ্ডে সক্রিয় হল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। সোমবার সকালেই একযোগে কলকাতা সহ রাজ্যের ২২টি জায়গায় হানা দিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তাদের নজরে রয়েছে একাধিক বালি খাদানের মালিক, তাঁদের অফিস ও বেশ কয়েকটি বিমা সংস্থার অফিস।

এদিন সকাল থেকেই কলকাতার রিজেন্ট কলোনিতে বিমা সংস্থার এজেন্টের বাড়ি, সল্টলেক সেক্টর ৫-এ জিডি মাইনিংয়ের মূল অফিস, সল্টলেকের এফই ব্লকে ওই সংস্থার কর্ণধার অরুণ শ্রফের বাড়ি, সখেরবাজারে জিডি মাইনিংয়ের রেজিস্টার অফিস, কল্যাণীতে জিডি মাইনিংয়ের ডিরেক্টর ধীমান চক্রবর্তীর বাড়ি, ঝাড়গ্রামের গোপিবল্লভপুরে নয়াবাসনে ওই সংস্থার কর্মী জহিরুল আলির বাড়ি সহ ছয় জায়গা, উত্তর ২৪ পরগনা, খেজুরি, নদিয়ার বেশ কয়েকটি জায়গায় তল্লাশি অভিযানে নামে ইডি।

তদন্তকারীরা মনে করছেন, বালি পাচারের টাকা বিমা সহ বিভিন্ন প্রকল্পে বেআইনিভাবে বিনিয়োগ করা হয়েছিল। বেআইনিভাবে বালি তোলার ফলে এতে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে। বিএলআরআরও ও পুলিশের কাছে অভিযোগের ভিত্তিতে এই ঘটনা তদন্তে নেমেছে ইডি।

বিধানসভা নির্বাচনের আগে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার এই ভূমিকায় রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থের অভিযোগ এনেছে রাজ্যের শাসক দল। ইডি সূত্রে খবর, এবার শুধু বালি পাচার নয়, নতুন করে কয়লা পাচারের তদন্তেও নামবে ইডি। ইতিমধ্যেই চলত। লরির নম্বরেও দুর্নীতি হয়েছে। বালি তোলার অনুমতি পত্রে কিউআর কোডও জাল করা হত। সরকারি নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এই কাজ চলত। এই ঘটনায় প্রশাসনের একাংশেরও যোগসূত্র রয়েছে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। এই ঘটনায় ইসিআইআর দায়ের করে

ভিতরে ইডি'র অভিযান। বাইরে প্রহরায় কেন্দ্রীয় বাহিনী।

দিল্লির শীর্ষ অফিস থেকে ইডির একটি বিশেষ তদন্তকারী দল কলকাতায় এসেছে। তারা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে বিভিন্ন দুর্নীতির তদন্ত চালাবে। তবে নতুন করে কয়লা পাচার মামলায় তদন্ত চললে তা রাজ্যের শাসক দলের কাছে অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, অবৈধভাবে নদী থেকে বালি তোলা হত। অতিরিক্ত লরি পাঠিয়ে এই কাজ

তল্লাশি অভিযান শুরু করল ইডি। ঘটনা প্রসঙ্গে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'পুরো বালি সিন্ডিকেট এর সঙ্গে যুক্ত। সে আউশ গ্রামের লালন হোক বা পাণ্ডবেশ্বরের গৌতম ঘোষ, কিংবা শিউড়ির জাকির, সঞ্জীব পাটোয়ারি এরা সবাই এই চক্রান্তের শরিক। এদের সঙ্গে সরাসরি ভাইপো নেক্সাস রয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে ঝাড়গ্রাম পর্যন্ত সব এসপিরা দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত।'

১২০০ মেট্রিক টন ইলিশ পাঠাচ্ছে ঢাকা

পুলকেশ ঘোষ

কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর : সম্পর্কের টানাপোড়েন এড়িয়ে শেষপর্যন্ত ভারতের সঙ্গে ইলিশ-কূটনীতি বজায় রাখল বাংলাদেশ। সোমবার বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রকের উপসচিব এইচএম মাগফুরুল হাসান আব্বাসি ভারতে ইলিশ রপ্তানিকারকদের এ বিষয়ে ১১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে আবেদন জমা করতে বলেছেন। তবে বাংলাদেশ জানিয়ে দিয়েছে, এবছর এপার বাংলার পুজোর আগে যে ইলিশ আসবে, তার পরিমাণ গতবারের অর্ধেক। গতবছর পুজোর সময় ২৫০০ মেট্রিক টন ইলিশ এদেশে এসেছিল। এবছর বাংলাদেশ মাত্র ১২০০ মেট্রিট টন মাছ পাঠানোর কথা বলেছে। শুধু তাই নয়, এবছর ইলিশের রপ্তানিমূল্য অনেক চড়া ধার্য করেছে বাংলাদেশ। গতবছর কেজি প্রতি ১০ ডলার দরে ইলিশ রপ্তানি করেছিল বাংলাদেশ। এবছর তারা ইলিশের রপ্তানিমূল্য ধরেছে সাড়ে ১২ ডলার। অর্থাৎ এরাজ্যের ইলিশ আমদানিকারকরা বাংলাদেশ থেকে ইলিশ কিনবেন ১১০০ টাকা কিলো দরে। এর ফলে এই মাছ খুচরো বাজারে আড়াই হাজার টাকার নীচে পাওয়া যাবে না বলেই মাছ ব্যবসায়ীদের আশঙ্কা।

এবছর পুজোর আগে ইউনূস সরকার ইলিশ কূটনীতিতে কতটা আগ্রহ দেখাবে তা নিয়ে আশঙ্কা ছিল মৎস্য আমদানি সমিতির মধ্যে। মঙ্গলবারই দিল্লিতে গঙ্গার জলবণ্টন চুক্তি নিয়ে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক বসছে। তার ঠিক আগের দিন ইলিশ রপ্তানি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করার মধ্যে তাৎপর্য খুঁজে পাচ্ছেন কূটনীতিবিদরা। তাঁদের ধারণা, গঙ্গাচুক্তির পুনর্নবীকরণের আগে অনুকূল পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করছে বাংলাদেশ সরকার।

ইলিশ আমদানিকারক সমিতির সম্পাদক সইয়াদ আনোয়ার মকসুদের মতে, এবছর বাংলাদেশ উপকূলে ইলিশের দেখা তেমন মেলেনি। সেজন্যই মূলত রপ্তানির পরিমাণ অর্ধেক করে দিয়েছে ইউনূস সরকার। এমনকি আদৌ অত বড় মাছ পাওয়া যাবে কি না তা নিয়েও আশঙ্কা রয়েছে মৎস্য আমদানিকারক সমিতির। ঢাকা সূত্রে খবর, ১১ তারিখ অফিস টাইমের মধ্যে জমা পড়া আবেদনপত্রগুলি সম্পর্কে পরবর্তী দু-দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেবে সেখানকার বাণিজ্যমন্ত্রক। তারপর ১৫ তারিখ নাগাদ পেট্রাপোল সীমান্ত দিয়ে রুপোলি ফসল এদেশের বাজারে আসবে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে দিঘা ও বকখালি উপকূলে গত কিছুদিন যাবৎ আবার ইলিশের দেখা পাওয়া যাচ্ছে বলে ওই দুই জায়গার এডিএফ (মেরিন)-রা জানিয়েছেন। সেখানকার মৎস্যজীবীরা জানিয়েছেন, জুলাই ও অগাস্ট মাসে একের পর এক নিম্নচাপের জেরে ইলিশ ধরায় বাগড়া পড়েছে। তবে সেপ্টেম্বর মাসে ৫০০ থেকে ৭০০ গ্রাম ওজনের ইলিশও জালে উঠছে। সব মিলিয়ে পুজোর আগে প্রায় ৫০০ মেট্রিক টন স্থানীয় ইলিশও বাজারে আসবে বলেই খবর। সব মিলিয়ে হয়তো ইলিশ বাঙালির পাতে উঠবে, কিন্তু তার চড়া মাশুল দিতে হবে।

তালিকা নিয়ে তৎপর কমিশন

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের সব রাজ্যে এসআইআর-এর প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে ১০ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে বৈঠক। তার আগে সোমবার বিহার এসআইআর মামলার শুনানিতে আধার নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে বলে মনে করছে কমিশনের একাংশ। যদিও এদিন প্রস্তুতি বৈঠকের অঙ্গ হিসেবে কমিশনের নির্দেশে এডিএমদের সঙ্গে জেলায় জেলায় এসআইআর সংক্রান্ত প্রস্তুতি নিয়ে ভিডিও কনফারেন্স করেছে রাজ্য মুখ্য নির্বাচনি কমিশনের দপ্তর। ১০ সেপ্টেম্বরের বৈঠকে যোগ দিতে নির্ধারিত সূচি মেনেই মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দিল্লির উদ্দেশে রওনা হচ্ছেন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল ও ভোটার তালিকার দায়িত্বে থাকা রাজ্যের যুগ্ম মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক দিব্যেন্দু দাস। এদিনই রাজ্যের অতিরিক্ত ১৪ হাজার বুথ পুনর্বিন্যাস নিয়ে মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের কাছে অভিযুক্ত বুথের তালিকা জমা দিল বিজেপি।

এসআইআরের প্রস্তুতি হিসেবে প্রায় ৯৪ হাজার বুথের বিএলও নিয়োগ এবং তার তালিকা রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে সহমতের ভিত্তিতে চূড়ান্ত করার নির্দেশ দিয়েছিল কমিশন। সেই লক্ষ্যে জেলাস্তরে সর্বদলীয় বৈঠকের পর রাজ্যস্তরেও সর্বদলীয় বৈঠক করেন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক। বুথ পুনর্বিন্যাস নিয়ে ও ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে তাঁদের বক্তব্য জেলা শাসকদের রিপোর্টে প্রতিফলিত হয়নি। এদিন তার ভিত্তিতে দু-দফায় ১৬৬৩টি বুথ নিয়ে অভিযোগ জানিয়েছে। বাম-কংগ্রেসের তরফেও বলা হয়েছে, তারা জেলা নির্বাচনি আধিকারিকের মাধ্যমে অভিযোগ জানিয়েছে। এদিন সিইও বলেন, 'বিরোধীদের সমস্ত অভিযোগই খতিয়ে দেখে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য জেলা শাসকদের কাছে তালিকা পাঠানো হয়েছে। কমিশনের নির্দেশিকা মেনে যদি প্রকৃতই বিকল্প বুথের সন্ধান রাজনৈতিক দলগুলি দিতে পারে, তা মেনে নিতে কমিশনের কোনও বাধা নেই। অস্থায়ী কর্মীদের বিএলও হিসেবে নিয়োগ নিয়ে শুরু থেকেই সরব বিরোধীরা। এদিনও বিজেপি সুনির্দিষ্টভাবে মালদার ৬১টি বুথের বিএলও নিয়োগ নিয়ে অভিযোগ জানিয়েছে। বিজেপির অভিযোগের কথা স্বীকার করে সিইও বলেন, 'যদি প্রকৃতই দেখা যায় ওই বুথে স্থায়ী সরকারি কর্মচারী থাকা সত্ত্বেও সেখানে অস্থায়ীদের নিয়োগ করা হয়েছে, তাহলে কমিশন তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করবে।'

উচ্চমাধ্যমিকে কমেছে অনুপস্থিতির হার

সিমেস্টার নিয়ে ক্ষুব্ধ পড়ুয়া-অভিভাবকরা

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর : প্রথম দিনের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বাতিল হল না একটিও উত্তরপত্র। সিমেস্টার ব্যবস্থার শুরুতে এই সাফল্যের সাক্ষী হল গোটা রাজ্য। একইসঙ্গে কমেছে অনুপস্থিতির হারও। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, ৬ লক্ষ ৬০ হাজার পরীক্ষার্থীর মধ্যে রাজ্যজুড়ে অনুপস্থিতির সংখ্যা মাত্র ৫,৫২৭। সোমবার নতুন ব্যবস্থা নিয়ে শুধুমাত্র পরীক্ষার্থীরাই নয়, যথেষ্ট অভিযোগ জানিয়েছেন অভিভাবকরাও। ভাষা ভিত্তিক টেক্সট বইয়ের অভাবের পাশাপাশি ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিটের পরীক্ষার সময়সীমার মধ্যে বিজ্ঞান ও অঙ্ক ভিত্তিক পরীক্ষাগুলি আদৌ শেষ করা সম্ভব কি না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের আশঙ্কা, এই পদ্ধতিতে আশানুরূপ নম্বর তুলতে পারবেন না ছাত্রছাত্রীরা। কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক চন্দন মাইতির কথায়, 'মাত্র দু-মাসে পড়ুয়ারা সেভাবে প্রস্তুত হতে পারেনি। এভাবে তড়িঘড়ি পরীক্ষায় বসে ওরা প্রতিযোগিতামূলক ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়বে না তো?' পরীক্ষার্থীদের একাংশের মত, একাদশ শ্রেণি থেকে এই পদ্ধতিতে অভ্যস্ত থাকায় খুব একটা অসুবিধা হয়নি। অন্য অংশের আবার অভিযোগ, আগের নিয়মে অনেক বেশি নম্বর পাওয়া যেত। ভগবতী দেবী বালিকা বিদ্যালয়ে চিরঞ্জীববাবুকে ঘিরে ধরে এদিন পরীক্ষার্থীদের অভিভাবকরা অভিযোগ করেন, ক্লাস শুরুর তিন মাস পর কেন হাতে বই পেল পড়ুয়ারা? চিরঞ্জীবের বক্তব্য, 'বিনামূল্যে দেওয়া বইগুলির ক্ষেত্রে কিছুটা অসুবিধা হয়েছিল। কিন্তু সেগুলি সবই অনলাইন পোর্টালে আপলোড করা আছে। অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। চতুর্থ সিমেস্টারের বই ইতিমধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে বাজারে।'

ভবানীপুরের মিত্র ইনস্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক রাজা দে বলেন, 'মেট্রো বিভ্রাটের কারণে এদিন পড়ুয়াদের সেন্টারে পৌঁছোতে

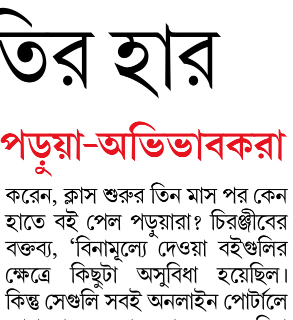

কিছুটা দেরি হয়েছে। ওএমআর শিট পূরণ করতে গিয়ে ভুল হওয়ায় ৬ জন পরীক্ষার্থীকে বাড়তি ওএমআর দিতে হয়েছে। পড়ুয়াদের জন্য এটা একটা বিরাট সমস্যা।' জগবন্ধু ইনস্টিটিউশনের প্রধান অভিজিৎ ভট্টাচার্যের অবশ্য একটু ভিন্ন মত। তাঁর কথায়, 'সংসদের নির্দেশিকা মেনে আমরা কাজ করছি। অসুবিধা খুব একটা হয়নি।' চিরঞ্জীববাবুর আশ্বাস, অভিভাবকদের অভিযোগ মাথায় রেখে পরবর্তীতে সময়সীমা পরিবর্তনের বিষয়টি ভেবে দেখা হবে। সোমবার ছিল প্রথম ভাষার পরীক্ষা।

টাইম মেশিনে চেপে দেবীর অকালদর্শন বছরভর

রিমি শীল

কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর : মানচিত্রের হিসেবে বেহালা থেকে বরানগরের দূরত্ব ১০ কিলোমিটারেরও বেশি। তবে এখানে দুটি স্থানের দূরত্ব মাত্র কয়েক মিটার। শুধু বেহালা বা বরানগর নয়, ভবানীপুর, চেতলা, সন্তোষপুর, জানবাজার, গল্ফগ্রিন, আলিপুর, খিদিরপুর সব যেন মিলেমিশে একাকার। কোথাও সময় থমকেছে ২০১৭-তে, কোথাও ২০২০ আবার কোথাও ২০২২ বা ২০২৪-এ। দশমীতে দর্পণ বিসর্জনের পরই পাঁজিপুঁথি অনুযায়ী শেষ হয় দুর্গাপুজো। মনখারাপ নিয়ে ফের শুরু হয় এক বছরের প্রতীক্ষা। কিন্তু এই শহরের এক কোণায় সারা বছর ধরেই বিরাজমান থাকেন দেবী উমা। এ যেন টাইম মেশিনে ফিরে গিয়ে দেবীর অকালদর্শন। পুরোনো সময়ে ফিরে গিয়ে স্মৃতি উপভোগ করে নেওয়া। বছরভরই যেন এখানে দুর্গাপুজো।

বকুল গাছ ও বটবৃক্ষের নীচে অধিষ্ঠিত রয়েছেন দেবী উমা। তাঁর মৃন্ময়ী রূপ যেন শোভা বাড়িয়েছে নির্জন ওই স্থানের। প্রতিমাটি ২০২১ সালে হিন্দুস্তান ক্লাবের। স্কুলফেরত সমাব্রত মুখোপাধ্যায় মায়ের হাত ধরে প্রতিমা দেখে দারুণ খুশি। সঙ্গে তার তিন বছরের বোন। অপলক দৃষ্টিতে সেও তাকিয়ে। তাদের মা অর্পিতা মুখোপাধ্যায় বললেন, 'ওরা এখানে আসতে খুব ভালোবাসে। প্রায়ই আমি স্কুল ফেরত ওদের এখানে নিয়ে আসি। প্রতিবছর অনেক পুজো মণ্ডপে যাওয়া হয় না। এখানে একেবারে অনেক প্রতিমা দেখে নেওয়া যায়। এটা রাজ্য সরকারের খুব ভালো প্রচেষ্টা।' মায়ের হাত ধরে ছোট্ট সমাব্রত প্রতিমাগুলির খুঁটিনাটি মন দেখতে ব্যস্ত। আর একটু এগোলেই বেতের বোনা শৈল্পিক

এই মিউজিয়ামে নানা জায়গার প্রতিমা রাখা থাকে বছরভর।

কারুকার্যে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে 'মা ফিরে এল' প্রবেশদ্বার। সেখান থেকে একটু এগিয়ে আর্ট গ্যালারিতে পরপর বিরাজমান দেবী প্রতিমাগুলি। কলকাতা শহরের বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন বছর যেন একটি সময়ে এসে থমকেছে।

২০১৭ সালে শিল্পী ভবতোষ সুতারের ও ২০২০ সালের অনির্বাণ দাসের তৈরি চেতলা অগ্রণীর মূর্তি, ২০১৯ সালে অভিজিৎ ঘটকের আলিপুর ৭৮ পল্লির মূর্তি, ২০১৭ সালে ভবানীপুর ৭৫ পল্লির বিমান সাহার তৈরি দুর্গা প্রতিমা, বেহালার জিতেন্দ্র স্মৃতি সংঘের ২০২২ সালের স্বপন সরকারের প্রতিমা, নির্মল মালিকের ২০২০ সালের ৭৪ পল্লি খিদিরপুরের প্রতিমা, গল্ফগ্রিন শারদোৎসব কমিটির ২০২২ সালের স্বরূপ নন্দীর তৈরি মূর্তি, সন্তোষপুর লেকপল্লির ২০২০ সালের সোমনাথ মুখোপাধ্যায়ের গড়া প্রতিমা, আহিরীটোলা সার্বজনীন দুর্গোৎসবের ২০২৪ সালের মূর্তি, নপাড়া দাদাভাই সংঘের ২০২৩ সালের শিল্পী সুবিমল দাসের প্রতিমা সহ প্রায় ২১টি মূর্তি স্থান পেয়েছে এই মিউজিয়ামে। সমাজমাধ্যম থেকে জানতে পেরে বছর আঠারোর মৌমিতা সর্দারও এখানে বন্ধু সহ ঢুঁ মেরে গেলেন। সঙ্গে রয়েছে বন্ধু রুকসানা। দু'জনই বললেন, 'আমরা সমাজমাধ্যম থেকে মিউজিয়ামের কথা জানতে পেরেছি। তাই এসে একবার দেখে গেলাম।'

মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে নপাড়া দাদাভাই সংঘের মূর্তিটি মন দিয়ে দেখছিলেন প্রতীক ধর। তাঁর বক্তব্য, 'প্রতি বছর পুজোর সময় আমরা বাইরে বেড়াতে যাই। তাই কলকাতার পুজো বিশেষ দেখা হয় না। এই উদ্যোগ ভীষণ ভালো। প্রায় পাঁচ বছর আগের পুজোর প্রতিমাও একেবারে দেখে নেওয়া গেল।'

সরকারি সংস্থার পরিত্যক্ত গুদামকে সংস্কার করে নতুন রূপ দিয়ে এই মিউজিয়াম তৈরি হয়েছিল। রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে রয়েছে কেএমডিএ। নিরাপত্তারক্ষী সুকোমল দাস বললেন, 'প্রতিদিন ৫০ জনেরও বেশি মানুষ এখানে আসেন। শীতকালে বাইরে থেকে এখানে বেড়াতে আসেন, তাঁরা দেখে যান। প্রশংসা করে যান। তখন ভিড় বেশি হয়। যে প্রতিমাগুলি একটু নষ্ট হয়ে যায়, সেগুলির পরিবর্তে প্রতি বছর নতুন প্রতিমা রাখা হয়।'

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১১৩ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২৩ ভাদ্র ১৪৩২

চাপে 'যোগ্য'রাই

সুপ্রিম কোর্ট ঘোষিত, স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) চিহ্নিত কোনও 'দাগি' শেষপর্যন্ত নিয়োগ পরীক্ষা দিয়েছেন বলে প্রমাণ মেলেনি। যদিও তাতে নিশ্চিত হওয়া যায় না যে, পরীক্ষার্থীদের ভিড়ে দাগিদের কেউ মিশে ছিলেন না। সেই নিশ্চয়তা এসএসসি'র স্বয়ং চেয়ারম্যান দিতে পারেননি। আবার আরও দাগি রয়ে গিয়েছে বলে বিরোধীরা প্রচার করলেও তার কোনও প্রমাণ হাজির করেনি। ফলে পরীক্ষা দিলেও শিক্ষক পদের চাকরিপ্রার্থীদের সংশয় কাটছে না।

একজন দাগিও পরীক্ষা দিলে কড়া পদক্ষেপ করার সতর্কবার্তা আগেই দিয়ে রেখেছে সুপ্রিম কোর্ট। ফলে দাগিদের কেউ পরীক্ষা দিয়েছে বলে ভবিষ্যতে প্রমাণ মিললে আদালতের পদক্ষেপ করার পথ খোলা রইল। সেই পথে আদালত এগোলে আবার গোটা পরীক্ষাটা বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা তাই উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। অথচ অনেক আশা নিয়ে যেমন ১০ বছর শিক্ষকতা করা যোগ্যদের পাশাপাশি এই প্রথম অনেকে পরীক্ষা দিয়েছেন।

'যোগ্য' বলে তাঁদেরই ধরে নেওয়া হচ্ছে, যাঁরা ২০১৬ সালে নিযুক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু সেই বছরের নিয়োগের প্যানেল বাতিল করে দিলেও যাঁদের চলতি বছরের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত চাকরিতে বহাল রেখেছে সুপ্রিম কোর্ট। তাঁদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসতে হয়েছে একদম নতুন আবেদনকারীদের সঙ্গে। এর মধ্যে প্রজন্ম পালটে গিয়েছে। পরীক্ষা পদ্ধতির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। ফলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকলেও 'যোগ্য'দের সবাই নতুন পরীক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারবেন- একথা বলা মুশকিল।

'যোগ্য'দের দুর্ভাগ্য এই যে অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের অনেককে পরীক্ষা দিতে হয়েছে পরের প্রজন্মের অনেকের সঙ্গে। যাঁদের কেউ কেউ তাঁদের ছাত্র ছিলেন। আবার পরীক্ষাকেন্দ্রে পরিদর্শকের ভূমিকায় এই যোগ্যরা অনেকে তাঁদের সহকর্মীদের দেখেছেন। এই পরিস্থিতি যোগ্য তালিকার পরীক্ষার্থীদের ওপর যে নিদারুণ মানসিক চাপ সৃষ্টি করেছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

চাপের আরেকটি কারণ আচমকা ঘাড়ের ওপর পরীক্ষার বোঝা চেপে বসা। যার জন্য মানসিকভাবে যোগ্যরা প্রস্তুত ছিলেন না। একবার নিযুক্ত হওয়ার পর গত ১০ বছরে যাঁরা কখনও ভাবেননি যে জীবনে ফের চাকরির জন্য পরীক্ষায় বসতে হবে। চাকরি করা আর চাকরির জন্য পরীক্ষা দেওয়ার মধ্যে যে অনেক ফারাক, তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই। শিক্ষকতা করলেই পরীক্ষার সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাবে, তার নিশ্চয়তা তাই থাকে না।

তাছাড়া এই পরীক্ষার জন্য মানসিক প্রস্তুতি যোগ্যদের অনেকের ছিল না। সুপ্রিম কোর্ট পরীক্ষাগ্রহণের নির্দেশ দিলেও নানাবিধ মামলার জট ও আন্দোলনের কারণে যে দোলাচল তৈরি হয়েছিল, তাতে প্রস্তুতির জন্য খুব সময় পাননি যোগ্যরা। এই এতগুলি চাপ মাথায় নিয়ে যোগ্যদের প্রথম দফা পরীক্ষায় বসতে হয়েছে। পরের দফাতেও বসতে হবে। এর পরেও যদি আইনি জটিলতা দেখা দেয়, তবে তাঁদের জীবন যে পুরোপুরি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

কেননা, যোগ্যদের সামনে এরপর আর কোনও পথ খোলা থাকবে না। একটি ধারণা তৈরি হয়েছে যে, কোনওরকম আশা-ভরসা না রেখে পরীক্ষা দিয়েছেন অনেকে। এই ধারণা সর্বাংশে সত্য নয়। সত্য হলে শিশুকে অন্যের কোলে রেখে বা হাঁটতে না পারার মতো অক্ষমতার মতো বাধা কাটিয়ে কেউ পরীক্ষা দিতে আসতেন না।

তবে এটা বলা যায়, যোগ্যদের কাছে এসএসসি'র পরীক্ষাটি মরণবাঁচন সমস্যার মতো। পরীক্ষা বাতিল হলে যেমন, তেমনই অকৃতকার্য হলে যোগ্য শিক্ষকদের জীবনে স্থায়ী আঁধার নেমে আসবে। যাঁদের অনেকের চাকরি পাওয়ার বয়স প্রায় শেষ হওয়ার মুখে, এরপর তাঁদের পক্ষে বিকল্প জীবিকা খোঁজা আর সম্ভব হবে না। তাই অযোগ্যদের পাশাপাশি যোগ্যদের মধ্যে অনেকের জীবনে সর্বনাশ ডেকে আনল প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির প্রমাণিত জালটি।

অমৃতধারা

যে জিনিসটা দেখার পরিণাম মনের ওপর খারাপ হতে পারে বুঝছ, সেক্ষেত্রে চক্ষুকে সংবরণ কর। যেমন, একটা চিত্র রয়েছে। তুমি বুঝতে পারছ ওই চিত্রটা খারাপ। যদি দেখ মনের ওপর প্রভাব বেড়ে যাবে আর সে প্রভাব থেকে তুমি বাঁচবে না, যখন বুঝছ ওই চিত্রটা খারাপ তখন ওটা না দেখাই ভালো। এটা হল চক্ষুর সংবরণ। 'সাধু সোতেন সংবরো।' বুঝছ যে কোনও একটা খারাপ গান হচ্ছে বা খুব খারাপ আলোচনা হচ্ছে বা খুব খারাপ আলোচনা হতে পারে, তার আগে থেকেই কানটাকে সরিয়ে নাও। কারণ, খারাপ আলোচনা যখন কানে পৌঁছবে তখন তুমি তোমার মনকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না, কাজেই আগে থেকেই সতর্ক হয়ে যাও। এটা হল নিয়ন্ত্রণ।

শ্রীশ্রী আনন্দমূর্ত্তি

ধর্ম নয়, ভাষাই কি ডিটেনশনের নেপথ্যে?

অসমের ডিটেনশন ক্যাম্পে আটক ৭০-৮০ শতাংশই হিন্দু বাঙালি। এই অমুসলিমদের বন্দি করে রাখা হচ্ছে কেন?

প্রশান্ত ভট্টাচার্য

ডিটেনশন ক্যাম্প শব্দটি হিটলারতন্ত্রকে মনে করিয়ে দেয়। আমাদের দেশে ডিটেনশন ক্যাম্প চালু হওয়ায় বুঝতে বাকি থাকে না যে, রাহুগ্রাস স্পষ্ট। বিজেপির বাঙালি বিদ্বেষের ফসল এই ডিটেনশন ক্যাম্প। অসমে ডিটেনশন ক্যাম্প এক মূর্তিমান আতঙ্ক। বাংলার প্রতিবেশী এই রাজ্যে ৬ বছর আগে এনআরসি করে ১৯ লাখের বেশি বাঙালিকে বেনাগরিক করা হয়েছে।

অথচ সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মোদি-শা'র হিন্দুত্বের পোস্টার বয় হিমন্ত বিশ্বশর্মা গত ৩ সেপ্টেম্বর সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, নাগরিকত্ব সংশোধন আইন অনুযায়ী আবেদন করে বিগত ৬ বছরে মাত্র ৩ জন (হ্যাঁ, ঠিকই শুনছেন ৩ জন) বাংলাভাষী হিন্দু নাগরিকত্ব পেয়েছেন। হিমন্তের ভাষায়, 'অসমে ২০-২৫ লক্ষ মানুষ নাগরিকত্ব পাবেন বলে ব্যাপক হইচই হয়েছিল। কিন্তু মাত্র ১২টি আবেদনপত্র জমা পড়েছে। এবার আপনারাই ভাবুন নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) নিয়ে আলোচনা কতটা প্রাসঙ্গিক।'

হিমন্তর কথা থেকেই আমরা জানতে পারছি, সিএএ-তে অসমে মোট ১২টি আবেদন জমা পড়েছিল। এর মধ্যে ৯টি আবেদন এখনও বিবেচনাধীন। বিরোধীদের আশঙ্কা অমূলক প্রমাণ করতে গিয়ে আসলে এই আইনের সারবত্তাকেই প্রশ্নের মুখে ফেলেছেন তিনি। যদি গুটিকয় আবেদন জমা পড়ে থাকে, তাহলে এই প্রক্রিয়া চালানোর প্রয়োজনীয়তা কোথায়?

এককথায় তাঁর দিল্লির বসদের উদ্দেশ্য নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী। অথচ তাঁর ওই কথা বলার আগের রাতেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছিল, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে আসা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য আরও ছাড় দেওয়া হল। ওইসব দেশ থেকে শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পারসি ও খ্রিস্টানরা ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর বা তার আগে ভারতে এসে থাকলে তাঁদের বৈধ ভ্রমণ নথি, পাসপোর্ট না থাকলেও, এমনকি মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। অর্থাৎ তাঁদের পাকড়াও করে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানো হবে না।

কেন্দ্রীয় সরকারের এই বিজ্ঞপ্তির পর বঙ্গের বিজেপি নেতারা উল্লাসে আত্মহারা হয়ে সমাজমাধ্যমে এবং প্রকাশ্যে জোর গলায় বলতে শুরু করেছেন, কোনও হিন্দুকে আর দেশ ছাড়তে হবে না। আসলে নাগরিকত্বের প্রশ্নে বিজেপি বাংলায় খুব বেকায়দায় পড়েছিল, বিশেষ করে মতুয়া সম্প্রদায় ও 'পদ্মগড়' বলে পরিচিত উত্তরবঙ্গে। একের পর এক রাজ্যে বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর অত্যাচারের খবর সামনে চলে আসায় সুকান্ত-শমীক-শুভেন্দু ত্রয়ী কিছুটা ব্যাকফুটে পড়ে গিয়েছিল।

এমন অবস্থায় শা'র মন্ত্রকের ঘোষণা কার্যত তাঁদের জন্য স্টেরয়েডের কাজ করেছে। কিন্তু ওই বিজ্ঞপ্তিতে মোহিত না হয়ে যদি ক্রিটিক্যালি বিবেচনা করা যায়, তবে কিন্তু অন্য ব্যাখ্যা বেরিয়ে আসবে। কেননা, ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা আছে, যদি ধর্মীয় কারণে শরণার্থীরা without valid documents, or with documents whose validity has since expired, will be exempt from the requirement of possessing a valid passport and visa.

তাহলে প্রশ্ন, এই যে অনুগ্রহ করে যাঁদের থাকতে দেওয়া হবে, তাঁদের পরিচয় কী হবে? কতদিন পর্যন্ত তাঁরা এই সুবিধা ভোগ করবেন? যদি সরকারের অমুসলিম শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়াটা রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা হয়, তবে একটি আইনি পরিকাঠামো তৈরি করা জরুরি। যে পরিকাঠামোর ছত্রছায়ায় এই শরণার্থীরা এদেশে থাকতে পারবেন এবং তাঁদের অবৈধ অভিবাসী বলা যাবে না। তাঁদের পুলিশি হয়রানি করা হবে না, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট 'ফ্রোজেন' হবে না।

এর অন্যথা হলে কি আমরা ধরে নেব, সরকার অনুপ্রবেশকারীদেরই বৈধতা দিচ্ছে? যদি তাই হয়, তাহলে ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরি করার নতুন ফতোয়া কেন? কেন তবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের গেজেট নোটিফিকেশনে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ও রাজ্যগুলিকে ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরি করতে নির্দেশ দেওয়া হল? যেখানে ভারতে অনুপ্রবেশকারী ও অবৈধভাবে থাকছেন এমন মানুষজনকে আটকে রাখা হবে বলা হল।

এনআরসি নিয়ে এতদিন আতঙ্ক ছিল অসম সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে। এবার সারা ভারতে ডিটেনশন ক্যাম্পের নির্দেশিকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে গেল সব রাজ্যে। নির্বাচন কমিশনের ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর) অর্থাৎ বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর পর এই নতুন পদক্ষেপ করল কেন্দ্র। ফলে আরেক দফা আতঙ্ক তৈরি হতে চলেছে রাজ্যে রাজ্যে।

ভারতের অভিবাসন ও বিদেশি আইন, ২০২৫ অনুযায়ী প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে অন্য তিন দেশ থেকে আসা অমুসলিমরা বৈধ কাগজ না থাকলেও যখন দেশে থাকতে পারবেন, তখন প্রশ্ন ওঠে, তাহলে অসমের ডিটেনশন ক্যাম্পে অমুসলিমদের পচানো হচ্ছে কেন? তাঁদের তো মুক্তি দেওয়া উচিত। সুপ্রিম কোর্ট এর মধ্যেই প্রশ্ন তুলেছে, কেন অসমের গোলপাড়া ডিটেনশন ক্যাম্পে আটক ৬৩ জনকে এখনও বহিষ্কার করা হয়নি?

বিজেপি সরকার যদি ২০২৪ পর্যন্ত আসা অমুসলিমদের দেশে থাকার অনুমতি দেয়, তবে আরেকদল অমুসলিমকে শিকলে বেঁধে রাখা হচ্ছে কেন? আসলে এই ছাড় ঘোষণা করার পর অসমে ফের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়ে গিয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজেপির রাজনৈতিক ফায়দা তোলার কৌশল পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে।

তৃণমূল সাংসদ তথা অসমের ভূমিকন্যা সুস্মিতা দেব ক'দিন আগে বলেছেন, '২০১৬ সালে নির্বাচনের আগে বিজেপির উদ্যোগে তৈরি নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনে কার্যত কারও উপকার হয়নি। মাত্র ১২ জন আবেদন করেছিলেন, নাগরিকত্ব পেয়েছেন মাত্র ৩ জন। এবারও একইভাবে ভোটের আগে নতুন নির্দেশ আনা হয়েছে, যা স্পষ্টত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।'

অসম বিধানসভার বিরোধী দলনেতা কংগ্রেসের দেবব্রত শইকিয়া মন্তব্য করেছেন, এই নির্দেশ অসম চুক্তির চেতনার পরিপন্থী। তাঁর কথায়, 'আমরা আগে সিএএ-র বিরোধিতা করেছি আর এখন এই ছাড়েরও বিরোধিতা করছি। এতে ২০২৪ সাল পর্যন্ত অনুপ্রবেশকারীদের দেশে থাকার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। যদি এভাবে চলতে থাকে, তবে অসম তার নিজস্ব পরিচয় হারাবে। আগামীদিনে অসম আলাদা হওয়ার দাবি তুলতে পারে। বিজেপি তাদের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির জন্য ভারতের ভবিষ্যৎ ধ্বংস করছে।'

অসমের দিক থেকে যতই গোসা দেখানো হোক, বাস্তবে কেন্দ্রীয় সরকারের এই পদক্ষেপ বাংলার ভোটের দিকে তাকিয়ে। মোদি-শা বারবার মৎস্যসুখী বাঙালির কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ছাব্বিশের আগে উঠেপড়ে লেগেছেন। এর মধ্যে ভিনরাজ্যে বাংলাভাষীদের হেনস্তা বিজেপিকে এরাজ্যে বিপাকে ফেলেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপির গায়ে বাঙালিবিরোধী তকমা লাগিয়ে অনেকটাই সফল।

ইংরেজিতে একটা কথা আছে, 'হার্ড নাট টু ক্র্যাক।' বাঙালি ঠিক তাই। বাঙালির স্বাভিমান এবং জাত্যভিমান খুব স্পষ্ট। বাংলা দখল করতে না পেরে এখন বিভিন্ন কৌশলে বাঙালিকে জব্দ করার কৌশল বেআব্রু হয়ে গিয়েছে। ডিটেনশন ক্যাম্পের ভাবনার পুরোটাই প্রাক্তন জার্মান একনায়ক অ্যাডলফ হিটলারের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের ধারণা থেকে তৈরি।

বাঙালিকে অপদস্থ করার, বাঙালির ওপর অযৌক্তিক অত্যাচার করার নিমিত্ত হয়ে উঠছে এই ক্যাম্পের ধারণা। যাঁরা ভাবছেন ডিটেনশন ক্যাম্প করা হচ্ছে শুধু মুসলিমদের আটকে রাখার জন্য, তাঁরা মূর্খ। অসমের ডিটেনশন ক্যাম্পে আটক ৭০/৮০ শতাংশই তো হিন্দু বাঙালি। আসলে ডিটেনশন ক্যাম্প তাঁদের জন্যই, যাঁরা বাংলা ভাষায় কথা বলেন।

পাকিস্তান বা আফগানিস্তান থেকে কার্যত সামান্য কয়েকজন হিন্দি বা উর্দুভাষী হিন্দু ভারতে আসেন। সেই সংখ্যা ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। এই সহজ সত্যটা বুঝে অন্তত এই বিষয়ে কংগ্রেসের মতো জাতীয় দল আর বাম দলগুলো তৃণমূলের সঙ্গে মিলে প্রতিবাদ না করলে বাঙালির ক্ষতি। বঙ্গে সেলিম-অধীর কম্বিনেশন তা করতে দেবে কি না, ঘোর সন্দেহ।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯৬৭

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা অক্ষয়কুমার।

২০১২

শ্বেত বিপ্লবের জনক ভার্গিস কুরিয়েন প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

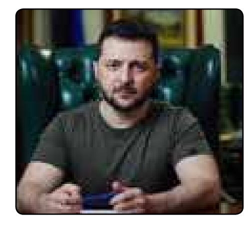

বেশ হয়েছে। রাশিয়ার সঙ্গে ব্যবসা করা দেশগুলোর ওপর এভাবেই বিধিনিষেধ আরোপ করা দরকার। ভারতের ওপর শুল্ক চাপানোর মার্কিন সিদ্ধান্ত একদম সঠিক। ডোনাল্ড ট্রাম্পের সিদ্ধান্তে আমি খুশি। ওই নিষেধাজ্ঞার সিদ্ধান্তে আমার পূর্ণ সমর্থন আছে।

- ভোলোদোমির জেলেনস্কি

ভাইরাল/১

আমেরিকায় এক মহিলাকে ধরেছে পুলিশ। হাতজোড় করা মহিলা ঘনঘন শ্বাস নিচ্ছেন। পুলিশ তাঁকে শান্ত হয়ে তাদের কথার উত্তর দিতে বলে। মহিলা জানান, তিনি গুজরাটি। টার্গেট স্টোরে চুরি করা জিনিসপত্র বিক্রি করতে চাইছিলেন।

ভাইরাল/২

বিহারে বন্যাকবলিত এলাকা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন সাংসদ তারিক আনোয়ার। সেই সময় নিজে জলের মধ্যে না নেমে এক কর্মীর পিঠে চড়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন তিনি। গোটা ঘটনার ভিডিও সমাজমাধ্যমে ব্যাপকভাবে ভাইরাল হয়েছে।

জনমন জনমত

বইয়ের বোঝা কমানো খুব জরুরি

আমার মেয়ে সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী, শিলিগুড়ির একটি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের পড়ুয়া। কয়েকদিন ধরে তার পিঠে ব্যথা। ডাক্তারি পর্যবেক্ষণে ধরা পড়ে, অতিরিক্ত বোঝা পিঠে বহনের কারণে শিরা-উপশিরার রক্তসঞ্চালন বাধাপ্রাপ্ত হওয়াই এর প্রধান কারণ। অতঃপর কিছুদিন স্কুল ছুটি এবং তারপর ব্যথা থেকে নিস্তার। পরীক্ষামূলক গবেষণায় দেখা যায়, স্কুল ব্যাগের ওজন কমবেশি আট কেজি। তার মধ্যে ৬/৭/৮টি যথেষ্ট ওজনপূর্ণ বই, ১০/১১টি খাতা, টিফিন বক্স, জলের বোতল, পেন্সিল বক্স প্রভৃতি থাকে। এমতাবস্থায় একজন অভিভাবক হিসেবে স্কুল পরিচালন কমিটির কাছে আমার প্রশ্ন, প্রতিদিন এত পরিমাণ বই কি সত্যিই লাগে? দ্বিতীয়ত, কোনও উপায় অবলম্বনে কি বইয়ের সংখ্যা কমানো যায় না? যদি এরকম কোনও পদ্ধতি নেওয়া যেত, যাতে পড়ুয়ারা প্রতিদিন ২/৩টি বইখাতা সহ স্কুলে যেতে পারত, তাহলে আমার মতো অনেক অভিভাবক সন্তানদের ওপর থেকে অন্তত পিঠের বোঝা কমাতে পারতেন।

স্কুলে পিরিয়ড সংখ্যা কমিয়ে প্রতিটি বিষয়ের পড়ানোর সময়ের পরিমাণ বাড়ালে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। এতে শিক্ষক-শিক্ষিকারা প্রতিটি বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনার সময় পাবেন। শিক্ষার্থীদের কাছেও তা ফলপ্রসূ হবে। অন্যথায়, অতিরিক্ত বোঝা বহনের কারণে শিশুরা বিভিন্ন রোগের সম্মুখীন হবে ও স্কুলবিমুখ হয়ে পড়বে। সকল সুধী নাগরিকের কাছে আমার আবেদন, তাঁরা তাঁদের সুনির্দিষ্ট মতামত এই ব্যাপারে তুলে ধরে সমস্যার সমাধানে তৎপর হবেন। পাশাপাশি স্কুল পরিচালন কমিটি এই ব্যাপারে চটজলদি পদক্ষেপ করলে উপকৃত হই।

প্রবীর পাল, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি।

পুনর্বাসন দিলেই রক্ষা পাবে পথকুকুর

প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই উত্তরবঙ্গ সংবাদকে। তারা বেশ কয়েকদিন শিলিগুড়ি শহরে পথকুকুরের সমস্যা নিয়ে পত্রিকার পাতায় সোচ্চার হয়েছে। আদিম যুগ থেকেই মানুষের সঙ্গে কুকুর বা সারমেয়র সখ্য চলে আসছে। কুকুর প্রভুভক্তও বটে। তবুও একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, শিলিগুড়ি শহরের অলিগলিতে পথকুকুরের দাপটে সাধারণ মানুষ আজ অতিষ্ঠ। বহু পথচারী তথা ছোট ছোট ছাত্রছাত্রী এজন্য ভীতসন্ত্রস্ত। অনেকে কুকুরের কামড়ের শিকার

হয়েছে। সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানতে পারলাম, শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে প্রতিদিন প্রায় ৮০ থেকে ৯০ জনকে এআরভি দেওয়া হচ্ছে। তাই বিষয়টি উদ্বেগজনকও বটে।

যাঁরা প্রতিদিন ভোরে বাড়ি থেকে বের হন বা বেশি রাতে কাজকর্ম শেষ করে বাড়ি ফেরেন তাঁদেরও এটা দৈনন্দিন সমস্যা। আবার অনেক সময় রাস্তায় পথকুকুরও গাড়ি চাপা পড়ে মারা যায়, সেটাও দুঃখজনক। তাছাড়া পথকুকুর রাস্তার অলিগলিতে যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগ করে শহরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি করে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে এই কুকুরও প্রকৃতির সৃষ্ট জীব। কুকুরেরও এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অধিকার আছে। তাই বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পথকুকুরকে রক্ষা করা ও পুনর্বাসন দেওয়া প্রয়োজন। এ ব্যাপারে শিলিগুড়ি পুরনিগম এবং রাজ্য সরকারের প্রাণীজ সম্পদ বিভাগের যৌথ কার্যকরী ভূমিকা নেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করি।

মৃণালকান্তি কর,
নবগ্রাম, শিলিগুড়ি।

ইগো বা সেন্টিমেন্টের মূর্খামিতে সর্বনাশ

পরীক্ষার রেজাল্ট খারাপ হলেই গলায় দড়ি দিয়ে বা কীটনাশক খেয়ে আত্মঘাতী হওয়ার নেপথ্যে থাকে আত্মবিশ্বাসের অভাব।

গৌতমী ভট্টাচার্য

সেন্টিমেন্ট বা ইগো বর্তমান প্রজন্মের এক ধরনের মানসিক সমস্যা। অশান্তি থেকে অপ্রীতিকর ঘটনা ইত্যাদির উৎস এখানেই। এখন ছেলেমেয়েরা অনেক বেশি নিজের সম্পর্কে সচেতন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেরা নিতে পছন্দ করে। অন্যের, এমনকি বাবা-মায়ের হস্তক্ষেপও তাদের বিরক্তির কারণ হয়ে ওঠে কখনো-কখনো।

জীবনের সম্পর্কগুলো শুরু হয় বাবা-মা, কাকা-জ্যাঠা, কাকিমা-জেঠিমা, ঠাকুমা-ঠাকুরদা এঁদের নিয়ে। এরপর ঘরের বাইরে স্কুলের গণ্ডিতে পা রাখলে শিক্ষকরা বাবা-মায়ের পাশাপাশি অভিভাবকের স্থানে চলে আসেন। মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবে শিক্ষকের ভূমিকা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। সন্তানের ভালোমন্দ যেমন বাবা-মা বোঝেন, ঠিক তেমনই শিক্ষকও অভিভাবকের দায়িত্ব নিয়ে পড়ুয়াদের স্নেহ-ভালোবাসায় বাঁধার পাশাপাশি প্রয়োজনে শাসন করেন। এই প্রক্রিয়ায় ধীরে ধীরে শিশু যেন চারাগাছ থেকে মহীরুহ হয়ে ওঠে।

বয়সের একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বাবা-মায়ের তত্ত্বাবধান ও স্নেহচ্ছায়ায় থাকার পর আজকের প্রজন্মের কাছের মানুষ হয়ে ওঠে বন্ধুবান্ধব। এই কাছের মানুষের লিঙ্গভেদ থাকে না। কিন্তু সম্পর্ক যত ঘনিষ্ঠ হোক না কেন, সেই সম্পর্ক সবসময় সুস্থ থাকে না। অনেক সময় জড়িয়ে পড়ে স্বার্থ। তাতে ভবিষ্যতের পথ চলা কখনো-কখনো মসৃণ হয় না। সঠিক পথের বদলে অনিশ্চিত হয়ে পড়ে জীবন। এতে ছেলেমেয়েদের ভুল পা বাড়ানোর সম্ভাবনা তৈরি হয়। ভুল সিদ্ধান্তও নিয়ে বসে।

পারিপার্শ্বিক কারণ এখনকার সমাজে সহনশীলতা কমিয়ে দিচ্ছে। যার প্রভাব আছে বর্তমান প্রজন্মের ওপর। ছেলেমেয়েদের ধৈর্য, সহ্যশক্তি ইত্যাদি তুলনামূলক কমে যাচ্ছে। প্রত্যেক পরিবারে একটি-দুটি সন্তান থাকায় শত কষ্ট হলেও সন্তানের আবদার পূরণ বাবা-মায়ের কাছে প্রাথমিক লক্ষ্য হয়ে ওঠে। যেমন, কারও সহপাঠী হয়তো বিত্তশালী পরিবারের। তার বাবা দামি মোবাইল কিনে দিতে পেরেছেন। তাই দেখে নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে ওইরকম মোবাইল কিনে দেওয়ার আবদার করলে তার বাবার বিড়ম্বনা বাড়ে।

ছেলেকে হাজার বোঝানোর চেষ্টা করেও অনেক সময় তিনি ব্যর্থ হন। অন্যদিকে, অবুঝ ছেলে বাবার অবস্থার কথা চিন্তা না করে আবেগের বসে আত্মহত্যা করে ফেলে। সংবাদপত্র খুললেই এরকম নজির অজস্র। এটা একধরনের নেগেটিভ চিন্তার পরিণাম। এই চিন্তা সেই সন্তানকে কখনও আত্মবিশ্বাসী হিসেবে গড়ে তুলতে পারে না। পজিটিভ মানসিকতা না থাকলে আত্মবিশ্বাস আসে না।

ধরুন, ঘরে বসে এক পরিবারে কয়েক ভাইবোন টিভি দেখছে। বয়স ভেদে সবার রুচি এক হয় না। ছোট ভাই বা বোন যদি দেখতে চায় কার্টুন তো বড়জন সিরিয়াল বা সিনেমা। অতএব টিভি দেখা নিয়ে ভাইবোনের ঝগড়া হয়েই থাকে। কিন্তু তা থেকে যদি আত্মহননের মতো ঘটনা ঘটে, তাহলে বুঝতে হবে ধৈর্য ও সহ্যশক্তির অভাব সেই সন্তানটিকে গ্রাস করেছে। ইগো মনের স্থিরতাকে আঘাত করছে। এটাই আমাদের সমাজে এখন ক্রমাগত ক্ষতস্থান তৈরি করছে।

পরীক্ষার রেজাল্ট খারাপ হলেই গলায় দড়ি দিয়ে বা কীটনাশক খেয়ে আত্মঘাতী হওয়ার নেপথ্যে এই আত্মবিশ্বাসের অভাব। একবারে না পারলে আবার চেষ্টা যদি কেউ করে, তবে সুস্থ মানসিকতার পরিচয় মেলে। এমন ঘটনাও অনেক দেখা যায় যে, ছোটবেলায় লেখাপড়ায় অত্যন্ত ভালো হলেও সে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। আবার সাধারণ মানের পড়ুয়াও হয়তো পরে সাফল্যের সঙ্গে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে। চলার পথের মতো জীবনও আঁকাবাঁকা অলিতে-গলিতে ভরা। আবেগের বশে আত্মহননের পথ নেওয়া তাই মূর্খামি ছাড়া আর কিছু নয়।

(লেখক বাচিকশিল্পী)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৩৯

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	৫					
৬			★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	৭		৮
৯		১০		১১		★	
	★		★		★	★	
১২			★	১৩			

পাশাপাশি : ১। কাপড়ের তৈরি অস্থায়ী ছাদবিশেষ, চাঁদোয়া ৩। ক্ষুদ্র মালা ৫। তর্কবিতর্কের বা গোলমালের অনুকার ধ্বনি ৬। অপকৃষ্ট, খারাপ, জঘন্য ৭। অতি শক্তিশালী রোমশ ও তীক্ষ্ম নখবিশিষ্ট বন্য প্রাণীবিশেষ, ভালুক ৯। একটুতেই রেগে যায় এমন স্বভাববিশিষ্ট ১২। সুচ-সুতো দিয়ে কাপড়ে ফুলতোলার কাজ ১৩। বহুকাল ধরে প্রতিষ্ঠিত বা প্রচলিত।

উপর-নীচ : ১। বুদ্ধদেব ২। রহিত, রদ, বাতিল ৩। বোধ, উপলব্ধি ৪। নিবিড় অরণ্য, ঘনবন, দুর্গমপথ ৫। দুঃখ, ক্লেশ, যন্ত্রণা, মেহনত, অনটন ৭। ইহলোক, সংসার, সত্তা, স্থিতি, পৃথিবী ৮। অসংখ্য ৯। কুঁড়ি, মুকুল, কলিকা ১০। বিন্ধ্যপর্বত থেকে উৎপন্ন নদীবিশেষ, রেবা নদী ১১। কাউকে কোনও কাজ থেকে নিরস্ত করবার জন্য কুমন্ত্রণা, ভাঙানি।

সমাধান ■ ৪২৩৮

পাশাপাশি : ১। কঙ্কত ৪। মণ্ডূর ৫। ভবি ৭। দজ্জাল ৮। দমবাজ ৯। ভক্তিবাদ ১১। আজাদ ১৩। নক্ত ১৪। বনাত ১৫। শতেক।

উপর-নীচ : ১। কণাদ ২। তমাল ৩। বরবাদ ৬। বিরাজ ৯। ভরন ১০। দন্তাবল ১১। আতশ ১২। দণ্ডক।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

আধারকে বৈধ পরিচয়পত্র মানতে কমিশনকে নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর : বিহারে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সমীক্ষায়(এসআইআর) ব্যক্তি পরিচয়ের প্রামাণ্য নথি হিসাবে আধার কার্ড ব্যবহার করা যাবে। এসআইআর নিয়ে চলমান বিতর্কের মধ্যেই সোমবার সুপ্রিম কোর্ট এই গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছে। শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে আধার কার্ডকে ১২তম বৈধ নথি হিসাবে মেনে নিতে হবে। তবে

সুপ্রিম বয়ান

- ব্যক্তির পরিচয়পত্র হিসাবে আধার কার্ড গণ্য, ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য এটা বিবেচিত হতে পারে
- আধার কখনোই নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়
- ভোটার তালিকায় নাম তুলতে আধার ১২তম নথি হিসাবে গ্রহণযোগ্য
- বেআইনি বাসিন্দারা নন, শুধু প্রকৃত নাগরিকরাই যাতে ভোট দিতে পারেন, সেটা নিশ্চিত করতে হবে কমিশনকে

আদালতের রায়ে এটাও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, আধার কার্ড পরিচয়ের প্রমাণ হলেও তা কখনোই নাগরিকত্বের প্রমাণ বলে গণ্য হবে না।

বর্তমানে বিহারের এই সংশোধন প্রক্রিয়ায় ১১ ধরনের পরিচয়পত্র গ্রহণ করা হচ্ছিল। কিন্তু অভিযোগ উঠেছিল, অনেক বুথ স্তরের আধিকারিক(বিএলও) আধার মানতে চাইছেন না। উলটে যাঁরা তা জমা দিচ্ছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে নোটিশও দেওয়া হচ্ছে। এই প্রেক্ষিতেই সোমবার শীর্ষ আদালত নির্বাচন কমিশন(ইসি)-কে নির্দেশ দেয়, যাতে তারা আজই আধারকে গ্রহণযোগ্য করার প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারি করে।

বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, শুধুমাত্র বৈধ নাগরিকদেরই ভোটাধিকার থাকা উচিত। তাই আধার জমা পড়লে কমিশনকে তার যথার্থতা যাচাই করতে হবে। বেঞ্চ আরও পর্যবেক্ষণ করে যে, পাসপোর্ট বা জন্মসনদ ছাড়া অন্য নথিগুলি যেহেতু নাগরিকত্বের চূড়ান্ত প্রমাণ নয়, সেক্ষেত্রে আধারকেও বাদ দেওয়া উচিত নয়। বেঞ্চের কথায়, 'কেউই চায় না যে বেআইনি বাসিন্দাদের নাম ভোটার তালিকায় উঠুক। কেবল প্রকৃত নাগরিকরাই যাতে ভোট দিতে পারেন, সেটা নিশ্চিত করতে হবে।'

আদালতে রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি)-এর আইনজীবী কপিল সিবাল অভিযোগ করেন, কমিশন ইচ্ছাকৃতভাবে আধারকে তালিকা থেকে বাদ দিচ্ছে। ফলে অনেক প্রকৃত ভোটার বঞ্চিত হচ্ছেন। অন্যদিকে কমিশনের আইনজীবী রাকেশ দ্বিবেদী দাবি করেন, ৭.২৪ কোটি ভোটারের মধ্যে ৯৯.৬ শতাংশ ইতিমধ্যেই অন্যান্য নথি জমা দিয়েছেন। মাত্র কিছু সীমিত ক্ষেত্রে আধারের প্রশ্ন উঠছে। তাই দ্বাদশ নথি হিসাবে আধারকে সংযুক্ত করার দাবির কোনও অর্থ নেই।

গত মাসে প্রকাশিত খসড়া ভোটার তালিকা থেকে প্রায় ৬৫ লক্ষ নাম বাদ পড়ায় বিরোধীরা এই প্রক্রিয়াকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দেয়। কংগ্রেস, আরজেডি সহ আটটি বিরোধী দল সংসদে আলোচনার দাবি তোলে। তাদের অভিযোগ, এই সংশোধন ভোটাধিকার সংকুচিত করছে, বিশেষত দরিদ্র ও প্রান্তিক ভোটারদের ক্ষেত্রে। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা দাবি করেন, তালিকা থেকে অনুপ্রবেশকারীদের নাম বাদ দেওয়াই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য।

বিরোধিতা ও বিতর্কের মধ্যেই আদালতের নির্দেশে এখন পরিষ্কার— আধারকে বৈধ পরিচয়পত্র ধরা হবে, তবে নাগরিকত্ব যাচাইয়ের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের হাতেই থাকবে।

ফেসবুক বন্ধের নির্দেশ ঘিরে অগ্নিগর্ভ নেপাল। কাঠমান্ডুতে দেশের সংসদ ভবনের দখল নেন প্রতিবাদী তরুণরা। পুলিশকে উপেক্ষা করে মারমুখী ছাত্রসমাজ। সোমবার।

শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশের পর নেপাল

দক্ষিণ এশিয়া উত্তপ্ত জেন জেড আন্দোলনে

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর : ২০২২-এর ৯ জুলাই। শ্রীলঙ্কার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট গোটাভায়া রাজাপাক্ষের প্রাসাদে ঢুকে পড়েছিল বিক্ষুব্ধ জনতা। অধিকাংশ তরুণ। জেন জেড প্রজন্মের প্রতিনিধি। বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের কলম্বোস্থিত প্রাসাদের সুইমিং পুলে স্নানের স্মৃতি এখনও টাটকা। পরের ছবিটা গত বছর ৫ অগাস্টের। বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারি বাসভবনের দখল নিয়েছে ছাত্র-জনতা।

তরুণ প্রজন্মের একাংশের বাড়ির আসবাব থেকে সদ্য ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত জিনিসপত্র নিয়ে ঘরমুখী হওয়ার ঘটনায় সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। কোটা বিরোধিতাকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া সেই আন্দোলনের সামনের সারিতে ছিলেন ছাত্রনেতারা। সোমবার নেপালে সংসদ ভবনে ঢুকে পড়া আন্দোলনকারীরাও তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধি। কিছুদিন আগে পাকিস্তানেও ইমরান খানের দল পিটিআইয়ের ডাকে যারা সরকারবিরোধী আন্দোলনে নেমেছিল, তাদের বড় অংশ ছিল ছাত্র- জনতা।

দক্ষিণ এশিয়ার একের পর এক দেশে জেন জেড-এর পথে নেমে প্রতিবাদে শামিল হওয়ার ঘটনা গোটা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। দেশ আলাদা হলেও এ ধরনের আন্দোলনে কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা গিয়েছে। সব ক্ষেত্রেই আন্দোলন শুরু হয়েছে এমন ইস্যুকে কেন্দ্র করে যা সরাসরি তরুণ প্রজন্মের স্বার্থ বা ইচ্ছাকে আঘাত

ক্ষোভের কারণ

- স্বৈরতান্ত্রিক বিধিনিষেধ
- মতপ্রকাশে বাধা
- কর্মসংস্থানের অভাব
- কোটার দাপট

করেছে। কোথাও স্বৈরাতান্ত্রিক বিধিনিষেধ, কোথাও কর্মসংস্থান তৈরিতে সরকারি ব্যর্থতা, কোথাও আবার কোটার আড়ালে বাড়তে থাকা বৈষম্য...।

নেপালের জেন জেড-এর ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশের পটভূমি তৈরি করেছে সমাজমাধ্যমের ওপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা। যে মাধ্যম তাঁদের বহির্বিশ্ব এবং পারস্পরিক যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম। তরুণদের মতপ্রকাশের ক্ষেত্রে ফেসবুক, এক্স বা হোয়াটসঅ্যাপের গুরুত্ব কতটা, তা আলাদা করে বলার প্রয়োজন পড়ে না। সেই মাধ্যমকে বিধিনিষেধের আওতায় আনার ফল এখন টের পাচ্ছে কেপি শর্মা ওলির সরকার।

এই উপমহাদেশে ছাত্র আন্দোলন দমনের যে কোনও উদ্যোগ যে রক্তপাতের পটভূমি তৈরি করতে পারে, সেটা বোঝা গিয়েছে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও নেপালে। সর্বত্র নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে ছাত্র- জনতার হতাহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু তাতে আন্দোলন গতি হারানোর বদলে আরও তীব্র হয়েছে। সিনিয়ার সাংবাদিক প্রহ্লাদ রিজালের মতে, প্রত্যেক দেশেই সমাজমাধ্যম যুব সম্প্রদায়ের মতপ্রকাশের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। শুধু নেপাল নয়, দেশের বাইরে পড়াশোনা বা কর্মসূত্রে থাকা তরুণরাও আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে যোগাযোগ করেন। সেই মাধ্যম বাধাগ্রস্ত হলে প্রতিক্রিয়া হওয়া অস্বাভাবিক হয়। চলতি আন্দোলনের প্রভাব সুদূরপ্রসারী হতে পারে বলে মনে করেন তিনি। প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও যা শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশে লক্ষ করা গিয়েছে।

'আমাকে তাক করেছিল পুলিশ, লাগল বন্ধুর মাথায়'

কাঠমান্ডু, ৮ সেপ্টেম্বর : নেপালের কাঠমান্ডুতে সোমবার তরুণ পড়ুয়াদের বিক্ষোভ দমনে পুলিশ গুলি চালালে মৃত্যু হয় অন্তত ১৯ জনের। জখমের সংখ্যার কোনও হিসাব নেই। ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ সহ একগুচ্ছ সমাজমাধ্যম বন্ধ করার সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে শামিল হয়েছিলেন ছাত্রছাত্রীরা। আর তাতেই এই ভয়াবহ ঘটনা ঘটে।

প্রতিবাদীরা সংসদ ভবন ঘিরে বিক্ষোভ শুরু করলে প্রথমে পিছু হটে অল্পসংখ্যক দাঙ্গা দমনকারী পুলিশ। তারা সংসদ চত্বরে আশ্রয় নেয়। এরপর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে পুলিশ গুলি চালায়। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, তাঁরা শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশ অকারণে গুলি চালায়। এক তরুণের দাবি, তাঁর পাশে দাঁড়ানো বন্ধুকে মাথায় গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। আরও অনেকের হাতে-পায়ে গুলি লেগেছে। তাঁর কথায়, 'খুব কাছ থেকে আমাকে তাক করেই গুলি চালিয়েছিল পুলিশ। কিন্তু সেটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গিয়ে লাগে পাশে দাঁড়ানো আমার এক বন্ধুর মাথায়। সেখানেই রক্তাপ্লুত অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।' তরুণের অভিযোগ, পুলিশ হাঁটুর ওপরে নিশানা করে নির্বিচারে গুলি চালিয়েছে। তাঁর প্রশ্ন, 'পুলিশ কি এভাবে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালাতে পারে?'

অবশ্য অহেতুক জলকামান ও গুলি চালানোর অভিযোগ অস্বীকার করেছে নেপাল পুলিশ। তারা জানিয়েছে, বিক্ষোভকারীরা সংসদের প্রবেশদ্বার ভাঙচুর করার পর কয়েকটি গাড়ি ও মোটরসাইকেলেও আগুন লাগান। পুলিশের পালটা রাবার বুলেট ছোড়ায় একজন গুরুতর আহত হন।

পুলিশের গুলিতে প্রতিবাদীদের মৃত্যুর ঘটনার নিন্দা করেছে নেপালের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। তারা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছে, 'পুলিশ ও সরকার অতিরিক্ত শক্তি ব্যবহার করে বিক্ষোভকারীদের উসকে দিয়েছে— কখনও শূন্যে গুলি চালিয়ে, কখনও রবার বুলেট ছুড়ে, কখনও লাঠি বা জলকামান চালিয়ে।'

স্থানীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলির কুশপুতুল দাহ করে দুর্নীতিবিরোধী স্লোগান দেন বিক্ষোভকারীরা। এরপর পুরসভার ফটক ভাঙার চেষ্টা করেন তাঁরা। এরপরই পুলিশ পালটা বলপ্রয়োগ করলে উত্তেজনা ছড়ায়। এদিন শুধু কাঠমান্ডুই নয়, ঝাপা, পোখরা, বুটওয়াল, চিতওন, নেপালগঞ্জ ও বিরাটনগরেও তরুণ প্রজন্ম রাস্তায় নেমে এসে বিক্ষোভ দেখায়।

মহিলাদের উদ্ধারে তালিব সরকারকে হু-র আর্জি

কাবুল, ৮ সেপ্টেম্বর : কম্পন বিধ্বস্ত অঞ্চলে আফগান নারীদের উদ্ধারে পুরুষ অভিভাবক ছাড়াই মহিলা কর্মীদের যাওয়ার অনুমতি দিক তালিবান সরকার। ইসলামি আইনকে সরিয়ে রেখে এই অনুমতি তাঁদের দেওয়া হোক। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) কাবুল সরকারের কাছে এই আবেদন রেখেছে। হু-র আর্জিতে কোনও বিবৃতি দেয়নি আফগানিস্তান সরকার।

সেপ্টেম্বরের ১ তারিখে ভয়াবহ ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত আফগানিস্তানে মহিলাদের অবস্থা আরও শোচনীয়। তাঁরা ত্রাণ সাহায্য পাচ্ছেন না। ইসলামি আইন কঠোরভাবে অনুসৃত হওয়ায় কম্পন বিধ্বস্ত অঞ্চলে চাপা পড়ে থাকা মহিলাদের উদ্ধার করতে পারছেন না পুরুষ সেবাকর্মীরা। এদেশে কোনও পুরুষ মহিলাদের স্পর্শ করা দূরে থাক, তাঁদের মুখের দিকে তাকাতেও পারেন না। এই পরিস্থিতিতে মহিলা সেবাকর্মীরা যাতে কম্পনবিধ্বস্ত অঞ্চলে নারীদের উদ্ধারে যেতে পারেন সেজন্য তাঁদের ওপর থেকে বিধিনিষেধ তুলে নেওয়া হোক। আফগানিস্তানে মেয়েদের কোথাও একা যাওয়ার নিয়ম নেই।

বর্তমান পরিস্থিতিতে পুরুষ অভিভাবক ছাড়াই মহিলা সেবাকর্মীদের কম্পনগ্রস্ত অঞ্চলে যেতে দিতে হবে বলে উল্লেখ করে কাবুলে হু-র কার্যালয়ের ডেপুটি ডা: মুক্তা শর্মা বলেছেন, 'মহিলা সেবাকর্মীদের অভাব এখানে বড় সমস্যা।' তিনি জানিয়েছেন, ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় চিকিৎসাকর্মীদের মধ্যে ৯০ শতাংশ পুরুষ। বাকি ১০ শতাংশ মহিলা হলেও তাঁরা চিকিৎসক নন। বেশিরভাগই ধাত্রী ও নার্স। মহিলাদের দেহ পুরুষকর্মীরা স্পর্শ করতে পারবেন না, এই নিয়ম পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে।

মার্কিন ভিসায় কড়া নিয়ম, বিপাকে পড়ুয়ারা

ওয়াশিংটন, ৮ সেপ্টেম্বর : ভিসায় কোপ বসাচ্ছে ট্রাম্প সরকার। আমেরিকায় চাকরি ও উচ্চশিক্ষার জন্য যেসব ভারতীয় তথা বিদেশিরা যেতে ইচ্ছুক, তাঁদের জন্য ভিসানীতি কঠোর করছে ট্রাম্প সরকার। এর মধ্যে রয়েছে নন-ইমিগ্র্যান্ট ভিসার জন্য সাক্ষাৎকার পুনরায় চালু, অভিবাসী ভিসা আবেদনকারীদের জন্য সাক্ষাৎকারের স্থান নির্দিষ্ট এবং পর্যটন ও ব্যবসায়িক ভিসার জন্য বন্ড চালু করা। এইচ-১বি ভিসাতেও সংস্কারের সম্ভাবনা রয়েছে।

শনিবার মার্কিন বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, নতুন ভিসা নিয়ম বিশ্বব্যাপী কার্যকর হবে। বলা হয়েছে, নতুন নিয়মে সশরীর সাক্ষাৎকারে অংশ নেওয়ার সহজ নয়। পর্যটক ও ব্যবসায়ীদের ওপর ১৫ হাজার ডলারের ভিসা বন্ড চালু করার পরিকল্পনাও রয়েছে।

উচ্চদক্ষতাসম্পন্ন বিদেশিরা এইচ-১বি ভিসা নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চাকরি করেন। এখন থেকে ভিসা পেতে প্রত্যেক আবেদনকারীকে সোশ্যাল মিডিয়ার তথ্য দিতে হবে। কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীর গত পাঁচ বছরের যাবতীয় পোস্ট খতিয়ে দেখবেন। নয়া নিয়মে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হবেন ভারতীয় শিক্ষার্থীরা।

ত্রাণ নিয়ে হাজির সেনারা। স্থানীয়দের বিতরণ করা হচ্ছে। সোমবার অমৃতসরে।

মোদি পঞ্জাবে

চণ্ডীগড়, ৮ সেপ্টেম্বর : বন্যাকবলিত পঞ্জাবের পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি ত্রাণ ও পুনর্বাসনের পাশাপাশি বন্যাপীড়িতদের সঙ্গে কথা বলবেন। রাজ্যে বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৪৮। সেনাবাহিনীর সঙ্গে উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, বিএসএফ, পঞ্জাব পুলিশ । এদিকে মৌসম ভবন আগামী ৪৮ ঘণ্টা গুজরাট, রাজস্থানে যথাক্রমে লাল ও হলুদ সতর্কতা জারি করেছে।

খুন ভারতীয়

ক্যালিফোর্নিয়া, ৮ সেপ্টেম্বর : প্রকাশ্য রাস্তায় এক ব্যক্তিকে প্রস্রাব করতে বাধা দিয়েছিলেন ভারতীয় তরুণ। রাগের বশে সেখানেই তরুণকে গুলি করে খুন করেন ওই ব্যক্তি। শনিবার ঘটনাটি ঘটে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায়। মৃত কপিল (২৬) হরিয়ানার বরাহকলার বাসিন্দা। আমেরিকায় নিরাপত্তারক্ষীর কাজ করতেন তিনি। কৃষক পরিবারের সন্তান কপিল বছর তিনেক আগে পাড়ি দিয়েছিলেন বিদেশে।

নিকেশ ২ জঙ্গি

শ্রীনগর, ৮ সেপ্টেম্বর : জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগামে সেনার সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে খতম ২ জঙ্গি। সংঘর্ষে আহত হয়েছেন এক জুনিয়ার কমিশনড অফিসার। পুলিশ জানিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার গুদ্দার জঙ্গলে তল্লাশি অভিযানে চালানো হয়।

ধনকরের উত্তরসূরি কে, নির্বাচন আজ

নবনীতা মণ্ডল

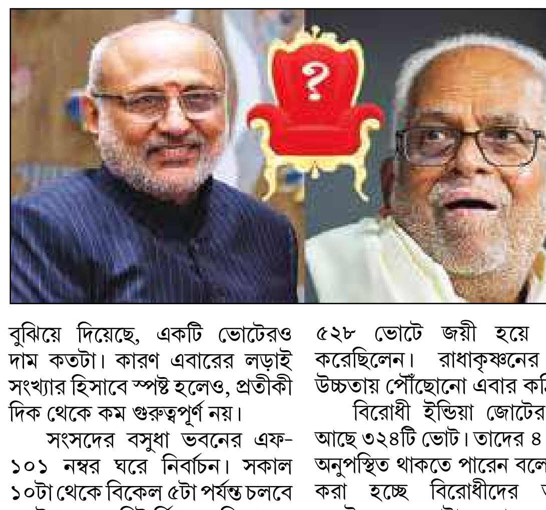

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর : আর কয়েক ঘণ্টা পরেই জানা যাবে ভারতের পরবর্তী উপরাষ্ট্রপতি কে হচ্ছেন। বাদল অধিবেশনের প্রথম দিন শারীরিক অসুস্থতার কারণে পদত্যাগ করেন জগদীপ ধনকর। তাঁর পদত্যাগের পর উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য ভোটাভুটিতে নেমেছে শাসক ও বিরোধী শিবির।

এবারের লড়াই দক্ষিণ ভারতের দুই প্রার্থীর মধ্যে। ক্ষমতাসীন বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ প্রার্থী মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল সিপি রাধাকৃষ্ণন। অন্যদিকে বিরোধী ইন্ডিয়া জোট প্রার্থী করেছে সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বি সুদর্শন রেড্ডিকে। তাই উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে ঘিরে আলোচনায় এসেছে 'দক্ষিণ বনাম দক্ষিণের' লড়াই।

ভোটের আগে সাংসদদের গোপন ব্যালটে ভোটদান পদ্ধতি বোঝাতে বিরোধী জোট বিশেষ কর্মশালার আয়োজন করেছিল। প্রতীকী ভোটাভুটি হয় দুপুর আড়াইটে থেকে। অসুস্থতা সত্ত্বেও তৃণমূলের সৌগত রায় ও সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লি পৌঁছেছেন, যাতে ইন্ডিয়া জোটের ৪১ জন সাংসদই ভোটদানে উপস্থিত থাকেন। এনডিএ-ও কর্মশালার আয়োজন করে প্রত্যেক সাংসদকে বুঝিয়ে দিয়েছে, একটি ভোটেরও দাম কতটা। কারণ এবারের লড়াই সংখ্যার হিসাবে স্পষ্ট হলেও, প্রতীকী দিক থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

সংসদের বসুধা ভবনের এফ-১০১ নম্বর ঘরে নির্বাচন। সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত চলবে ভোটগ্রহণ। রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্বে রাজ্যসভার সাধারণ সভাপতি পিসি মুডি। বিরোধীদের পক্ষ থেকে সহ-রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্বে তৃণমূল কংগ্রেসের শতাব্দী রায়, কংগ্রেস সাংসদ মনিকম টেগর ও নাসির হোসেন।

মঙ্গলবার মোট ৭৭০ জন সাংসদ ব্যালটে ভোট দেবেন। ম্যাজিক ফিগার ৩৮৬। এনডিএ-র হাতে রয়েছে ৪৩৯টি ভোট। অর্থাৎ, শাসক শিবিরের জয় নিশ্চিত, কিন্তু ব্যবধান আর আগের মতো বিশাল নয়। ২০২২ সালে জগদীপ ধনকর ৫২৮ ভোটে জয়ী হয়ে রেকর্ড করেছিলেন। রাধাকৃষ্ণনের সেই উচ্চতায় পৌঁছোনো এবার কঠিন।

বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের হাতে আছে ৩২৪টি ভোট। তাদের ৪ সাংসদ অনুপস্থিত থাকতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে বিরোধীদের তরফে। একই সঙ্গে নোটা-য় পড়তে পারে অন্তত ১৪টি ভোট, যার মধ্যে রয়েছে বিজেডি-র সাতজন, বিএসপি-র একজন এবং কয়েকজন নির্দল সাংসদ। সংখ্যার ঘাটতি যে অতিক্রমণযোগ্য নয়, তা বিরোধীরা স্বীকার করছেন। তাহলে কেন এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা? আসলে এই লড়াই প্রতীকী। বিরোধীরা চাইছেন, নিজেদের শক্তি আগের বারের তুলনায় কতটা বেড়েছে, সেই বার্তা দিতে। যা বিধানসভা নির্বাচনের আগে, বিহার, বাংলা ও তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যে তাঁদের 'রাজনৈতিক অক্সিজেন' জোগাবে।

বেলজিয়ামকে ভারতের আশ্বাস

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর : নির্জন কক্ষে তো নয়ই, বরং ভারতের জেলে যথেষ্ট আদরযত্ন করেই রাখা হবে আর্থিক জালিয়াতিতে অভিযুক্ত ফেরার শিল্পপতি মেহুল চোকসিকে। তাঁর জন্য জেলে পরিচ্ছন্ন ঘরে খাটের ব্যবস্থা থাকবে। অসুস্থতার কারণে দিনরাত নজর রাখবেন চিকিৎসকরাও। বিচারের জন্য চোকসিকে দেশে ফেরাতে চেয়ে বেলজিয়ামকে এই আশ্বাসই দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক।

পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের ১২,০০০ কোটি টাকার জালিয়াতি মামলায় অভিযুক্ত ব্যবসায়ী চোকসিকে ভারতে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। চলতি বছরের এপ্রিলে বেলজিয়ামের অ্যান্টওয়ার্প থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ৬৬ বছর বয়সি চোকসির আইনজীবীরা দাবি করেছেন, তাঁর গুরুতর অসুস্থতা রয়েছে। চোকসিকে ভারতে আনার পর মুম্বইয়ের আর্থার রোড জেলের ১২ নম্বর ব্যারাকে রাখা হবে। অমিত শা-র মন্ত্রক বেলজিয়ান কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছে, তাঁর জন্য পরিষ্কার বিছানা, বালিশ, চাদর ও কম্বল থাকবে। সেলে আলো-বাতাসের যথেষ্ট ব্যবস্থা থাকবে। প্রয়োজনমতো কাঠ বা লোহার খাট-পালঙ্ক দিতেও আপত্তি নেই।

চোকসি দিনে তিনবেলা খাবার পাবেন এবং চিকিৎসকের অনুমতি থাকলে বিশেষ ডায়েটও দেওয়া হবে। জেলের ক্যান্টিন থেকে ফল ও হালকা জলখাবার কেনা যাবে। প্রতিদিন অন্তত একঘণ্টা বাইরে খোলা জায়গায় হাঁটার ও ব্যায়ামের সুযোগ দেওয়া হবে তাঁকে।

জন্মশতবর্ষে ভূপেনকে শ্রদ্ধার্ঘ্য

গুয়াহাটি ও নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর : সোমবার থেকে শুরু হয়েছে ভূপেন হাজারিকার জন্মশতবর্ষ উদযাপন। অসমের নানা প্রান্তে তাঁর গান গেয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন মানুষ।

এদিন গুয়াহাটির ভূপেন হাজারিকা সমন্বয় তীর্থে আয়োজিত অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন রাজ্যপাল লক্ষ্মণপ্রসাদ আচার্য ও মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। হাজারিকার ছেলে তেজ হাজারিকা স্ত্রী ও সন্তান সহ আমেরিকা থেকে এসে অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

অসমের মাটির সুর, পাহাড়ি মেজাজ, তার সঙ্গে দেশজ ভাব মিশিয়ে ভূপেন তাঁর গানে যে নতুন এক ধারা এনেছিলেন, তা আজও মানুষের মুখে মুখে ফেরে। প্রতিবাদের গানেও অসমিয়া এই শিল্পীর অনন্যতা অবিস্মরণীয়। জন্মশতবর্ষের সূচনালগ্নে তাঁকে সম্মান জানিয়ে ব্লগ লিখেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শিল্পীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা এক্স-এ লেখেন, 'ব্রহ্মপুত্রের গায়ক ভূপেন হাজারিকার গানে রয়েছে ভালোবাসা, ঐক্য ও মানবতার সুর। তাঁর গান আজও হৃদয়ে বাজে।' অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা বলেন, 'আজ আমরা সেই কিংবদন্তিকে স্মরণ করছি, যিনি অসমকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরেছিলেন। মানবতা ছিল তাঁর সুর, ভালোবাসা ছিল তাঁর গান।'

ভূপেন হাজারিকাকে 'ভারতের সর্বকালের অন্যতম সেরা কণ্ঠের অধিকারী' বলে স্বীকার করে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'ভূপেন হাজারিকার জন্মদিনে আমরা তাঁর সংগীত, সাংস্কৃতিক চেতনা ও জনজীবনে তাঁর অবিস্মরণীয় অবদানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। ভূপেনদা অগুনতি মানুষের হৃদয় স্পর্শ করেছিলেন তাঁর শিল্পীসত্তা ও সাংস্কৃতিক চেতনা দিয়ে। তাঁর গানগুলি সামাজিক ন্যায়বিচার ও একাত্মতার বার্তা দিয়ে উদ্বুদ্ধ করেছে একাধিক প্রজন্মকে।'

ভূপেন হাজারিকা যে নিছক গায়ক ছিলেন না, ছিলেন একজন রাজনীতিসচেতন সাংস্কৃতিক কর্মীও, সেই কথা স্মরণ করে মোদি লিখেছেন, 'ভূপেনদা শুধু সংগীতশিল্পী নন, তিনি একজন চিন্তাবিদও ছিলেন। তাঁর গানগুলি সর্বস্তরের শ্রমজীবী মানুষ, নারীশক্তি ও যুবশক্তির কণ্ঠ হয়ে সমাজে আশা জাগিয়েছে। তিনি দেশের একতা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে তুলে ধরেছিলেন সুর ও গায়কির মধ্য দিয়ে।'

প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, ধোলা-সাদিয়া সেতু ভূপেন হাজারিকার নাম ধারণ করছে। ঠিক যেমনভাবে তাঁর গান জুড়েছে বিভিন্ন স্তর ও সময়ের মানুষকে, সেভাবে ওই সেতুও দেশের এক প্রান্তের মানুষকে অন্য প্রান্তের মানুষের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছে।

অর্ধেক শুল্ক ফেরতের আশঙ্কায় চাপে ট্রাম্প

ভারতকে জরিমানায় সন্তুষ্ট জেলেনস্কি ■ পালটা শশীর

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর : বিভিন্ন দেশের পণ্য আমদানিতে বেনজির শুল্ক আরোপ করে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্টের বিশেষ ক্ষমতার এক্তিয়ার লঙ্ঘন করেছেন। সম্প্রতি আমেরিকার একটি ফেডারাল আদালত এমনই রায় দিয়েছিল। সেই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে ট্রাম্প সরকার। শীর্ষ আদালত নিম্ন আদালতের রায় বহাল রাখলে তা কোষাগারের পক্ষে ভয়াবহ হবে। সোমবার একথা জানিয়েছেন আমেরিকার ট্রেজারি সচিব স্কট বেসেন্ট।

তাঁর মতে, পণ্য আমদানি খাতে যে বাড়তি শুল্ক আদায় করা হয়েছে, তাকে বেআইনি ঘোষণা করা হলে আদায়িকৃত অর্থের প্রায় অর্ধেক ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে মার্কিন সরকার। সেই ঘাটতি মোকাবিলা করা আমেরিকার পক্ষে কঠিন চ্যালেঞ্জ হবে। বেসেন্ট বলেন, 'আদালত বললে আমরা সেটা করতে বাধ্য থাকব। সেক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আন্তর্জাতিক স্তরে দরকষাকষির ক্ষমতা প্রভাবিত হবে।'

সলিসিটর জেনারেল জন সাউয়ার বলেন, 'সুপ্রিম কোর্ট যদি শুল্ক আদায়কে বৈধতা না দেয়, তাহলে ২০২৬ পর্যন্ত যে ১ ট্রিলিয়ন ডলার আদায় করা হয়েছে, তার ব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। শুধু ২৪ অগাস্ট পর্যন্ত মার্কিন সংস্থাগুলির কাছ থেকে আদায় করা ২১০ বিলিয়ন ডলার ফেরত দিতে বাধ্য হবে সরকার।'

> রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য জারি রাখার কারণে ভারতের ওপর শুল্কের বোঝা চাপিয়েছে আমেরিকা। আমার মতে সেই শুল্ক জারি রাখাই হবে ঠিক সিদ্ধান্ত।
>
> **ভোলোদোমির জেলেনস্কি**

ট্রাম্পের শুল্কনীতির সমর্থনে সুর চড়িয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভেলোদোমির জেলেনস্কি। তিনি বলেন, 'রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য জারি রাখার কারণে ভারতের ওপর শুল্কের বোঝা চাপিয়েছে আমেরিকা। আমার মতে সেই শুল্ক জারি রাখাই হবে ঠিক সিদ্ধান্ত।' আমেরিকা যেভাবে ভারতের বিরুদ্ধে কার্যত শুল্কযুদ্ধ শুরু করেছে, তাতে ক্ষোভ গোপন রাখেননি কংগ্রেসের 'বিতর্কিত' সাংসদ শশী থারুর। তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী খুব তাড়াতাড়ি জবাব দিয়েছেন। বিদেশমন্ত্রীও। তবে আমি ট্রাম্পের ওই মন্তব্যকে সতর্কভাবে স্বাগত জানাব। কেউ এত তাড়াতাড়ি অপমান ভুলে যেতে পারেন না। ক্ষমাও করতে পারেন না। ৫০ শতাংশ শুল্ক নিয়ে প্রেসিডেন্ট ও তাঁর সহযোগীরা যেসব মন্তব্য করছেন এবং ভারতীয়দের যেভাবে অপমান করা হচ্ছে, মনে হয় না আমরা সবকিছু ভুলে যেতে পারব বা ক্ষমা করতে পারব।'

পুরুলিয়া, প্যালেস্তাইন মিশে গেল ভেনিসে

পুরুলিয়ার রাঙামাটি গ্রামের ঝুমা নাথ যদি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন, সেই আশায় উদ্বেল হয়ে আছেন অনুপর্ণা রায়। সদ্য ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভালে শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মান জিতে ঝুমার জন্যে বড্ড মনখারাপ তাঁর। আসলে অনুপর্ণার ছোটবেলার অনেকটা সেই ঝুমার কাছে পড়ে আছে। ঝুমা তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু। ১৩ বছর বয়সে তাঁর বিয়ে ঠিক হয়েছিল। সরকারি মধ্যস্থতায় এই অকাল-বিবাহের ফল যে কি মারাত্মক হতে পারে, সে কথা জানেন অনুপর্ণা। কিন্তু ঝুমা যে তারপর কোথায় হারিয়ে গেলেন, তা তাঁর জানা নেই। সেই ঝুমার গল্পই তাঁকে 'সংস অফ ফরগটন ট্রিজ' করতে প্রেরণা জুগিয়েছে। গ্রামের স্কুলে লিঙ্গ বৈষম্যের জন্যে যতটা সরব অনুপর্ণা, প্যালেস্তাইনের বিপর্যস্ত শৈশব নিয়েও ঠিক ততটাই সরব তিনি। ইজরায়েলের অহংকার আর অত্যাচারের সামনে প্যালেস্তাইনের শিশুরা যেভাবে ছারখার হয়ে যাচ্ছে, জোরগলায় তার প্রতিবাদ জানিয়েছেন অনুপর্ণা। এমনকি ভেনিসের মঞ্চে যখন পুরস্কার নিতে উঠছেন, তখনও তাঁর পরনে প্যালেস্তাইনের জাতীয় পতাকার রঙে বর্ডার দেওয়া শাড়ি।

একনজরে সেরা ৫

কাঁদলেন রাজ

শিল্পা শেট্টির স্বামী রাজ কুন্দ্রা বলেছিলেন, তাঁর ছবি মেহর-এর প্রথম দিনের আয় পাঞ্জাবের বন্যাবিধ্বস্তদের দেবেন। তা তো দিলেনই, পাঞ্জাবে ত্রাণ নিয়েও চলে যান, সেই এলাকার ভিডিও দেখান। তখনই কেঁদে ফেলেন, বলেন অনেক ওঠাপড়া দেখেছি, ভেঙে পড়িনি। পাঞ্জাবও তাই, ভেঙে পড়বে না। তাঁর কথায়, ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য পাঞ্জাবীরাই যথেষ্ট।

পুলিশ অনন্যা

দক্ষিণ কলকাতার কাউন্সেলার অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায় রক্তবীজ ২ ছবিতে গোয়েন্দা সংস্থা র-এর এজেন্ট। বস আবির চট্টোপাধ্যায়। প্রথম ছবি প্রধান, পরে মিত্তির বাড়ি—সবেতেই পুলিশ। ২০১২-তে রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক তাঁকে রাষ্ট্রপতি ভবন ঘুরিয়ে দেখান। তাই এই ছবিতে হ্যাঁ বলেছেন। পরিচালক নন্দিতা রায়-শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাজের ইচ্ছাও পূর্ণ হল অনন্যার।

নেতাজি ইন্ডোরে

পুজোয় আসছে রঘু ডাকাত। ট্রেলার মুক্তি পাবে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। ৪৯ টাকার টিকিট কেটে দর্শকরা ট্রেলার দেখতে পারবেন। টাকা যাবে টেকনিসিয়ান ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টে। ছবির প্রযোজক মহেন্দ্র সোনি ও নায়ক দেব জানিয়েছেন, ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা এটা শুরু করলাম। পরে আরও বড় করে নিশ্চয় হবে। ছবিতে আছেন ইধিকা পাল।

স্পাই মিউজিয়ামে

ইন্টারন্যাশনাল স্পাই মিউজিয়ামে আইকনিক স্পাই ফিল্মের বিভাগে স্পাই গেম, মিশন ইমপসিবল, ক্যাসিনো রয়্যাল-এর মতো ২৫টি ইন্টারন্যাশনাল ছবির সঙ্গে দেখা যাবে সলমন খান ও ক্যাটরিনা কাইফের ছবি এক থা টাইগার। পরিচালক কবীর খানের কথায়, 'দারুণ খবর। ওখানে একটাই হিন্দি ছবি জায়গা পেল। সলমন-ক্যাটরিনাকে একসঙ্গে দেখে খুব ভালো লাগছে।

এলেন সোনম

বর্ডার ২ ছবিতে এলেন সোনম বাজওয়া। তিনি থাকছেন দিলজিৎ দোসাঞ্জের বিপরীতে। এর আগে হসলা রাখ, পাঞ্জাব ১৯৮৪, সর্দার জি ২, সুপার সিং-এ ওঁরা একসঙ্গে কাজ করেছেন। দর্শক বেশ উচ্ছ্বসিত ওঁদের একসঙ্গে থাকার খবরে। ছবিতে আছেন সানি দেওল, আহান পান্ডে, মোনা সিং, মেধা রানাও। পরিচালক অনুরাগ সিং।

সলমন খান অসভ্য, একটা গুন্ডা!

ছবি তো ফ্লপ হচ্ছেই, আর সেজন্যই কি তাঁর বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস পেয়ে যাচ্ছে লোকজন? সলমনের আইকনিক হিট দাবাং-এর পরিচালক অভিনব কাশ্যপ কী বললেন, ছবির ১৫ বছর পূর্তিতে? ইনি পরিচালক অনুরাগ কাশ্যপের ভাই। সেই ২০১০ সালে খান পরিবারের সঙ্গে তাঁর ঝামেলা হয়। তাঁর কথায়, 'সলমন গত ২৫ বছরে কোনওদিন অভিনয় করেনি, তার আগ্রহও ছিল না। সেলেব্রিটির ক্ষমতা ভোগ করেছে ও। ও অসভ্য, একটা গুন্ডা।'

এখানেই শেষ নয়। তিনি আরও যোগ করছেন, 'ও হচ্ছে বলিউডের স্টার সিস্টেমের বাবা। ওর পরিবার গত ৫০ বছর ধরে বলিউডে আছে। ওরা সাংঘাতিক। ওরা সিস্টেম চালাবে, কেউ আপত্তি করলেই ওরা তার পিছনে পড়ে যাবে।' অভিনব বলেছেন, 'তেরে নাম' করার সময় থেকেই সলমনের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাধে। আরও বলেছেন, 'দাবাং-এর আগে ও আমাকে বলেছিল সলমন খানকে নিয়ে তুমি কাজ করতে পারবে না। কেন তা বলেনি। ভেবেছিল সহজেই ভয় পেয়ে যাব, এসব হালচাল ভালো জানে। অনুরাগ 'তেরে নাম' ছবির স্ক্রিপ্ট লিখেছিল, প্রযোজক বনি কাপুর ওর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছিল। ওর ক্রেডিটও দেয়নি, ও তাই ছবি ছেড়ে চলে যায়। একই ঘটনা আমার সঙ্গেও ঘটে। আরে, ভালো ছবি চলে ভালো স্ক্রিপ্টের জোরে।'

অভিনব দাবাং ছাড়া করেছেন জং, বেশরম ইত্যাদি।

অনুপর্ণাকে প্রিয়াংকার শুভেচ্ছা

সংস অফ ফরগটন ট্রিজ নিয়ে সারা দেশ এখন আনন্দে মশগুল। ভারত এই প্রথম ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভালে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করল। ভারতের মেয়ে অনুপর্ণা রায় সেরা পরিচালকের পুরস্কার নিতে যখন মঞ্চে উঠলেন, তখন থেকেই এই দেশ এবং তাঁর মাটি পুরুলিয়ার জয়যাত্রা শুরু হল নতুন করে।

সংস অফ ফরগটন ট্রিজ-এর পরিচালককে নিয়ে দেশের সমস্ত তারকা এখন প্রশংসায় বিভোর। অনুপর্ণা রায়ের ছবি শেয়ার করে প্রিয়াংকা চোপড়াও তাঁর অভিনন্দন বার্তা জানিয়েছেন। ভারতের আন্তর্জাতিক মুখ প্রিয়াংকা বরাবরই দেশের যে কোনও কৃতিত্বকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখেন। এবারেও তার ব্যতিক্রম হল না।

এ-ই কি সুহানা খান

পোল্যান্ডের ওয়ারশ। সেখানেই কিং ছবির শুটিং হচ্ছে। অভিনয়ে শাহরুখ খান, সুহানা খান, অভয় বর্মা, অভিষেক বচ্চন। পরিচালনায় সিদ্ধার্থ। শুটিং স্পট থেকে একটি ছবি ভাইরাল হয়েছে। তাতে সাদা সোয়েটার, ডেনিম জিনস, চুল পনিটেল করে বাঁধা এক তরুণীর ছবি দেখা যাচ্ছে। নেটমহলের কথায়, এটি সুহানা খান। যে ফাস্ট ফুডের দোকানে গত এক সপ্তাহ ধরে শাহরুখ শুটিং করেছেন, সেখানেই এই তরুণী দাঁড়িয়ে, তাই দুয়ে দুয়ে চার হয়েছে। এই জায়গা থেকেই কিং-এ শাহরুখ খানের ফার্স্ট লুক দেখা গিয়েছিল। তাঁর চুলে তখন সিলভার রং ছিল। শাহরুখও শুটিংয়ের ছবি শেয়ার করেছেন, সঙ্গে ক্যাপশন, 'কিং-এর সেটের ছবি, কার অ্যাকশনের দৃশ্য, একেবারে বলিউড স্টাইলে হচ্ছে।'

সুহানার প্রথম ছবি দ্য আর্চিস। ছবি এবং তাঁর পারফরমেন্সে খুশি নন দর্শক, সমালোচনাও হয়। কিন্তু করণ জোহার সুহানার ট্যালেন্ট নিয়ে মন্তব্য করেছেন, 'ও ভীষণ ট্যালেন্টেড, আমি জানি ও ভবিষ্যতে ফিনোমেনাল কিছু করবে।'

অ্যাকশনে দুই ধুরন্ধর

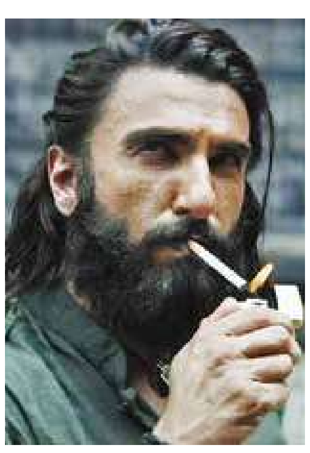

আদিত্য ধরের ধুরন্ধর নিয়ে ক্রমশ আগ্রহ বাড়ছে। তার কারণ, ছবির দুই প্রধান অভিনেতা রণবীর সিং ও অক্ষয় খান্নার অ্যাকশনের দৃশ্যের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখা যাচ্ছে—অবশ্যই পর্দার পিছনের দৃশ্যে। লাদাখের শুটিং শিডিউল থেকে এটি ভাইরাল হয়েছে। ছবির বেশ কিছু রোমান্টিক মুহূর্তও ভিডিওয় দৃশ্যমান। এক এক্স ইউজার এই ভিডিও লিক করেছেন। এতে রণবীর সিং ব্যাগি কুর্তা পাজামা পরে বাইক চেজের দৃশ্য সামলাচ্ছেন, সঙ্গে এসইউভি সিকোয়েন্সেও আছে। ওই দৃশ্যে হেলিকপ্টার স্টান্টে অক্ষয় কালো পোশাক পরে হাজির, বেশ ভয় লাগে তাঁকে দেখে। ভিডিওয় রণবীর ও নায়িকা সারা অর্জুনের সংলাপ বলার দৃশ্য আছে, তাঁরা বেশ ঘনিষ্ঠ হয়েই দাঁড়িয়েছিলেন তবে তা রোমান্টিক দৃশ্য কিনা বলা যায় না। প্রসঙ্গত, ওঁদের ২০ বছরের বয়সের ফারাক নিয়ে ইতিমধ্যে জল্পনা তুঙ্গে। বলা হচ্ছে, ধুরন্ধর জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা শ্রী অজিত দোভালের জীবনকাহিনী, তবে নির্মাতারা এই নিয়ে মুখ খোলেননি। চলতি বছর ৫ ডিসেম্বর ছবি মুক্তি পাবে।

পরিচালনায় আসছেন হৃত্বিক?

'কৃশ ৪' নিয়ে অপেক্ষা করছেন তো? তাহলে এক দুর্দান্ত খবর দিই আপনাকে। সে খবর অবশ্য রাকেশ রোশন নিজে জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এবারের 'কৃশ ৪' আর তিনি পরিচালনা করবেন না। তিনি শুধুই প্রযোজনায় থাকছেন। পরিচালনা করবেন হৃত্বিক নিজেই। হ্যাঁ, ব্যাপারটা যদি সত্যিই তাই হয়, তাহলে এটাই হবে হৃত্বিকের পরিচালনায় প্রথম ছবি।

কিন্তু এ ছবি কবে আসবে? শুটিংই বা কবে শুরু হবে? ছবির চিত্রনাট্য নিয়ে খুব একটা সময় যাবে না। রাজেশ জানাচ্ছেন, সামনের বছরের মাঝামাঝি থেকে শুটিং শুরু হবে। কারণ এই ছবির প্রি-প্রোডাকশনের কাজ অনেক বেশি। সবচেয়ে বেশি হল, এই ছবির বাজেট ঠিক করা। একবার সেই বাজেট ঠিক হয়ে গেলে পুরো টিম শুটিংয়ের জন্যে তৈরি।

২০২৬-এর মাঝামাঝি শুরু হয়ে এই ছবি রিলিজ করতে পারে ২০২৭ সালে। রোশন পরিবারের তেমনই আশা।

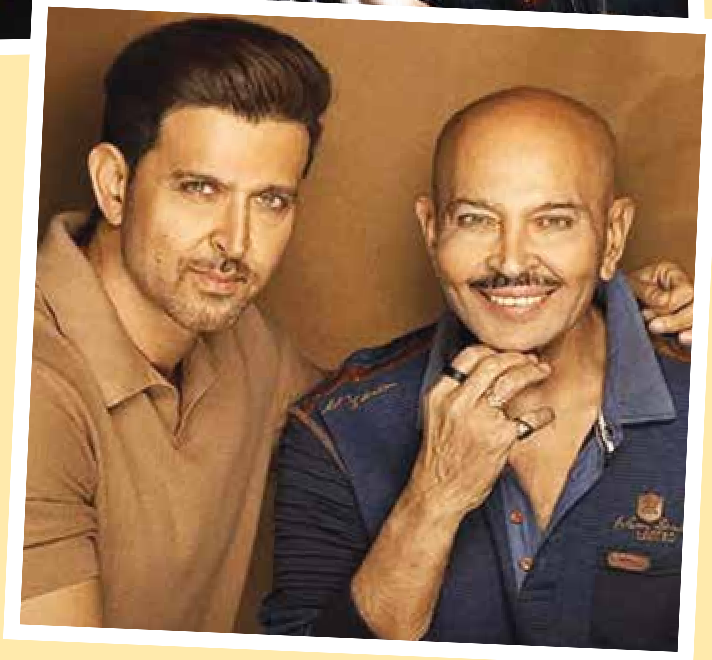

ছোট্ট তারা

আলিপুরদুয়ারের সূর্যনগর এলাকার বাসিন্দা অদৃজা বালা বিবেকানন্দ শিশুতীর্থের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী। ছবি আঁকা ও নাচে পারদর্শী সে। প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে পুরস্কারও পেয়েছে।

নর্দমায় পড়ে জখম গোরু

আলিপুরদুয়ার, ৮ সেপ্টেম্বর : সোমবার সকালে আলিপুরদুয়ারের বেলতলা এলাকায় ঘাগরা সেতুর পাশে নর্দমায় পড়ে যায় একটি গোরু। স্থানীয়দের অনুমান, কোনও কারণে পা পিছলে গোরুটি পড়ে যায়। ভিড় জমে যায় সেই নর্দমার পাশে। খবর যায় আলিপুরদুয়ার দমকলকেন্দ্রে। দমকলকর্মীরা চলেও আসেন। তবে বহু চেষ্টা করেও গোরুটিকে উদ্ধার করতে ব্যর্থ হন দমকলকর্মীরা।

শেষপর্যন্ত আসরে নামে পুরসভা। তাদের উদ্যোগে আর্থমুভার নিয়ে আসা হয়। ঘণ্টাখানেকের চেষ্টার পর গোরুটিকে নিরাপদে নর্দমা থেকে তুলে নিয়ে আসা সম্ভব হয়। এভাবে পড়ে যাওয়ার ফলে তার চোট লেগেছিল। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

একজন প্রত্যক্ষদর্শী স্বপন দে বলেন, 'আমরা সবাই মিলে প্রথমে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু পারিনি। দমকলও ব্যর্থ হয়। শেষে পুরসভা আর্থমুভার নিয়ে আসায় প্রাণীটিকে বাঁচানো গেল। না হলে হয়তো মরে যেত।' ভবিষ্যতে এমন দুর্ঘটনা এড়াতে সেতু ও ড্রেনের পাশে সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে বলে দাবি তুলেছেন এলাকাবাসী।

বুদ্ধিস্ট ফোরামের মিছিল

জয়গাঁ, ৮ সেপ্টেম্বর : অল ইন্ডিয়া বুদ্ধিস্ট ফোরাম ডুয়ার্স শাখা সোমবার জয়গাঁ দুর্গা মল্ল চক থেকে ভুটানগেট পর্যন্ত মশাল মিছিল করে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তাদের দাবি, বুদ্ধগয়াতে তাদের অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। বুদ্ধগয়া মঠের পরিচালন সমিতিতে ৯ জন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মানুষ থাকতে হবে।

জরুরি তথ্য
মজুত রক্ত
সোমবার বিকেল ৫টা অবধি

■ **আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল (পিআরবিসি)**

এ পজিটিভ	-	৮
বি পজিটিভ	-	৪৮
ও পজিটিভ	-	৬৯
এবি পজিটিভ	-	১০
এ নেগেটিভ	-	০
বি নেগেটিভ	-	০
ও নেগেটিভ	-	০
এবি নেগেটিভ	-	০

■ **ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল**

এ পজিটিভ	-	৩
বি পজিটিভ	-	২
ও পজিটিভ	-	২
এবি পজিটিভ	-	১
এ নেগেটিভ	-	১
বি নেগেটিভ	-	১
ও নেগেটিভ	-	১
এবি নেগেটিভ	-	০

■ **বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল**

এ পজিটিভ	-	০
বি পজিটিভ	-	১
ও পজিটিভ	-	০
এবি পজিটিভ	-	০
এ নেগেটিভ	-	০
বি নেগেটিভ	-	০
ও নেগেটিভ	-	০
এবি নেগেটিভ	-	০

ডাকের সাজে দেবী

দুর্গাপুজো মানে এখন চারদিকে থিমের ছড়াছড়ি। এর মধ্যে শহরের রামকৃষ্ণ আশ্রমে আজও বেলুড় মঠের নিয়মে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতে পুজোর আয়োজন করা হয়। দেবীর মহাস্নান পর্বে প্রয়োজন হয় ১৭ রকমের জল ও ১৯ রকমের মাটি। অষ্টমীতে কুমারীকে দেবীরূপে পুজো করা হয়। এছাড়াও পুজোর একাধিক রীতিনীতির ওপর আলোকপাত করলেন **প্রণব সূত্রধর**।

মঠের নিয়ম

আলিপুরদুয়ার, ৮ সেপ্টেম্বর : বিভিন্ন ক্লাবের থিমপুজো শহরবাসীর নজর কাড়লেও রামকৃষ্ণ আশ্রমের পুজো সকলের কাছে একটা ভিন্ন আবেগ। এবছর আশ্রমের ২২তম পুজো। বেলুড় মঠের নিয়মরীতি মেনে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতে পুজো হবে। বেলুড় মঠের আদলে একাচালা ডাকের সাজের প্রতিমা থাকবে। অসুরের রং সাধারণত সবুজাভ হয়ে থাকে। দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে ভোরবেলা চণ্ডীপাঠ করবেন বেলুড় মঠের বিশিষ্ট মহারাজ স্বামী নিত্যদেবানন্দ। তিনি ভবানীপুর রামকৃষ্ণ আশ্রমের মহারাজ।

এবছর দশজন পুরোহিত ও তন্ত্রধারক মালদা থেকে আসবেন। আশ্রমের আবাসিকরা মিলে পুজোর জোগাড় করবেন। অন্য বছর উলটোরথের দিন কাঠামোপুজো হলেও এবছর পুজোর দিনক্ষণ এগিয়ে আসায় গুরুপূর্ণিমার দিন কাঠামোপুজো করা হয়েছে।

মহালয়ার দিন থেকে সন্ধ্যাবেলা আরাত্রিকা ভজনের পর আগমনী গান শুরু হয়। এছাড়া মহিষাসুরমর্দিনী স্তোত্র ও ভক্তিগীতিতে এক অনন্য পরিবেশ তৈরি হয়। এছাড়া বেলুড় মঠের মতো অষ্টমীতে কুমারীপুজোর রীতি রয়েছে।

কুমারীকে লাল বেনারসি শাড়ি পরিয়ে ও হাতে পদ্ম ফুল দিয়ে দেবী দুর্গার সাজে সাজানো হয়। কুমারীর মধ্যে দিয়ে মাতৃশক্তির আরাধনা করে থাকেন ভক্তরা। এই কুমারীপুজো দেখতে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দর্শনার্থীরা আশ্রমে আসেন। কুমারীপুজো, সন্ধ্যা আরতি দেখতেও ভক্তরা ভিড় করেন। সব মিলিয়ে পুজোর দিনগুলিতে বেলুড় মঠের পরিবেশ ফুটে ওঠে রামকৃষ্ণ আশ্রম প্রাঙ্গণে।

আলিপুরদুয়ার রামকৃষ্ণ আশ্রমের সম্পাদক কমলেশ সেন বলেন, 'বেলুড় মঠের নিয়মে পুজো হয়। কুমারীপুজোর দিন আশ্রমে ভক্তের ঢল নামে। পুজোর দিনগুলিতে কয়েক কুইন্টাল চাল ও ডালের খিচুড়ি ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।' দেবীর মহাস্নানের উপকরণ বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ করা হয়। সরস্বতী নদীর জল সহ মোট ১৭ রকমের জল এবং অশ্বদন্ত মাটি, গজদন্তের মাটি, বৃষশৃঙ্গ মাটি, গঙ্গা মাটি সহ মোট ১৯ রকমের মাটি দিয়ে মহাস্নান হয় দেবী দুর্গার। কোচবিহার, মালদা এমনকি কলকাতা থেকেও সেসব উপকরণ আশ্রমে আনা হয়।

পঞ্চমী থেকে পুজো শুরু হয়। সেদিন থেকে পুজোর জন্য রোজ ১০৫টি পান প্রয়োজন হয়। নিমকির আদলে সেই পান সাজা হয়। পুজোটি মা সারদার নামে নিবেদন করা হয়। বলিপ্রথা থাকলেও চালকুমড়ো ও ফল বলি দেওয়া হয়। অন্যান্য দিন দেবীকে নিরামিষ ভোগ দেওয়া হলেও সন্ধিপুজোর সময় কয়েকরকমের মাছ ভোগ হিসেবে দেওয়া হয়। দুর্গাপুজোর পর লক্ষ্মীপুজো করার রীতি রয়েছে আশ্রমে।

পুজোর রীতি

বেলুড় মঠের নিয়মে আলিপুরদুয়ার রামকৃষ্ণ আশ্রমের পুজো হয়

অষ্টমীর দিন রীতি মেনে কুমারীপুজো হয়

সন্ধিপুজোয় দেবীকে কয়েকরকম মাছ ভোগ হিসেবে দেওয়া হয়

চালকুমড়ো ও ফল বলি দেওয়া হয়

পুজোর দিনে ভোর থেকে চণ্ডীপাঠ করবেন বেলুড় মঠের বিশিষ্ট মহারাজ স্বামী নিত্যদেবানন্দ

রামকৃষ্ণ আশ্রমে প্যান্ডেল তৈরি চলছে।

পুজো মানে চিরকালীন ভাইব

দুর্গাপুজোর মূল বার্তা হল, অশুভের বিনাশ ও শুভের জয়। তা আজও নতুন প্রজন্মের কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ। তাদের কাছে জীবনের প্রতিটি সমস্যা, প্রতিটি চ্যালেঞ্জ যেন একেকটি মহিষাসুর। আর তাকে জয় করতে চাই সাহস, ঐক্য আর আত্মবিশ্বাস। জেনারেশন ওয়াইয়ের হয়ে পুজোর মূল সুর ধরলেন পেশায় নার্স, নেশায় কবি **দিয়া অধিকারী**।

খোলা জানালা

দুর্গাপুজো আজ কেবল ধর্মীয় আচার নয়, এটি নতুন প্রজন্মের কাছে এক বহুমাত্রিক অনুভূতির নাম। দেবীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে শহরের প্রতিটি গলি-মহল্লা যেন আলোয় ভরে ওঠে, ঢাকের বাদ্যি বাজতে বাজতে জাগিয়ে তোলে উৎসবের আবহ। শরতের নীল আকাশ, কাশফুলের শুভ্রতা আর হাওয়ার শীতল স্পর্শ- সব মিলিয়ে যেন ভোরের প্রথম রোদ্দুরের মতো সতেজ এক আনন্দ এসে ছুঁয়ে যায় তরুণ হৃদয়কে।

আজকের প্রজন্ম প্রযুক্তির আলোয় বেড়ে উঠলেও দুর্গাপুজো এলেই তারা যেন এক অন্য পৃথিবীতে প্রবেশ করে। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে সারাদিন চলে আলোচনা- কোন মণ্ডপে সাজ হবে সেরা, কোথায় আলোর খেলায় ফুটে উঠবে সবচেয়ে রূপকথার জগৎ, কোন কোনটা হবে সেলফির জন্য নিখুঁত। উৎসবের দিনগুলোয় সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝলমল করে শাড়ি-পাঞ্জাবির রঙিন মুহূর্ত, 'চেক-ইন' আর রিল। এক নতুন প্রথার মতো এই প্রদর্শন, যা উৎসবকে আরও আধুনিক, আরও আকর্ষণীয় করে তোলে। এই চাকচিক্যের ভেতরেও আছে হৃদয়ের আবেগ। বন্ধুদের সঙ্গে প্যান্ডেল-ভ্রমণ, রাতভর আড্ডা, নতুন জামার গন্ধ, আর কিশোর বয়সের প্রথম প্রেমের কাঁপুনি- এসবই দুর্গাপুজোকে তরুণদের কাছে অবিস্মরণীয় করে তোলে। সারাবছর হয়তো বন্ধুদের সঙ্গে প্রতিদিন দেখা হয় না, কিন্তু পুজোর সময়েই সেই পুরোনো মুখগুলোর সঙ্গে মিলন যেন এক অনন্য আনন্দ। আড্ডার রংও আলাদা। কেউ সিনেমা নিয়ে আলোচনা করে। কেউ বা রাজনীতি নিয়ে। কেউ ভবিষ্যতের স্বপ্ন শেয়ার করে। আবার কেউ শুধুই হেসে গড়াগড়ি খায়। গভীর রাত পর্যন্ত চলতে থাকা এই আড্ডাই পুজোর স্মৃতিকে আরও উজ্জ্বল করে রাখে। তারা হয়তো প্রাচীন আচার-অনুষ্ঠানের সবটুকু মানে না, কিন্তু তাদের নিজস্ব ভঙ্গিতে উৎসবকে জীবন্ত করে রাখে।

পোশাকেও থাকে এক আলাদা উৎসবের আমেজ। মেয়েরা সাজে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন লুকে। কখনও ঐতিহ্যবাহী লাল-সাদা শাড়ি, সালোয়ার, গাউন কিংবা ফিউশন ড্রেসে, ছেলেরা পরে পাঞ্জাবি, কুর্তা বা ট্রেন্ডি ক্যাজুয়াল। রঙিন এই সাজই যেন উৎসবকে আরও ঝলমলে করে তোলে। আর খাওয়াদাওয়া ছাড়া কি দুর্গাপূজা পূর্ণতা পায়? প্যান্ডেল ঘুরতে ঘুরতে ফুচকা, রোল, চাউমিন, মোমো- এসব স্ট্রিট ফুডের স্বাদ, আবার বাড়িতে মায়ের হাতে খিচুড়ি-লাবড়া আর মিষ্টির পাতে মাখা আনন্দ, সব মিলিয়ে পুজোর স্বাদ অনন্য হয়ে ওঠে।

দুর্গাপুজোর মূল বার্তা হল, অশুভের বিনাশ ও শুভের জয়। তা আজও নতুন প্রজন্মের কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ। তাদের কাছে জীবনের প্রতিটি সমস্যা, প্রতিটি চ্যালেঞ্জ যেন একেকটি মহিষাসুর। আর তাকে জয় করতে চাই সাহস, ঐক্য আর আত্মবিশ্বাস। তাই দেবী দুর্গা প্রতিমার গণ্ডিতে আবদ্ধ নন, তিনি তরুণদের স্বপ্নপূরণের শক্তি, তাদের আত্মবিশ্বাসের প্রতীক।

সবশেষে বলা যায়, নতুন প্রজন্মের কাছে দুর্গাপুজো মানে শুধু ভক্তি নয়, বরং মিলন, আনন্দ আর স্বাধীনতার উৎসব। এটি এমন এক ভাইব, যা প্রতিবছর নতুন আলো-ছায়ার রঙে ফিরে এসে জীবনকে ভরিয়ে তোলে উচ্ছ্বাসে।

রেলগেট বন্ধ আধ ঘণ্টা, দুর্ভোগ

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ৮ সেপ্টেম্বর : উত্তর পারোকাটা ১০৩ নম্বর রেলগেটে সোমবার দুপুর দেড়টা নাগাদ রানী কমলাপতি-আগরতলা স্পেশাল ট্রেন আচমকা দাঁড়িয়ে যায়। কোনওরকম স্টেশন ছাড়া হঠাৎ ট্রেন দাঁড়িয়ে যাওয়ায় যাত্রীরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ পর জানা যায় ওই ট্রেনের স্লিপার ক্লাস কামরার এক যাত্রী চেন টেনেছেন। তাই ট্রেনটি রেলগেটে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। ঘটনায় এদিন প্রায় আধ ঘণ্টা রেলগেটে বন্ধ ছিল। ফলে রাজ্য সড়কের নিত্যযাত্রীরা হয়রানির শিকার হন। অন্যদিকে, উত্তর পারোকটার সঙ্গে কামাখ্যাগুড়ির যোগাযোগ কিছু সময়ের জন্য বিঘ্নিত হয়।

ঘটনার পর রেলের চালক ও গার্ড যে কামরা থেকে চেন টানা হয়েছিল সেখানে যান। তাঁদের তৎপরতায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যায়। প্রায় ১০ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকার পর ট্রেনটি চলতে শুরু করে। কামাখ্যাগুড়ি স্টেশনের সুপারিন্টেন্ডেন্ট মুকুল ঠাকুর ঘটনার কারণ হিসেবে চেন টানার কথা জানিয়েছেন। এদিনের ঘটনায় ট্রেনের যাত্রীরা রীতিমতো ক্ষোভে ফেটে পড়েন। বিজয় দেববর্মা নামে এক যাত্রী জানান, এভাবে অহেতুক চেন টানায় যাত্রীদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। যদিও কে বা কারা চেন টেনেছিল তা জানা যায়নি। তবে জানা যায়, এই ট্রেনে গতকালও একই কামরায় চেন টানা হয়েছিল। ট্রেনের আরেক যাত্রী তপন সাহার কথায়, 'স্টেশন নেই অথচ ট্রেন প্রায় ১০ মিনিট ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই ঘটনায় আমরা রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম।' যদিও তৎক্ষণাৎ রেলের কর্তব্যরত পুলিশকর্মীরা চলে আসায় ট্রেনের যাত্রীরা নিশ্চিন্ত হন।

চেন টানায় বিপত্তি

ট্রেন এভাবে হঠাৎ দাঁড়িয়ে যাওয়ায় রাজ্য সড়কের যাত্রীরা সমস্যায় পড়ে যান। ট্রেনের জন্য তাঁরাও বেশ কিছুক্ষণ সময় রাস্তায় আটকে থাকেন। রাস্তায় আটকে থাকা বাপ্পা পাল নামের এক ব্যক্তি বলেন, 'একটি বিশেষ কাজের জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম। কিন্তু রেলগেটে প্রায় আধ ঘণ্টা আটকে থাকতে হল। ফলে যে কাজের জন্য বেরিয়েছিলাম সেটা আর করতে পারলাম না। আমার মতো অনেকেই ঘটনায় সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন।'

রেলগেটের দু'দিকে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। উত্তর পারোকাটা থেকে কামাখ্যাগুড়ির দিকে যাওয়ার রাস্তা বেশ কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। দিলীপ দাস নামে এক ব্যক্তি জানান, 'রাস্তায় এমন যানজট তৈরি হয়েছিল যে বেশ কিছুক্ষণ ওই রাস্তা দিয়ে সব গাড়ি চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। যানজটের জন্য আমার গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে দেরি হয়ে যায়।'

মহালয়াতেই আগমন-বিসর্জন

একদিনের দুর্গাপুজোয় মাতবে যোগেন্দ্রপুর

এল এল পুজো এল

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ৮ সেপ্টেম্বর : বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের স্তোত্রপাঠের মধ্য দিয়ে শুরু হয় দেবীর আগমন। আর সন্ধ্যায় করা হয় দেবীর বিসর্জন। এমনই একদিনের দুর্গাপুজোর সাক্ষী থাকেন ফালাকাটা যোগেন্দ্রপুরের বাসিন্দারা। মহালয়ার সকালেই শুরু হয় দুর্গাপুজো। সন্ধ্যায় সেই পুজো শেষ হয়। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে অবশ্য এই একদিনের দুর্গাপুজো হয়ে আসছে যোগেন্দ্রপুরের কায়স্থপাড়ার সুরঞ্জন দে সরকারের বাড়িতে। প্রতি বছর এমন অভিনব পুজো দেখতে কয়েক হাজার মানুষ ভিড় করেন। পুজো শেষে সাধারণের জন্য পেটপুরে প্রসাদের ব্যবস্থাও থাকে। এবারও পুজোর জন্য চলছে জোর প্রস্তুতি।

যোগেন্দ্রপুরের দে সরকারবাড়ির বয়স্করা জানিয়েছেন, সাধারণ দুর্গাপুজোর নিয়মেই নবপত্রিকাকে স্নান করানো থেকে শুরু করে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী এবং দশমীর পুজো হয়। এরপর ঘটের সুতো কেটে প্রতিমা বিসর্জনও দেওয়া হয়। তবে প্রতিমা মন্দিরেই রেখে দেওয়া হয়। দে সরকারবাড়িতে দেবী অবশ্য একটু অন্যভাবে ধরা দেন। এখানে দেবীর সঙ্গে গণেশ, কার্তিক, লক্ষ্মী, সরস্বতী থাকেন না। তার বদলে দেবীর মাথার উপর থাকেন শিব। এখানে অসুরদলনীর ১০টি হাতে সমরাস্ত্র থাকলেও মুখে কোনও ক্রুদ্ধ ভাব থাকে না। তার মধ্যেও অবশ্য মহিষাসুরকে বধ তিনি করেন। এখানে দেবীর মুখে চিন্ময়ী ভাব ফুটে ওঠে। এই বিশেষ রূপ এবং একদিনে বোধন থেকে বিসর্জন দে সরকারবাড়ির দুর্গাপুজোর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এই ধারণাকে পাথেয় করে এবারও পুজোয় ব্রতী হয়েছে দে সরকারবাড়ি।

দে সরকারবাড়ির দুর্গা প্রতিমা। -ফাইল ছবি।

এই পুজোর উদ্যোক্তা সুরঞ্জন বলছেন, 'আজ থেকে ৪১ বছর আগে স্বপ্নাদেশ পেয়ে এই পুজো শুরু করেছিলাম। এবারও বেশ জাঁকজমকভাবেই পুজোর আয়োজন শুরু করেছি। আমরা ঘটে মাকে বিসর্জন দিলেও প্রতিমা সারাবছর রেখে দিই। মন্দিরে সারাবছর মা দুর্গা পূজিত হন। পরিবার সহ গ্রামের সবার মঙ্গলকামনার জন্যই এই পুজো করা হয়।' একদিনের দুর্গাপুজোয় প্রায় আড়াই কুইন্টাল চাল-ডালের খিচুড়ি প্রসাদ করা হয়। এবারও প্রতিমা তৈরির কাজ চলছে। মন্দিরে চলছে রং করার পালা, সামনে প্যান্ডেলের জন্য পড়েছে বাঁশ। সবমিলিয়ে যোগেন্দ্রপুরের পুজো ঘিরে মহালয়ার দিন আলাদা উন্মাদনার সঙ্গে বিষাদের সুরও নেমে আসবে গ্রামে।

সাক্ষরতা দিবস

আলিপুরদুয়ার, ৮ সেপ্টেম্বর : আলিপুরদুয়ার জেলা জনশিক্ষা প্রসার দপ্তরের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষ্যে পুরসভার প্রেক্ষাগৃহে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর দৃষ্টিহীন স্কুলের পড়ুয়ারা সমবেত সংগীত পরিবেশন করে। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল, প্রাক্তন বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী, পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর সহ অন্যরা। জেলা জনশিক্ষা প্রসার দপ্তরের আধিকারিক গৌতম মালি বলেন, 'খুব ভালো অনুষ্ঠান হয়েছে। সেখানে জেলার অনেক স্কুল অংশ নিয়েছিল।'

সাদা পোশাকের পুলিশ পরিচয়ে চেন ছিনতাই

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ৮ সেপ্টেম্বর : এ যেন ম্যাজিক। কাগজে সোনার চেন রেখে ব্যাগে ঢোকানোর পর ওই কাগজ খুলে দেখা যায় চেন উধাও। রবিবার এভাবেই সাদা পোশাকের পুলিশ পরিচয় দিয়ে এক তরুণের থেকে সোনার চেন হাতিয়ে চম্পট দিল দুষ্কৃতীরা। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে ফালাকাটা শহরের থানা রোড দেশবন্ধুপাড়ার একটি ইউএসজি সেন্টারের সামনে। সোমবার বিষয়টি নিয়ে থানায় অভিযোগ করেন ওই তরুণ। কিন্তু তল্লাশি চালানোর পরও অধরা দুষ্কৃতীরা। পুজোর আগে একেবারে জনবহুল এলাকা থেকে সোনার চেন ছিনতাইয়ের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।

ঠিক কী হয়েছিল সেদিন ?

স্ত্রীর ইউএসজি করাতে থানা রোডে গিয়েছিলেন সুভাষপল্লির ওই তরুণ। স্ত্রীকে সেন্টারের বাইরে রেখে রাস্তার পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। বেলা সাড়ে ১২টা নাগাদ এক ব্যক্তি ওই তরুণকে এসে সাদা পোশাকের পুলিশ পরিচয় দেয়। এমনকি এলাকায় ছিনতাই হচ্ছে বলে জানায়। তাই তিনি কেন সোনার চেন পরে দাঁড়িয়ে আছেন তা জিজ্ঞেস করে। এমনকি দ্রুত সোনার চেন খুলে ব্যাগে রাখার পরামর্শও দেয়।

ওই তরুণের কথায়, 'ওই ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলার সময় আরেকজন এসে পাশে দাঁড়ায়। তাদের সামনেই আমি সোনার চেন খুলে ব্যাগে রাখতে যাই।

ওই সময় তারা আমাকে একটি কাগজ দেয়। ওই কাগজে ভরেই সোনার চেনটি তারা ব্যাগে রাখতে বলে। এরপর আমার থেকে চেন নিয়ে ব্যাগে ভরে দেয়। তারা চলে যাওয়ার পর ব্যাগ খুলে দেখি সোনার চেন নেই।'আসলে যে কাগজে সোনার চেন রাখা ছিল ওই কাগজটিই পালটে দেয় দুষ্কৃতীরা। বদলে খালি কাগজ ব্যাগে ভরে পালিয়ে যায়। বিষয়টি দ্রুত পুলিশকে জানান, ওই তরুণ। পুলিশ ওই তরুণকে নিয়ে শহরজুড়ে তল্লাশি করে। কিন্তু কোথাও দুষ্কৃতীদের খোঁজ মেলেনি। সোমবার অভিযোগ পাওয়ার পর আরও সক্রিয় হয় পুলিশ। ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য বলেন, 'আমরা বিষয়টি জানার পরেই তদন্ত শুরু করেছি। আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

ওএমআরে পরীক্ষা দিয়ে সতর্ক পরীক্ষার্থীরা

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ৮ সেপ্টেম্বর : এই প্রথম ওএমআর শিটে উচ্চমাধ্যমিকের তৃতীয় পরীক্ষা। সাধারণত প্রশ্নপত্র কেমন আসবে তা নিয়ে চিন্তায় থাকে পড়ুয়ারা। তবে সোমবার তার থেকেও বেশি পড়ুয়াদের মাথা ঘামাতে হয় ওএমআর শিটে নাম, রোল নম্বর লেখাতে। বিশেষ করে ওএমআরে রোল নম্বর সহ অন্যান্য বক্স ঠিকঠাক পূরণ না হলে পরীক্ষা বাতিলের সম্ভবনাও রয়েছে। আর তাতেই পরীক্ষার্থী থেকে শুরু করে শিক্ষক-শিক্ষিকারা চিন্তিত ছিলেন। তাই পরীক্ষা শুরুর প্রথম দিকেই পরীক্ষার্থীদের সতর্ক করে দেওয়া হয় এই নিয়ে। নাম, রোল নম্বর কীভাবে লিখতে হবে তা বারবার তাদের বলে দেওয়া হয়।

পরীক্ষার্থীদের একাংশ আবার পরীক্ষার আগেই বিদ্যালয়ে ও বাড়িতে ওএমআর পূরণের অনুশীলন করেছে। ফলে বেশিরভাগ পরীক্ষার্থীকে তেমন সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়নি। আবার কেউ কেউ ঘাবড়ে যায় বলে জানা গিয়েছে। তবে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সহযোগিতায় তেমন সমস্যা হয়নি।

রাজদীপ ঘোষ নামে এক পরীক্ষার্থীর ভেনু ছিল নেতাজি বিদ্যাপীঠ। তার কথায়, 'একাদশ শ্রেণিতেও ওএমআর শিটে পরীক্ষা দিয়েছিলাম। বিষয়টি জানা। তবে এদিন তৃতীয় সিমেস্টারের পরীক্ষা শুরুর সময় একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। তবে শিক্ষক-শিক্ষিকারা সাহস দেওয়াতে তেমন সমস্যা হয়নি। পরীক্ষা ভালোমতো দিতে পেরেছি।' আলিপুরদুয়ার শহরে ৬টি সেন্টারের অধীনে ১৫টি স্কুল রয়েছে।

পরীক্ষা শেষে বেরিয়ে আসছে পড়ুয়ারা। সোমবার আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

প্রথম দিনের পরীক্ষায় হতাশা দেখা দিলে তার প্রভাব সম্পূর্ণ পরীক্ষায় পড়া স্বাভাবিক। তবে এদিনের পরীক্ষার শেষে পরীক্ষার্থীদের বেশিরভাগ খুশি। ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুলের শিক্ষক পার্থপ্রতিম ঘোষ বলেন, 'একাদশ শ্রেণিতে ওএমআরে পরীক্ষা দেওয়ার অভিজ্ঞতা ছিল। ফলে বড়সড়ো ভুলের সম্ভাবনা তেমন ছিল না। ওদের নিট সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় তেমন সমস্যার মধ্যে পড়তে হবে না। বেশিরভাগ পরীক্ষার্থী সঠিক নিয়ম নির্দেশিকা মেনেই ফর্ম পূরণ করেছে।' আলিপুরদুয়ার হাইস্কুলের শিক্ষক শম্ভুনাথ সরকার বলেন, 'পরীক্ষার্থীরা যাতে রোল নম্বর ও নাম ঠিকঠাক লিখতে পারে তা দেখা হয়। বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী ওএমআর শিটে ঠিকঠাক লিখতে পেরেছে।'

পৃথিবীর পাঠশালা

সিঙ্গাপুরের স্মার্ট ল্যাম্পপোস্ট

সিঙ্গাপুর আবার নতুন এক উদ্ভাবন নিয়ে হাজির! শহরের ল্যাম্পপোস্টগুলো এখন শুধু আলো দেয় না, আরও অনেক কিছু করে। প্রতিটি ল্যাম্পপোস্টে সিসিটিভি ক্যামেরা, ওয়াই-ফাই, জরুরি কল বাটন এবং বাতাসের মান নিরীক্ষণের সেন্সর যুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে প্রতিটি পরিষেবার জন্য আলাদা আলাদা অবকাঠামো তৈরি করতে হচ্ছে না। এই স্মার্ট ল্যাম্পপোস্টগুলো জননিরাপত্তায় বড় ভূমিকা রাখছে। সিসিটিভি ক্যামেরা অপরাধদমনে সাহায্য করে, আর জরুরি বোতামে চাপ দিলেই পুলিশকে সরাসরি খবর দেওয়া যায়। এর পাশাপাশি সেন্সরগুলো বাতাস দূষণের মাত্রা জানিয়ে দেয়। ফ্রি ওয়াই-ফাই থাকায় মানুষজন সহজেই ইন্টারনেটের সুবিধা পায়। সিঙ্গাপুরের এই প্রযুক্তি অন্য দেশের জন্যও এক দারুণ উদাহরণ হতে পারে, যেখানে নগরের অবকাঠামোকে আরও স্মার্ট ও কার্যকর করা প্রয়োজন।

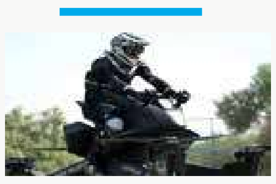

চিনের হাইড্রোজেন বিপ্লব

চিন বিশ্বের সবচেয়ে বড় হাইড্রোজেন উৎপাদনকেন্দ্র চালু করেছে। ইনার মঙ্গোলিয়ায় অবস্থিত এই বিশাল প্ল্যান্টটি বছরে ৩ লক্ষ ২০ হাজার টন সবুজ অ্যামোনিয়া উৎপাদন করে। এই প্ল্যান্টটি সম্পূর্ণভাবে সৌর এবং বায়ু শক্তি দ্বারা চালিত। এটি চিনের একটি বড় পদক্ষেপ। এই হাইড্রোজেন প্ল্যান্টটি বাতাস থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড ধরে রাখে এবং তা অ্যামোনিয়া উৎপাদনে ব্যবহার করে, যা পরিবেশের জন্য কোনও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে না। হাইড্রোজেনকে ভবিষ্যতের পরিষ্কার জ্বালানি হিসেবে দেখা হচ্ছে। এটি গাড়ি চালানো, বাড়ি গরম করা এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহার করা যেতে পারে। চিন এই প্ল্যান্টে বিনিয়োগ করে জীবাশ্ম জ্বালানির উপর তাদের নির্ভরতা কমানোর চেষ্টা করছে। এই বিশাল প্ল্যান্টটি শুধু চিনকেই নয়, বিশ্বের অন্যান্য দেশকেও নবায়নযোগ্য শক্তিতে পরিবর্তনের জন্য উৎসাহিত করবে।

দুবাইয়ের আকাশে উড়ন্ত পুলিশ বাইক!

সায়েন্স ফিকশনের সিনেমা থেকে যেন সরাসরি উঠে এসেছে এমন এক দৃশ্য! দুবাই পুলিশ এখন ট্রাফিকের ওপর দিয়ে উড়ে যেতে পারবে। হ্যাঁ, হোভারসার্ফ নামের একটি কোম্পানি উড়ন্ত পুলিশ বাইক তৈরি করেছে, যা ড্রোন প্রযুক্তির সাহায্যে পুলিশ অফিসারদের ট্রাফিকের উপরে নিয়ে যেতে পারে। এর ফলে তারা দ্রুত যে কোনও জরুরি পরিস্থিতিতে পৌঁছাতে পারবে। এই বাইকগুলো হালকা ফ্রেম এবং শক্তিশালী প্রপেলার দিয়ে তৈরি। এটি সোজা ওপরে উঠতে বা নীচে নামতে পারে। এর ফলে ট্রাফিক জ্যামের কোনও চিন্তা থাকবে না। এই প্রযুক্তি এখনও পরীক্ষাধীন, কিন্তু এটি দুবাইয়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতীক।

শুকনো মরুভূমিতে সবুজ জ্বালানি

চিলির আতাকামা মরুভূমি পৃথিবীর সবচেয়ে শুষ্ক জায়গা। কিন্তু সেখানেই বিজ্ঞানীরা এক বিপ্লব ঘটিয়েছেন! তাঁরা তরল জল ব্যবহার না করেই হাইড্রোজেন তৈরি করছেন। সাধারণত হাইড্রোজেন উৎপাদন করতে প্রচুর তাজা জল লাগে। কিন্তু চিলির বিজ্ঞানীরা মরুভূমির বাতাস থেকে জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করে তা দিয়ে সবুজ হাইড্রোজেন তৈরি করছেন। সৌর ও বায়ু শক্তি ব্যবহার করে এই কাজটি করা হচ্ছে, যা পরিবেশের জন্য দারুণ এক খবর। যা থেকে জ্বালানি তৈরি হবে।

দেবের জন্য ‘পাগলু’

ওদলাবাড়ি ও শিলিগুড়ি, ৮ সেপ্টেম্বর : সোমবারের ঝাঁ চকচকে সন্ধ্যায় দেব-দর্শনে চোখে ঝিলমিল লেগে গেল শহর শিলিগুড়ির।

পুজো আসছে। আর পুজোর আগেই প্রেক্ষাগৃহে আসছে বাংলার ‘মেগাস্টার’ দেব অভিনীত সিনেমা। তার প্রচারে রাজ্য সফরে বেরিয়েছেন সিনেমার কলাকুশলীরা। গৌড়বঙ্গের মালদা, বালুরঘাটে জোরদার প্রচার করে এদিন শিলিগুড়িতে পা রাখেন ‘টিম দেব অ্যান্ড কোম্পানি’। সঙ্গে ছিলেন সিনেমার পরিচালক ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিনেতা অনির্বাণ ভট্টাচার্য, ইধিকা পাল, সোহিনী সরকার, ওম সাহানি, সংগীত পরিচালক নীলায়ন চট্টোপাধ্যায় এবং গায়ক ঈশান মিত্র।

সোমবার সকালে তিন ঘণ্টার ঝটিকা সফরে সদলবলে দেব রওনা হন ডুয়ার্সের ওদলাবাড়ির উদ্দেশে। আসার পথে সিনেমার সাফল্য কামনায় সেবকেশ্বরী কালী মন্দিরে পুজো দেন। বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ ওদলাবাড়ি পৌঁছে একটি বিলাসবহুল হোটেলে ওঠেন তাঁরা। একদিকে মানাবাড়ি চা বাগান, অন্যদিকে লেতি নদীর স্রোত আর হাত বাড়ালেই পাহাড়ের হাতছানি- মেতে ওঠেন দেব। প্যান্ট গুটিয়ে নদীর জলে জাল ফেলে মাছ ধরেন। দুপুরে খান তৃপ্তি করে। অভিনেতা-সাংসদের আসার খবরে ভক্তকুলে ছড়ায় উন্মাদনা। তেমনই নিরাপত্তার প্রশ্নে তৎপর হয়ে ওঠে জেলা পুলিশ। দুপুরে প্রশাসনিক আধিকারিক সহ মাল ব্লকের তৃণমূল নেতৃত্বের একাংশ ভিড় জমান সেই হোটেলে। শুভেচ্ছা স্মারক তুলে দেওয়া হয় দেবের হাতে।

লেতি নদীতে মাছ ধরতে নেমেছেন দেব। পাশে সোহিনী ও ইধিকা। সোমবার।

বিকেল গড়াতেই শিলিগুড়ির ভক্তিনগর থানা এলাকার চেকপোস্টের কাছে একটি জনপ্রিয় শপিং মলে জমতে শুরু করে ভক্তের ভিড়। নায়ক দেবকে একবার কাছ থেকে দেখার সুযোগ করে নিতে আগেভাগে পৌঁছানোর হিড়িক পড়ে যায় তরুণ বয়সি থেকে কচিকাঁচাদের মধ্যে। সোমবার সকালে ভারী বৃষ্টিতে ভেজে শিলিগুড়ি। তার ওপর এদিন ছিল উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। সেই সবকিছু উপেক্ষা করে সন্ধে বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তরুণ-তরুণীদের ভিড়ে তখন যেন তিলধারণের জায়গা নেই। শপিং মলের খোলা প্রাঙ্গণে তো বটেই, লাগোয়া দোকানের বারান্দা এমনকি, আশপাশের বাড়িগুলির ছাদ, ব্যালকনিতেও তখন সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে উৎসাহী মুখ। সবাই দেবভক্ত। কেউ এনেছেন দেবের পোস্টার, কেউ এনেছেন আগামী সিনেমার ‘লুক’-এ দেবের হাতে আঁকা ছবি। মন মানে না, পাগলু, পরাণ যায় জ্বলিয়া রে থেকে খাদান, ধূমকেতু... দেব অভিনীত প্রায় সব সিনেমার হিট গান তাঁদের অধিকাংশের ঠোঁটস্থ। কখনও সমস্বরে ‘কিশোরী-কিশোরী’, কখনও ‘যা যা বলে দে...’ চিৎকারে ফেটে পড়ছে গোটা মল। দেব-অনুরাগী তরুণী তৃষা দে চম্পাসারির বাসিন্দা। ভিড়ের মধ্যে থেকে তিনি বলেন, ‘সাড়ে তিনটে থেকে এসে দাঁড়িয়ে আছি। দেবের সিনেমার টিজার দেখেছি। আমি ভীষণ এক্সাইটেড।’ আইনের পড়ুয়া দেবযানী চক্রবর্তী এবং শিবানী সিংহ শিলিগুড়িতে হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করেন। তাঁরা জানালেন, খাদানের প্রচারের সময় শিলিগুড়ি এসেছিলেন দেব। সেবার দেবের দেখা পাননি তাঁরা। তাই এবার আগে থেকেই এসে হাজির।

> সাড়ে তিনটে থেকে এসে দাঁড়িয়ে আছি। দেবের সিনেমার টিজার দেখেছি। আমি ভীষণ এক্সাইটেড।
>
> **তৃষা দে** দেব অনুরাগী

ভিড়ের মধ্যে নায়ককের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলেন শিলিগুড়ির উত্তরকন্যা এলাকার তরুণ অমিত দাস। তিনি জন্ম থেকেই ক্ষীণদৃষ্টি। তাঁর সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, তিনিও দেবের ‘চরম ভক্ত’। হয়তো চোখের দেখা পাবেন না নায়কের। তবু দেব আসছেন আর ভক্ত আসবে না, তা তো হয় না।

ঘড়িতে যখন কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে ছ’টা, মঞ্চ উদ্বেল করে এলেন মেগাস্টার দেব ও তাঁর সহশিল্পীরা। পরনে ডেনিমের জিনস আর কালো টি-শার্ট। নাচে-গানে-সংলাপে আসর মাতালেন দেব। প্রচুর সেলফি, ভালোবাসা আর প্রতি-ভালোবাসায় ভেসে দেবের বার্তা একটাই, ‘পুজোয় হলমুখী হন শিলিগুড়িবাসী।’

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষাকেন্দ্রে সন্তানরা, অপেক্ষায় মায়েরা। -আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

দেখা নেই পড়ুয়াদের

প্রথম পাতার পর

সলসলাবাড়ি-ফালাকাটা মহাসড়কের জন্য জেলার বেশ কয়েকটি স্কুল ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সূর্য সেন প্রাথমিক বিদ্যাপীঠও সেই তালিকায় ছিল। এতদিন ধরে মহাসড়কের কাজ চললেও স্কুলগুলোর সমস্যা মেটানো হয়নি। স্কুল কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছে নোটিশ না দিয়েই ক্লাসরুম ভাঙা হয়েছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক উত্তম দাসের কথায়, ‘আমরা জানতামই না ক্লাসরুম শনিবার ভাঙবে। ওই ভাঙচুরের জন্য ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে পাঠাচ্ছে না বাবা-মায়েরা। এদিন গ্রামে গিয়ে সবাইকে স্কুলে আসার জন্য বলা হয়েছে। দেখা যাক কতটা সাড়া মেলে।’

অন্যদিকে, জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছে সবকিছু নিয়ম মেনেই হয়েছে। স্কুলের কতটুকু ক্ষতি হবে সেটাও কয়েক বছর আগেই চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে। এনএইচএআই- এর ডেপুটি ম্যানেজার অজয় কুমারের বক্তব্য, ‘স্কুলের ক্লাসরুম যে ভাঙা হবে সেটা জানানো হয়েছিল। আর ক্লাসরুমের জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।’

পাঁচ দশকের পুরোনো ওই স্কুলে বর্তমানে ৫১ জন ছাত্রী রয়েছে। শিক্ষক রয়েছেন তিনজন। স্কুলের দুটো ভবন। একটিতে পাকা ছাদ। আরেকটিতে টিনের ছাউনি। ছাদ দেওয়া ভবনে চারটি ক্লাসরুম ছিল। তার মধ্যে দুটো ভাঙা পড়েছে। আর বাকি দুটোর মধ্যে একটি বেহাল হয়ে রয়েছে। টিনের ছাউনি দেওয়া যে ক্লাসরুম রয়েছে সেটার আবার টিন ফুটো।

এদিনের বিক্ষোভে শামিল বিজেপির যুব মোর্চার জেলা সভাপতি রূপন দাস বলেন, ‘স্কুলের এই অবস্থার জন্য পথ অবরোধ করার কথা ছিল। তবে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য সেটা বাতিল করা হল।’

অঞ্জু সরকার নামে এক অভিভাবিকার কথায়, ‘এখন তো অন্য ক্লাসরুমগুলো নিয়েও ভয় থাকছে। কখন যে সেগুলো ভেঙে পড়ে ঠিক নেই।’ এই পরিস্থিতির মাঝে সোমবার আবার ওই স্কুল পরিদর্শন করেন অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক এহসান মহম্মদ হাবিব। তিনি দ্রুত একটি অস্থায়ী শেড তৈরির আশ্বাস দেন।

বিবাদের গেরো

শামুকতলা, ৮ সেপ্টেম্বর : মা-বাবা আলাদা। পাঁচ বছরের ছেলেকে নিজের কাছে পাওয়ার জন্য আদালতে মামলা করেছিলেন বাবা। শিশুপুত্র কার সঙ্গে থাকবে তা বিচার করতেই পাঁচ বছরের ছেলেকে আদালতে পেশ করবার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারক। সোমবার শামুকতলা থানা ভাটিবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ পাঁচ বছরের ওই শিশুপুত্রকে আদালতে পেশ করে। ওই শিশু এবং মায়ের সঙ্গে কথা বলে আপাতত আরও এক মাস বাচ্চাটিকে মায়ের কাছে থাকার নির্দেশ দিল আদালত। এই এক মাস আলিপুরদুয়ার জেলা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি ওই শিশুটির ঠিকমতো রক্ষণাবেক্ষণ ও যত্ন নেওয়া হচ্ছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করবে। রিপোর্ট পাওয়ার পর ফের শুনানি হলে শিশুটি কার সঙ্গে থাকবে সেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবে আদালত।

ভাটিবাড়ি পুলিশ ফাঁড়ির ওসি দীপায়ন সরকার জানান, আদালতের নির্দেশ পেয়ে ওই শিশুকে আদালতে পেশ করা হয়েছিল। শ্বশুরবাড়ির অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে গত চার মাস ধরে পাঁচ বছরের শিশুপুত্রকে নিয়ে শামুকতলা থানা এলাকায় বাপের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন ওই বধূ। এর মধ্যে ছেলেকে নিজের কাছে রাখতে আদালতে মামলা করেন তার বাবা। তাঁর অভিযোগ, ছেলেকে ঠিকভাবে যত্ন করা হচ্ছে না। সোমবার আলিপুরদুয়ার জেলা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির উপস্থিতিতে শুনানি হয়।

একা... *কাশ্মীরের শ্রীনগরের ডাল লেকে। সোমবার। -এএফপি*

ডিএ মামলার রায় অনিশ্চিত

প্রথম পাতার পর

নতুন করে বলার কিছু নেই। ফলে পরে আর সরকারপক্ষ বলতে পারবে না যে, তাদের কথা শোনা হয়নি। আমরা কর্মীদের জয় নিয়ে অত্যন্ত আশাবাদী।’

সুপ্রিম কোর্ট আগে বকেয়া ডিএ’র অন্তত ২৫ শতাংশ ছ’সপ্তাহের মধ্যে রাজ্য সরকারকে মিটিয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছিল। রাজ্য সেই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া না দিয়ে আদালতের কাছে আরও ছ’মাস সময় চায়। সেই আবেদনের ওপর গত ৪ থেকে ৭ অগাস্ট পর্যন্ত শুনানি চলে। পরে রাজ্যের আইনজীবী কপিল সিবাল সেদিন অন্য মামলায় ব্যস্ত থাকায় শুনানি পিছিয়ে যায়।

সোমবারের শুনানিতে কিন্তু রাজ্যের আইনজীবী কপিল সিবাল আবার স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, কোনও রাজ্যকে কেন্দ্রীয় হারে ডিএ দিতে আইনত বাধ্য করা যায় না। আর্থিক অবস্থা বিচার করে রাজ্য ডিএ-র হার নির্ধারণের নিজস্ব ফর্মুলা তৈরি করতে পারে। কর্মীদের পক্ষের আইনজীবীরা অবশ্য পালটা যুক্তি দেন, সংবিধানের ৩০৯ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নিয়মিত ডিএ দেওয়া বাধ্যতামূলক। রাজ্যের আর্থিক সংকটকে বকেয়া না দেওয়ার অজুহাত ধরা যায় না।

জীবনযাত্রার খরচ অনুযায়ী ডিএ নির্ধারণের পক্ষে সওয়াল করেন মামলাকারীদের আইনজীবীরা। তাঁদের দাবি, ডিএ নিয়মিত দেওয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বেতন কমিশনের সুপারিশ মেনে নির্দিষ্ট সময় অন্তর ডিএ দিতে হবে। প্রয়োজনে বকেয়া কিস্তিতে দিলেও চলবে, তবে খেয়ালখুশিমতো বন্ধ রাখা যাবে না। রাজ্যের হয়ে সিবাল যুক্তি দেন, কেন্দ্র ও রাজ্য নিজেদের মতো করে ডিএ দিতে পারে। তবে সুপ্রিম কোর্ট কোনও রায় দিলে তা সব রাজ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

মামলাকারী সংগঠনের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য অবশ্য পালটা বলেন, ২০১০ সালের পর থেকে রাজ্য বারবার অবস্থান পরিবর্তন করেছে। অন্য একটি সংগঠনের আইনজীবী করুণা নন্দী বলেন, ‘আইনে বলা রয়েছে ডিএ নিয়মিত দিতে হবে। রাজ্য সরকার তাদের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে পারেনি।’

আজ উত্তরবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী

শিলিগুড়ি, ৮ সেপ্টেম্বর : তিনদিনের সফরে মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে যে রাস্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী উত্তরকন্যায় যাবেন, তা ফ্লেক্স, ফেস্টুনে ভরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বুধবার জলপাইগুড়িতে প্রশাসনিক বৈঠক ছাড়া মুখ্যমন্ত্রীর তিনদিনের সফরে পূর্ব নির্ধারিত কোনও কর্মসূচি নেই। সূত্রের খবর, মঙ্গলবার বিকেল ৩টার পর মুখ্যমন্ত্রী বিশেষ বিমানে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নামবেন। সেখান থেকে সড়কপথে শিবমন্দির, মেডিকেল মোড়, নৌকাঘাট হয়ে উত্তরকন্যার অতিথিনিবাস কন্যাশ্রীতে পৌঁছাবেন। পথে মমতা নৌকাঘাট মোড়ে মনীষী পঞ্চানন বর্মার মূর্তিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানাতে পারেন। বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে মেডিকেল মোড়, নৌকাঘাট হয়ে উত্তরকন্যা পর্যন্ত রাস্তায় শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ) এবং শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানিয়ে কয়েক হাজার ফ্লেক্স, ফেস্টুন টাঙানো হয়েছে। বুধবার জলপাইগুড়িতে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠক রয়েছে।

ভুলে বিপদ

আলিপুরদুয়ার, ৮ সেপ্টেম্বর : উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিনেই এক বিভ্রাটের মুখে পড়ে গিয়েছিল আলিপুরদুয়ার ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুলের ছাত্র মণীশ বিশ্বাস। নিজের স্কুলেই এসে দাঁড়িয়েছিল সে। অথচ তার পরীক্ষাকেন্দ্র ছিল আলিপুরদুয়ার হাইস্কুলে। সময় তখন প্রায় সকাল ১০টা, গেটে দাঁড়িয়ে উদ্বিগ্ন মণীশ হতভম্ব। ঠিক সেই সময় তার পাশে এসে দাঁড়ালেন ডিআইবিতে কর্মরত প্রদীপ রায়। তিনি দ্রুত নিজের বাইকে চালিয়ে মণীশকে পৌঁছে দেন প্রায় ৩ কিলোমিটার দূরের কেন্দ্রটিতে। কিছুটা দেরি হলেও পরীক্ষার হলে বসতে সক্ষম হয় এই ছাত্রটি।

পৌঁছাতে দুর্ভোগ

প্রথম পাতার পর

মাদারিহাটের হান্টাপাড়া চা বাগানের অস্মিত মুন্ডা হাসিমারা হিন্দি হাইস্কুলের পড়ুয়া। ওই পরীক্ষার্থীর সিট পড়েছে মধু টিই হাইস্কুলে। সে অ্যাডমিট কার্ড আনতে ভুলে গিয়েছিল। সেখানে ছিলেন হাসিমারা পুলিশ ফাঁড়ির ওসি সঞ্জীব বর্মন। তিনি দ্রুত মাদারিহাট থানার পুলিশের সহযোগিতায় ওই পরীক্ষার্থীর অ্যাডমিট কার্ড আনিয়ে দেন।

এদিকে, খিদিরপুর রহমানিয়া হাই মাদ্রাসার একজন ছাত্র এবং একজন ছাত্রী রেজিস্ট্রেশন কার্ড আনেনি। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ওই দুজনের অভিভাবকদের সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করলে অভিভাবকরা রেজিস্ট্রেশন কার্ড পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে দেন। বীরপাড়া হাইস্কুলে গত বছর এধরনের সমস্যা হলেও এবছর হয়নি বলে জানান প্রধান শিক্ষক জয়ব্রত ভট্টাচার্য। কুমারগ্রাম বালিকা বিদ্যালয়ে প্রথম দিন ২৫১ জন পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল। পরীক্ষায় বসেছে ২৪২ জন। বাকি ৯ জনের মধ্যে এক ১ পরীক্ষার্থী পরীক্ষা শেষের ৭ মিনিট আগে উপস্থিত হয়। তখন আর তাকে পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হয়নি। বাকি ৮ জন পরীক্ষা দিতেই আসেনি। তবে নির্ধারিত সময়ের পর পরীক্ষাকেন্দ্রে এলেও ২৫ জন পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষায় বসতে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

নিজভূমে পরবাসী

প্রথম পাতার পর

গুয়াহাটি এবং দক্ষিণবঙ্গ তিন ফ্রন্টিয়ার থেকেই দিল্লিতে কাঁটাতারের উপারের ভারতীয় ভূখণ্ড নিয়ে সমস্যার বিস্তারিত রিপোর্টও জমা পড়েছে। তবে সাধারণ নাগরিকদের রেহাই মেলেনি। ক্ষুব্ধ মেখলিগঞ্জের ভোটবাড়ি সীমান্তের কৃষক সুবল রায়ের কথা, ‘হয় সরকার জিরো পয়েন্টে কাঁটাতারের বেড়া দিক, নয়তো আমাদের জমি কিনে নিক।’

কেন কাঁটাতারের উপারের ভারতীয় জমি অধিগ্রহণ করছে না সরকার? বিজেপির সাংসদ ও রাজ্য সভাপতি শমিক ভট্টাচার্যের কথা, ‘এটা অনেক বড় বিষয়। চটজলদি কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। তাছাড়া আন্তর্জাতিক কিছু বিধিও রয়েছে।’ তৃণমূল নেতা ও মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের বক্তব্য, ‘কাঁটাতারের সমস্যা মেটাতে পারে কেন্দ্রীয় সরকার। সীমান্তের মানুষদের যন্ত্রণার কথা আমরা বিভিন্নভাবে কেন্দ্রকে জানিয়েছি। ওদেরই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।’ দুই সরকারের ঠেলাঠেলিতে আদৌ সমস্যা মিটবে কি না, নিরাপত্তা পাবে কি না বেড়ার ওপারের ভারতীয়রা সেই প্রশ্নের উত্তর মেলেনি। কাঁটাতারের ওপারের বাসিন্দাদের নিয়ে দীর্ঘদিন আন্দোলন করেছেন ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা গোবিন্দ রায়। জলপাইগুড়ির প্রাক্তন বিধায়কের বক্তব্য, ‘কাঁটাতার সমস্যাকে জাতীয় সমস্যা ঘোষণা না করলে কোনও দিশা মিলবে না।’

ভয় লুপ পুলের রাস্তায়

প্রথম পাতার পর

পাহাড়ি এই পথে কয়েক হাজার গাছ কাটার পর এমন পরিস্থিতি যে হতে পারে সে সম্ভাবনার কথা আগেই জানিয়েছিলেন পরিবেশপ্রেমীরা। উত্তরবঙ্গের পরিবেশপ্রেমী সংগঠন ন্যাফ-এর মুখপাত্র অনিমেষ বসু বলেন, হিমালয়ের এই অংশ ভঙ্গুর প্রকৃতির। প্রায় ২৫ হাজার গাছ কেটে সড়ক নির্মাণের ফলে পাহাড় থিতু হতে বেশ কয়েকবছর সময় লাগবে। ততদিন পর্যন্ত মাঝেমধ্যেই ভূমিধসের মতো পরিস্থিতি দেখা দেবে।’

এনএইচআইডিসিএল-এর এক আধিকারিক জানিয়েছেন, আপাতত আড়াই হাজার বালিভর্তি ব্যাগ ব্যবহার করে সাময়িকভাবে ভূমিধস আটকানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তবে সমস্যা স্থায়ী সমাধানের চেষ্টা চলছে। সেক্ষেত্রে মাটির নীচে রাবারের প্যাড ব্যবহার করা হবে। এভাবেই সেবক-রংপো রেলপথের পিলারগুলিতে কাজ হয়েছে। এই জার্মান প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই দুটি সিঙ্কিং জোনে ভূমিধস আটকানো সম্ভব। তবে তা করার আগে এনএইচআইডিসিএল-এর তরফে বন দপ্তরের অনুমতি চাওয়া হয়েছে। অনুমতি পেলে কালীপুজোর পর সমস্যার স্থায়ী সমাধানের চেষ্টা করা হবে। ততদিন পর্যন্ত, কয়লাখনি এলাকা পেরোতে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে চালকদের।

সড়ক নির্মাণের আগে সমীক্ষায় সিঙ্কিং জোন ধরা পড়েছিল কি না, এই প্রশ্নের জবাবে এনএইচআইডিসিএল-এর ওই আধিকারিক বলেন, ‘যতদূর জানি ডিপিআর তৈরির আগে কনসালট্যান্ট এজেন্সিকে দিয়ে সার্ভে করা হয়েছিল। হতে পারে তখন সিঙ্কিং জোন ধরা না পড়লেও, পাহাড় কাটার পর তা দেখা যাচ্ছে।’

নেপালে বিক্ষোভে

প্রথম পাতার পর

এই বিদ্রোহের কারণ, সমাজমাধ্যমে নিষেধাজ্ঞা। ফেসবুক, ইউটিউব, হোয়াটসঅ্যাপ, এক্সের মতো ২৬টি সমাজমাধ্যমকে গত ৪ সেপ্টেম্বর থেকে নেপাল সরকার অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়ে ইন্টারনেটপ্রিয় তরুণ প্রজন্ম। শেষপর্যন্ত সোমবার পথে নামে তারা। যদিও শুধু সমাজমাধ্যমে নিষেধাজ্ঞা নয়, বিদ্রোহের নেপথ্যে সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির ভূরিভূরি অভিযোগও আছে।

দুর্নীতি ঠেকানোর বদলে সরকার সমাজমাধ্যম বন্ধ করে মতপ্রকাশের অধিকার কেড়ে নিল বলে আন্দোলনকারীদের বক্তব্য। বিক্ষোভকারীদের হাতে দেখা যায় ‘সামাজিক মাধ্যম নয়, দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নাও’, ‘সামাজিক মাধ্যমকে মুক্ত করো’, ‘দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুবসমাজ’ ইত্যাদি লেখা পোস্টার। নেপালের জাতীয় পতাকা হাতেই পথে নামে ছাত্রসমাজ।

ভাইরাল ভিডিও ফুটেজে কোথাও পুলিশকে জলকামান ও কাঁদানে গ্যাসের শেল ব্যবহার করতে দেখা গিয়েছে। কোথাও আবার জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে এলোপাতাড়ি গুলি ও রাবার বুলেট ছুড়েছে নিরাপত্তাবাহিনী। বিক্ষোভের আঁচ পড়ে ভারত-নেপাল সীমান্তেও। যেমন কাঁকরভিটায় তরুণরা বিক্ষোভ দেখান। তবে তাঁদের প্রতিবাদ শান্তিপূর্ণ ছিল। বিরতা মোড় এলাকাতেও প্রতিবাদ মিছিল হয়। যদিও পুলিশি হস্তক্ষেপে প্রতিবাদীরা শান্ত হন।

নেপাল পুলিশ ও সেনাবাহিনী ভারত-নেপাল সীমান্ত এলাকায় সতর্ক রয়েছে। ভারতের পানিট্যাঙ্কি সীমান্তে এসএসবি’ও নজর রাখছে। পানিট্যাঙ্কিতে কড়া নজরদারির মধ্যে দু’দেশের মধ্যে যানবাহন চলাচল করে। গাড়ির চালক রাজেন পানিট্যাঙ্কিতে যাত্রীর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি বলেন, নেপালের সিম কার্ড দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া চালানো যাচ্ছে না। অনেকে এদিকে এসে ভারতীয় সিম কার্ড ব্যবহার করছেন। তাঁর কথায়, ‘বর্তমান যুগে সোশ্যাল মিডিয়া ছাড়া কোনওকিছুই সম্ভব না।’

পানিট্যাঙ্কি ব্যবসায়ী সমিতির যুগ্ম সম্পাদক দীপক চক্রবর্তী বলেন, স্বাভাবিক দিনের মতোই ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল। নেপাল থেকে প্রচুর কাস্টমার পানিট্যাঙ্কিতে কেনাকাটা করেছেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে কোনওরকম ক্ষতি হয়নি। তবে নেপালের যা পরিস্থিতি, তাতে আগামীদিনে সমস্যা হতে পারে। নেপালের ঝাপা জেলার ভদ্রপুর এলাকায় আন্দোলন চললেও কোনও সমস্যা হয়নি।

কাঠমান্ডুতে বিক্ষোভ চলাকালীন ইউজান রাজভাণ্ডারী নামে এক ছাত্রকে বলতে শোনা যায়, ‘আমরা শুধু সমাজমাধ্যমের ওপর নিষেধাজ্ঞার বিরোধিতা করতে জড়ো হইনি। আমরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে এসেছি। দুর্নীতি এখন নেপালের রাষ্ট্র ব্যবস্থার অংশে পরিণত হয়েছে।’ ইসামা টোমরক নামে এক বিক্ষোভকারী বলেন, ‘দেশে স্বৈরশাসন চলছে। আমরা এর পরিবর্তন চাই। আমরা চুপ করে থাকলে এই ব্যবস্থা আমাদের গোটা প্রজন্মকে গিলে খাবে।’

নেপালের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক অবশ্য জানিয়েছে, নথিভুক্তিকরণের জন্য সমাজমাধ্যমগুলিকে ৭ দিন সময় দেওয়া হয়েছিল। যারা সেই সময়সীমা মানেনি, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তথ্য ও প্রযুক্তিমন্ত্রী পৃথ্বী সুব্বা গুরুং জানান, টিকটক, ভাইবার, উইটক এবং নিমবাজ ইতিমধ্যে নথিভুক্ত হয়েছে। টেলিগ্রাম ও গ্লোবাল ডায়েরি নামে ২টি মাধ্যমকে নথিভুক্ত করার প্রক্রিয়া চলছে। তবে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, এক্স, ইউটিউব, হোয়াটসঅ্যাপ, লিংকডইন, রেডিটের মতো সমাজমাধ্যমগুলি এখনও নথিভুক্তির পদক্ষেপ করেনি।

জাল অ্যাকাউন্ট খুলে ভুয়ো প্রচার বন্ধ করতে সরকার সমাজমাধ্যমগুলিকে আইনের আওতায় আনতে চাইছে বলে মন্ত্রীর দাবি। বিক্ষোভকারীদের পালটা দাবি, মন্ত্রী-আমলাদের দুর্নীতিকে আড়াল করতেই এই বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে।

(তথ্য সহায়তাঃ কার্তিক দাস, মহম্মদ হাসিম ও শক্তিপ্রসাদ জোয়ারদার)

রাস্তার খেউড়কেও লজ্জা দেবে বিধানসভা

প্রথম পাতার পর

বাইরে বেরিয়ে পোস্টার হাতে বসে পড়বেন। চতুর্দিক থেকে টিভির ক্যামেরায় লাইভ ছবি উঠবে। তা নিয়ে টিভির সান্ধ্য আড্ডায় জোর তক্কাতক্কি হবে।

ভিতরে যে কী হল, কে কী বললেন, তার খোঁজ নেয় কে? শুধু খবর হবে কোন কোন বিধায়ক চোট পেয়ে নার্সিংহোমে গিয়েছেন। প্রচারের আরেক কৌশল হয় ওয়াক-আউট নাহয় অধিবেশন ভন্ডুল করে দাও। শান্ত সভায় বিতর্ক? নৈব নৈব চ! দিনের পর দিন বিধানসভাটা মেছোহাটকেও হার মানাচ্ছে। সমস্ত রকম শালীনতা, ভদ্রতার সীমানা অতিক্রম করে যাচ্ছেন আমাদের মাননীয় জনপ্রতিনিধিরা।

লাইনে ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে ভোট দিয়ে আমরা পাঁচ বছরের জন্য যাঁদের আইনসভায় পাঠাচ্ছি, উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য তাঁরা কতটা লজ্জিত জানি না। কিন্তু লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায় আমাদের। বিধানসভায় এইসব কাণ্ড ঘটিয়ে তাঁরা হিরো হয়ে যান। প্রচারে থাকতে হলে কত কী যে করতে হয়। একবার চাদরের তলায় টেপরেকর্ডার নিয়ে ঢুকে এক বিধায়ক ‘চোলিকে কে পিছে’ গান বাজিয়েছিলেন। এক মহিলা বিধায়ক নকল পিস্তল নিয়ে সভায় ঢুকেছিলেন। স্পিকারের সামনে রাখা গদা তুলে পালিয়ে গিয়েছিলেন এক মাননীয়। কত বলব? এই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে।

অথচ এবারের আলোচনার বিষয়টা হেলাফেলার ছিল না। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বাংলায় কথা বলার জন্য বাঙালিদের চরম হেনস্তা, বাংলাদেশে পুশব্যাক করার মতো যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল সেটা। গুরুত্বপূর্ণ বলেই না বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়েছিল। তা শেষমেশ হলটা কী? সেসব নিয়ে আলোচনা, তর্কবিতর্ক দূরস্থান, দুই পক্ষের প্রবল চিৎকারে জয় হল গোলমালের।

আমরা দেখতে চেয়েছিলাম, সরকারপক্ষের যুক্তির জবাবে বিরোধীরা কী কী বলেন। কার যুক্তির ওজন বেশি। কোনও সন্দেহ নেই যে, এবারের ভোটে এটাই বড় ইস্যু হতে চলেছে। ফলে সবার মনোযোগ ছিল সেদিকে। কিন্তু কোথায় কী! আমরা দেখলাম, একে অন্যকে চোর বলে গলা ফাটাচ্ছেন। এ বলে চাকরি চোর তো ওদিক থেকে পালটা আসছে ভোট চোর। যেন কে কত বড় চোর, ধ্বনিভোটে বিধানসভায় তার হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে। কারও গলার জোর তো কম নয়।

আগের দিনই সাসপেন্ড হয়ে ময়দানের বাইরে চলে গিয়েছিলেন বিরোধী নেতা। বোধহয় তারই পালটা মুখ্যমন্ত্রীকে মুখ খুলতে দেবেন না পণ করে আসরে নেমেছিল পদ্ম শিবির। তাই কোনও কারণ ছাড়াই প্রবল চিৎকার শুরু হয়েছিল। কে কেন চ্যাঁচাচ্ছেন, কেউ জানে না। শুধু গলার জোরে কে কাকে হারাতে পারেন, তার দমতোড় কম্পিটিশন যেন।

আসরে নেমে মুখ্যমন্ত্রীও গলা সপ্তমে তুলে বলতে শুরু করলেন, মোদি চোর, অমিত শা চোর, বিজেপি চোর। সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জয় বাংলা স্লোগান। তিনি নিজেও দলের বিধায়কদের স্লোগান দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই হট্টমেলার মধ্যে স্পিকার এক এক করে বিরোধী এমএলএদের বের করে দিলেন। ধস্তাধস্তিতে আহত কয়েকজন। তাঁদের নিয়ে যাওয়া হল নার্সিংহোমে। রাজ্যবাসী এসবই দেখলেন টিভিতে।

কী নিয়ে বিশেষ অধিবেশন চুলোয় যাক। খবর হল, টিভি’র স্টুডিওতে তর্ক হল। চোর বনাম চোর নিয়ে। কোথায় কত পরিযায়ী হেনস্তা হয়েছেন, তাঁদের কী অবস্থা, বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছে কতজনকে, ভিনরাজ্যের জেলে আটক ক’জন ইত্যাদি নিয়ে কেউ উচ্চবাচ্য করলেন না। শুধু শাসক শিবির থেকে বলা হল, বিজেপি বাংলাকে, বাংলা ভাষাকে শেষ করে দিতে চায়।

যে কথা বাইরে হাটেবাজারে আমরা অহরহ শুনছি, তা বলার জন্য ঘটা করে অধিবেশন ডাকতে হল কেন, খোদায় মালুম। যদি বিধানসভার রেকর্ডে রাখার জন্য এই অধিবেশন হয়, তবে সন্দেহ নেই সেই রেকর্ডে সিরিয়াস কিছু থাকবে না। বিরোধী নেতা বুক বাজিয়ে বলেছেন, দলের বিধায়কদের পারফরমেন্স দেখে তিনি খুশি। তিনি জনে জনে তাঁদের পিঠ চাপড়ে দিয়েছেন।

আসলে এটাই এখনকার রেওয়াজ। সংসদেও দেখবেন এক ছবি। কতদিন কাজ হয় সেখানে? সংসদের গত অধিবেশনে ২১ দিন অধিবেশন চললেও তার দুই-তৃতীয়াংশ সময় নষ্ট হয়েছে। সবথেকে বড় বলি হয়েছে প্রশ্নোত্তর পর্ব। যেখানে সাংসদদের প্রশ্নের উত্তর দেন মন্ত্রীরা। প্রশ্নোত্তর পর্বের ২৩ শতাংশ কাজ হয়েছে লোকসভায়, রাজ্যসভায় ৬ শতাংশ। কোনও আলোচনা ছাড়াই পাশ হয়ে গিয়েছে বহু বিল।

আসুন, এইসব মাননীয়দের কাজকর্মে আমাদের গুনাগার কত, তার হিসেব কষি। বারবার সংসদের অধিবেশন মুলতুবিতে দুই কক্ষ মিলিয়ে গচ্চা গিয়েছে প্রতি মিনিটে আড়াই লাখ টাকা। ঠিকই পড়ছেন, আড়াই লাখ!

এটা কিন্তু দশ বছর আগেকার হিসেব অনুযায়ী। নিয়মমতো ১ ঘণ্টার বিরতি বাদ দিয়ে দিনে ৬ ঘণ্টা সংসদ চলার কথা। সংসদের এই অধিবেশনে নিয়মমাফিক তিনদিনে ১৮ ঘণ্টা কাজ হওয়ার কথা। একটি হিসেবে দেখা যাচ্ছে, তিনদিনে রাজ্যসভায় কাজ হয়েছে ৪ ঘণ্টা ৪০ মিনিট, লোকসভায় ৫৪ মিনিট। তার মানে তিনদিনের গোলমালে করদাতাদের রাজ্যসভার জন্য ১০ কোটি ২০ লাখ আর লোকসভার জন্য ১২ কোটি ৮৩ লাখ টাকা জলে গিয়েছে।

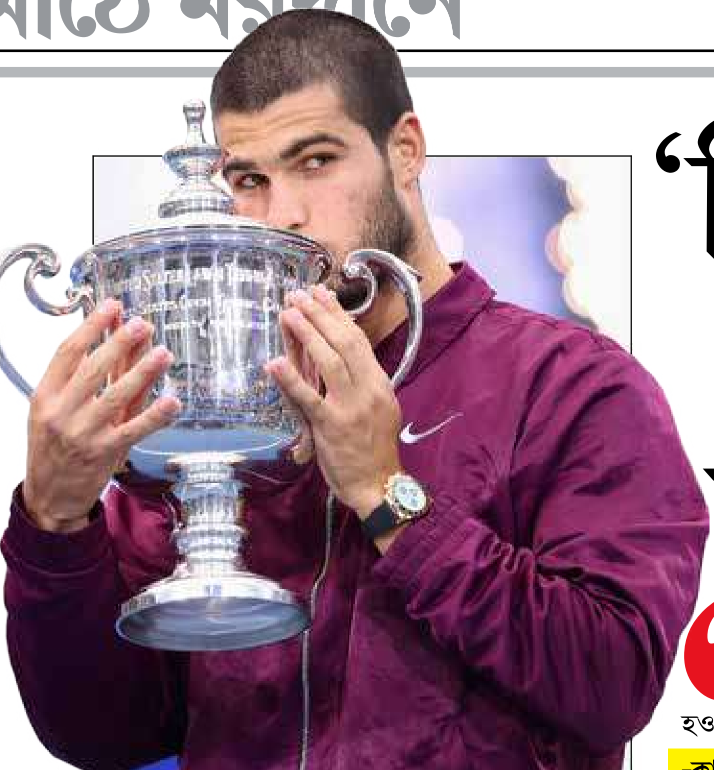

‘সিনকারাজে’ বাজিমাত আলকারাজের

“মরশুমের শুরু থেকে এক নম্বর জায়গা ফিরে পাওয়া লক্ষ্য ছিল। আজ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সঙ্গে সেই ইচ্ছা পূরণ হল।”
-কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া

৬৫ সপ্তাহ পর ফের শীর্ষে স্প্যানিশ তারকা

নিউ ইয়র্ক, ৮ সেপ্টেম্বর : ‘সিনকারাজ।’ পাঁচ অক্ষরের এই শব্দটাই বর্তমান টেনিস সমাজে বিনোদনের খোরাক জোগাচ্ছে। রবিবার ইউএস ওপেনেও যার অন্যথা হল না।

ফ্ল্যাশিং মেডোয় জানিক সিনার বনাম কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়ার ব্লকব্লাস্টার ফাইনাল দেখতে আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামের ২৪ হাজার গ্যালারির একটা আসনও ফাঁকা ছিল না। ভারতে তখন মধ্যরাত হলেও বর্তমান টেনিসের দুই পোস্টার বয়ের লড়াই দেখতে নিশ্চিতভাবে অনেকেই টিভির পর্দায় চোখ রেখেছিলেন। মনমাতানো টেনিসে ‘সিনকারাজ’ হতাশ করেননি। কিন্তু দিনের শেষে একজনকে পরাজিতের দলে নাম লেখাতেই হত। ফলে ২ ঘণ্টা ৪২ মিনিটের লড়াই শেষে সিনারকে হারিয়ে দ্বিতীয়বার ইউএস ওপেন চ্যাম্পিয়ন হলেন ২২ বছরের আলকারাজ। কেরিয়ারের ষষ্ঠ গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের পথে স্প্যানিশ তারকার পক্ষে স্কোরলাইন ৬-২, ৩-৬, ৬-১, ৬-৪।

নিরাপত্তাজনিত কারণে ৫০ মিনিট পিছিয়ে ম্যাচ স্থানীয় সময় দুপুর ২টা ৫০-এ শুরু হয়। মুখোমুখি সাক্ষাৎকারে ৯-৫ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে এদিন নেমেছিলেন আলকারাজ। টেনিসের মজা হল, সেটের শুরুতে ব্রেক পয়েন্ট পেয়ে গেলে রাস্তা সহজ হয়ে যায়। প্রথম সেটে সিনারের সার্ভিস আলকারাজ দুইবার ভাঙলেন। ফলে ৬-২ গেমে সেট জিততে সমস্যা হয়নি স্প্যানিয়ার্ডের।

চলতি বছরে চারটি গ্র্যান্ড স্ল্যামেরই ফাইনালে উঠেছেন সিনার। তাই তিনি সহজে ম্যাচ ছেড়ে দেবেন তা তো হতে পারে না। দ্বিতীয় সেটে সিনারের দ্বিতীয় সার্ভিস হঠাৎই বিষাক্ত হয়ে উঠল। সঙ্গে ছিল অবিশ্বাস্য সব রিটার্ন। ফলে আলকারাজও ভুল করতে শুরু করলেন। আস্তিনের সেরা তাস ড্রপ শটও ক্লিক করল না। ১৪টি আনফোর্সড এরর করে সিনারকে কার্যত সেট উপহার দিলেন। তৃতীয় সেট থেকে সার্ভিসের গতি বাড়িয়ে দেওয়া আলকারাজের মোক্ষম চাল। ১১৫-১১৬ মাইলের বদলে প্রথম সার্ভিসকে নিয়ে গেলে ১৩০ মাইল প্রতি ঘণ্টার উপরে। সিনারের কাছে যার জবাব ছিল। চতুর্থ সেটে ‘বুলেট’ সার্ভিস সিনারের নাগালের বাইরে যেতেই চ্যাম্পিয়ন হয়ে যান আলকারাজ।

প্লেয়ার্স বক্সে ততক্ষণে আলকারাজের কোচ হুয়ান ফেরেরো ও সহযোগীরা উৎসবে মেতেছেন। লকাররুমেও চলল শ্যাম্পেন বৃষ্টি। কারণ শুধু চ্যাম্পিয়ন হওয়াই নয়, ৬৫ সপ্তাহ পর সিনারকে টপকে ফের বিশ্বের এক নম্বর হতে চলেছেন আলকারাজ। তাই তিনি বলেছেন, ‘মরশুমের শুরু থেকে এক নম্বর জায়গা ফিরে পাওয়া লক্ষ্য ছিল। আজ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সঙ্গে সেই ইচ্ছা পূরণ হল। এক নম্বর হওয়া আমার কাছে নতুন কিছু নয়। কিন্তু অনুভূতিটা আলাদাই হয়। এই গ্র্যান্ড স্ল্যামও আমার কাছে খুব স্পেশাল। এবার লক্ষ্য কেরিয়ার স্ল্যাম, ক্যালেন্ডার স্ল্যাম।’

গত দুই বছরে সবক’টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম খেতাব নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিলেন সিনার ও আলকারাজ। তাই আলকারাজ বলেছেন, ‘নিজের পরিবারের থেকে তোমার সঙ্গে এখন আমার বেশি দেখা হয়।’ সিনারও প্রতিপক্ষকে প্রশংসায় ভরিয়ে বলেছেন, ‘আলকারাজ আগের চেয়ে অনেক উন্নত প্লেয়ার। আজ ওকে প্রকৃত অর্থে গ্র্যান্ড স্ল্যাম মোডে দেখতে পেলাম।’

৬ নম্বর গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের পর ট্রফিতে চুমু কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়ার (বাঁয়ে, উপরে)। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য আলকারাজকে অভিনন্দন জানিক সিনারের।

নীরজের নজির ভাঙলেন শিবম

বেঙ্গালুরু, ৮ সেপ্টেম্বর : ইতিহাস গড়লেন মহারাষ্ট্রের তরুণ জ্যাভলিন থ্রোয়ার শিবম লোহাকার। বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত ৭৪তম ইন্টার সার্ভিসেস অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে ৮৪.৩১ মিটার ছুড়ে ভাঙলেন নীরজ চোপড়ার নজির। ২০১৮ সালে এই ইন্টার সার্ভিসেস মিটে ৮৩.৮০ মিটার ছুড়েছিলেন অলিম্পিকে জোড়া পদকের মালিক নীরজ। তাঁকে টপকে গেলেন ২০ বছরের শিবম। এটা ব্যক্তিগতভাবেও

তাঁর সেরা পারফরমেন্স। যদিও ইন্টার সার্ভিসেস অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স সংস্থা কর্তৃক অনুমোদিত নয়, ফলে সরকারি রেকর্ড হিসেবে গণ্য হবে না। তবে নিজের উত্তরসূরির এমন পারফরমেন্স দেখে উচ্ছ্বসিত নীরজও। তিনি সমাজমাধ্যমে তরুণ জ্যাভলারকে শুভেচ্ছা জানিয়ে লিখেছেন, ‘অভিনন্দন শিবম, খুব ভালো। এভাবেই এগিয়ে চলো।’

এটাই প্রথম নয়, এই নিয়ে টানা চারটি প্রতিযোগিতায় ৮০ মিটারের বেশি জ্যাভলিন ছুড়লেন শিবম। ভারতীয় জ্যাভলিনে এতদিন একাই রাজত্ব করেছেন নীরজ। তবে শিবমের এই পারফরমেন্স ভারতের অ্যাথলেটিক্সে এক নতুন সম্ভাবনার বার্তা দিল।

মেরিনোর হ্যাটট্রিক, পার্সিকে টেক্কা ডিপের

কোলন, কোনয়া ও ব্রাসেলস, ৮ সেপ্টেম্বর : বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন ম্যাচে জার্মানি ৩-১ গোলে হারিয়েছে উত্তর আয়ারল্যান্ডকে। নেদারল্যান্ডস ৩-২ গোলে জয় পেয়েছে লিথুয়ানিয়ার বিরুদ্ধে। অন্যদিকে, বেলজিয়াম ৬-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে কাজাখস্তানকে। সমান ব্যবধানের স্পেন জিতেছে তুরস্কের বিপক্ষে।

টানা ৩টি হারের পর অবশেষে স্বস্তি পেলেন জার্মানি কোচ জুলিয়ান নাগেলসম্যান। দর্শনীয় চিপে ৭ মিনিটে জার্মানদের এগিয়ে দেন সার্জ গ্যানাব্রি। প্রথমার্ধে ৭৮ শতাংশ পজেশন নিয়েও গোলসংখ্যা বাড়াতে পারেনি জার্মানি। উলটে আয়ারল্যান্ডের

বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে

জার্মানি **৩-১** উত্তর আয়ারল্যান্ড
লিথুয়ানিয়া **২-৩** নেদারল্যান্ডস
তুরস্ক **০-৬** স্পেন
বেলজিয়াম **৬-০** কাজাখস্তান

ইসাক প্রাইজ ৩৪ মিনিটে সমতা ফেরান। একসময় জার্মান সমর্থকদের টিটকিরিও শুনতে হয় ফ্লোরিয়ান রিৎজদের। দ্বিতীয়ার্ধের ৬৯ মিনিটে ২-১ করে জার্মানির নাদিয়েম আমিরি। ৩ মিনিট পর নিখুঁত ফ্রি কিকে জয় নিশ্চিত করে লিভারপুল তারকা রিৎজ। জয়ের পর রিৎজের মন্তব্য, ‘শেষ তিন ম্যাচে বিপর্যয় ঘটেছিল বলা যায়। তাই আমরা একটা পরিবর্তন চেয়েছিলাম। আজকে যথেষ্ট ভালো খেলেছি আমরা।’

অন্যদিকে, মেম্পিস ডিপে ও কুইন্টেন টিম্বার ২-০ গোলে এগিয়ে দিয়েছিলেন ডাচদের। প্রথমার্ধেই ২ গোল শোধ করে লিথুয়ানিয়া। এরপর ৬৩ মিনিটে জয়সূচক গোলটি করেন ডিপে। একইসঙ্গে দেশের ইতিহাসে সর্বাধিক (৫২) গোল হয়ে গেল তাঁর। ডিপে পিছনে ফেললেন কিংবদন্তি রবিন ভ্যান পার্সিকে (৫০)।

স্পেনের বড় জয়ে কেরিয়ারের প্রথম হ্যাটট্রিক পেয়েছেন মিডফিল্ডার মিকেল মেরিনো। পেড্রি জোড়া গোল করেন। অন্য গোলটি ফেরান টোরেসের। হ্যাটট্রিক হিরো মেরিনোর মন্তব্য, ‘তিন গোল করা আমার জন্য স্বাভাবিক নয়। যে দাপটের সঙ্গে আমরা খেলেছি, তাতে আমি খুশি।’

অন্যদিকে, বেলজিয়ামের কেভিন ডি ব্রুয়েন ও জেরেমি ডোকু জোড়া গোল করেন। তাদের অন্য দুই গোলস্কোরার নিকোলাস রাসকিন ও টমাস মুনিয়ের।

রিৎজের বিস্ময় ফ্রি কিক

কার্লোস আলকারাজ ও জানিক সিনারের খেলার তারিফে ডোনাল্ড ট্রাম্প।

আর্থার অ্যাশে টিটকিরি ট্রাম্পকে

নিউ ইয়র্ক, ৮ সেপ্টেম্বর : ২০০০ সালে ইউএস ওপেনের ফাইনাল দেখতে গিয়েছিলেন বিল ক্লিন্টন। ২৫ বছর পর আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনও প্রেসিডেন্টের পা পড়ল। কিন্তু রবিবার পুরুষদের সিঙ্গলসে কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া-জানিক সিনারের ফাইনাল ম্যাচ শুরুর আগেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়ে যায়। ট্রাম্পকে দর্শকদের টিটকিরিও শুনতে হয়।

ট্রাম্প আসবেন বলেই রবিবার নিরাপত্তাজনিত কারণে দর্শকদের চিরুনি তল্লাশি করে স্টেডিয়ামে ঢোকানো হয়। যার ফলে ম্যাচ শুরু হয় প্রায় ৫০ মিনিট দেরিতে। তাতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন দর্শকরা। ম্যাচ দেরিতে শুরু হওয়ার পুরো দায় তাঁরা ট্রাম্পের উপর চাপিয়ে দেন। ম্যাচ দেখতে আসা কেভিন নামের এক টেনিসপ্রেমী বলেছেন, ‘ট্রাম্পই একশো শতাংশ দায়ী। অত্যন্ত স্বার্থপর। ওঁর জানা উচিত, যে শহরে তাঁকে ঘৃণা করা হয়, সেখানে এমন একটা ম্যাচ ওঁর জন্য দেরিতে শুরু হওয়া ঠিক নয়।’ ম্যাচের মাঝে জায়েন্ট স্ক্রিনে বেশ কয়েকবার ট্রাম্পকে দেখানো হয়। প্রতিবারই প্রেসিডেন্টের উদ্দেশ্যে টিটকিরি ধেয়ে আসে দর্শকদের দিক থেকে।

মার্কিন প্রেসিডেন্টের জন্যই দেরিতে শুরু ম্যাচ

শুধু টেনিস ভক্তরাই নন, ইউএস সিক্রেট সার্ভিসের এক মুখপাত্রও স্বীকার করে নিয়েছেন, ট্রাম্পের জন্যই দেরি হয়েছে। তিনি বলেছেন, ‘আমরা স্বীকার করছি, প্রেসিডেন্টের জন্য বাড়তি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। সেই কারণেই দর্শকদের স্টেডিয়ামে ঢুকতে দেরি হয়েছে।’

হংকংয়ের জার্সিতে আজ আফগান দ্বৈরথ

ভারতের হয়ে খেলার স্বপ্ন দেখতেন অংশুমান

আবু ধাবি, ৮ সেপ্টেম্বর : মাঝে আর কয়েক ঘণ্টা। আবু ধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে সপ্তদশ এশিয়া কাপের উদ্বোধন। আগামী বছর টি২০ বিশ্বকাপ। তারই প্রাক প্রস্তুতি হিসেবে এবারের এশীয় যুদ্ধ টি২০ ফরম্যাটে। তবে বিশ্বকাপের ড্রেস রিহার্সাল বলা হলেও বৃহত্তম মহাদেশের ক্রিকেটে সেরার শিরোপার গুরুত্ব কম নয়।

পাঁচটি টেস্ট খেলিয়ে আইসিসি-র পূর্ণাঙ্গ সদস্যের সঙ্গে লড়াইয়ে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, ওমান ও হংকং। যার শুভসূচনা মঙ্গলবার আফগানিস্তান-হংকং ম্যাচ দিয়ে। ধারেভারে, ক্রিকেট ঐতিহ্যে হট ফেভারিট রশিদ খানের আফগানিস্তান। শুধু কালকের ম্যাচেই নয়, প্রতিযোগিতার অন্যতম দাবিদারও ধরা হচ্ছে টিম আফগানকে। পাশে আক্ষরিক অর্থে লিলিপুট হংকং। যারা কিনা চার-চারবার এশীয় যুদ্ধে অংশ নিলেও এখনও কোনও ম্যাচ জেতার স্বাদ পায়নি।

এশিয়া কাপে আজ
আফগানিস্তান বনাম হংকং
সময় : রাত ৮টা
স্থান : আবু ধাবি
সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্ক ও সোনি লিভ অ্যাপ

আগামীকাল ভাগ্যের যে চাকা ঘোরাতে মরিয়া হংকং। লক্ষ্যপূরণে হংকংয়ের অন্যতম ভরসা এক ‘ভারতীয়’ অংশুমান রথ। যার গল্পটাও কম আকর্ষণীয় নয়। জন্ম ওড়িশার ভুবনেশ্বরে। বেড়ে ওঠা হংকংয়ে। স্বপ্ন দেখতেন ভারতের জার্সি গায়ে চাপানোর। ২০২২-’২৩ মরশুমেও ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটে নিয়মিত খেলেছেন। কিন্তু স্বপ্ন পূরণ হয়নি। আগামীকাল নামবেন হংকং ক্রিকেটকে নতুন দিশা দেখাতে।

গত নয়ের দশকে কর্মসূত্রে পরিবার নিয়ে বাবা ওড়িশা থেকে পাড়ি দেন হংকংয়ে। সেখানে বেড়ে ওঠা, ক্রিকেট প্রেমে পড়া। বিশ্ব ক্রিকেট ইতিহাসে পঞ্চম কনিষ্ঠতম অধিনায়ক হিসেবে মাত্র ২০ বছরেই হংকং দলের দায়িত্ব। ব্যাটে-বলে অলরাউন্ড দক্ষতায় দলের মূল পিলারও হয়ে ওঠেন অংশুমান।

যদিও হংকংয়ে মন ঠিকছিল না। ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ডে ক্রিকেট কেরিয়ার গড়তে চেষ্টা চালান। ২০১৮ সালে তিন বছরের ওয়ার্ক পারমিট ভিসা নিয়ে নিউজিল্যান্ডের ক্যান্টারবেরির হয়ে খেলার জন্য চুক্তিবদ্ধ হন। যদিও প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। নতুন লক্ষ্যে ক্রাইস্টচার্চ ছেড়ে ভারতে পাড়ি।

জন্মসূত্রে পাওয়া ভারতীয় পাসপোর্ট কাজে লাগান। প্রথমে বিদর্ভকে বেছে নেন। ক্লাব ক্রিকেটে জিতেশ শর্মা, ফইজ ফয়জল, হর্ষ দুবে, অথর্ব তাইডেদের সঙ্গে চুটিয়ে খেলেছেন। বিদর্ভের পরিবেশে মানিয়ে নিলেও রনজি দলের দরজা খোলেনি। শেষপর্যন্ত জন্মভূমি ওড়িশা রনজি ট্রফি দলে ডাক।

বছর তিনেক খেললেও ওড়িশা ক্রিকেটের আবহ, দলের পরিবেশ, সতীর্থদের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সমস্যা হচ্ছিল। নিটফল, ভারতের হয়ে খেলার ইচ্ছে ত্যাগ করে হংকংয়ে ফেরা।

পঞ্চম কনিষ্ঠতম ২০ বছরেই হংকংয়ের অধিনায়ক হয়েছেন অংশুমান রথ।

হংকংয়ের রাস্তায় কাঁটা হতে তৈরি আফগানিস্তানের রশিদ খান।

তবে এখনও তাড়া করে ভারতের হয়ে খেলার স্বপ্নভঙ্গ, ওড়িশার হয়ে খেলার হতাশাজনক অভিজ্ঞতা।

আফগান ম্যাচের প্রস্তুতির ফাঁকে অংশুমান বলছিলেন, ‘ওড়িশা দলের পরিবেশের সঙ্গে চেষ্টা করেও মানিয়ে নিতে পারিনি। খেলা ছেড়েই দেব ঠিক করি। ২০২২-’২৩ মরশুমে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি খেলার সময় চোট পাই। কোচ ছিলেন ওয়াসিম জাফর। ওঁর কথায় মুম্বইয়ে স্ক্যান করাতে যাই। কিন্তু আমি নিজেই চাইছিলাম না খেলতে। নিজেই চোটের জায়গায় আঘাত করছিলাম, যাতে তা বেড়ে যায়!’

হংকংয়ে ফিরে ঠিক করেন আর কখনও ক্রিকেট ব্যাট স্পর্শ করবেন না। কর্পোরেট দুনিয়ায় নতুন কর্মজীবন শুরু করবেন। কিন্তু ফের ভাগ্যের খেল। হংকং ক্রিকেটের অন্যতম শীর্ষ আধিকারিক মার্ক ফার্মারের ডাকে না বলতে পারেননি।

অংশুমানের কথায়, রাগ-অভিমান যাই থাকুক না কেন, ক্রিকেটই তার ভালোবাসার জায়গা। পুরোনো সতীর্থদের সঙ্গে ফের হাসিঠাট্টা, ক্রিকেটকে উপভোগ করা। এশীয় যুদ্ধে সবকিছুর প্রতিদান হংকংকে ফিরিয়ে দিতে চান বছর সাতাশের ‘ভারতীয়’ অলরাউন্ডার অংশুমান রথ।

গড়াপেটা : কপিলকে খোঁচা যোগরাজের

চণ্ডীগড়, ৮ সেপ্টেম্বর : কপিল দেবের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ নতুন নয়।

একাধিকবার তাঁর আন্তর্জাতিক কেরিয়ার শেষ করে দেওয়ার জন্য কপিলকে কাঠগড়ায় তুলেছেন। দাবি করেছেন, বন্ধু হয়েও পিছন থেকে ছুড়ি মেরেছেন ভারতের সর্বকালের সেরা অলরাউন্ডার। এদিন ফের কপিলের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানালেন যোগরাজ সিং।

উসকে দিলেন কপিলকে ঘিরে বিতর্কিত ম্যাচ গড়াপেটার পুরোনো ঘটনাকে। প্রশ্ন স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে প্রশ্ন, কেন কপিলের গড়াপেটার কেস বন্ধ করা হয়েছে। ছাড় দেওয়া হয়েছে মহম্মদ আজহারউদ্দিনকেও। ১৯৯৭ সালের গড়াপেটার ঘটনায় ক্রিকেট বিশ্বে তোলপাড় পড়ে যায়। মনোজ প্রভাকর, মহম্মদ আজহারউদ্দিন, অজয় জাদেজা নির্বাসিত হলেও ছাড় পেয়ে যান কপিল।

দাবি দলকে নষ্ট করেছিল ধোনি-বেদিরা

যুবরাজ সিংয়ের বাবা যোগরাজ সেই বন্ধ কেস নিয়েই এদিন বিতর্ক নতুন করে উসকে দিয়েছেন। ভারতীয় টেস্ট দলের প্রাক্তন পেসার বলেছেন, ‘সাংবাদিকদের জিজ্ঞাসা করুন, ম্যাচ গড়াপেটার ফাইল কোথায় গেল। কেন সুপ্রিম কোর্ট কেস বন্ধ করে দিল। কে, কারা ম্যাচ গড়াপেটার সঙ্গে যুক্ত ছিল? প্রথমে কপিলের নাম জড়ায়। তারপর আজহারউদ্দিন এবং আরও অনেক ক্রিকেটারের। কিন্তু সেই ফাইল বন্ধ করে দেওয়া হয়। কেন নতুন করে খেলা হচ্ছে না? কারণ, অনেক কিংবদন্তির নাম জড়িয়ে যাবে।’

সতীর্থদের ক্রিকেটারদের পিঠে ছুড়ি মারার জন্য একযোগে কপিলের পাশাপাশি মহেন্দ্র সিং ধোনি, বিষেণ সিং বেদীর বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন যোগরাজ সিং। অভিযোগ, ‘বেদির সম্পর্কে বলতে চাই। একইসঙ্গে কপিল ও ধোনি। দলের সতীর্থদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে ওরা। প্রকাশ্যেই জোর দিয়ে বলছিল, আমাদের দলকে নষ্ট করেছে অধিনায়করাই। শুধু ইরফান পাঠান নয়, গৌতম গম্ভীর, বীরেন্দ্র শেহবাগও ধোনির বিরুদ্ধে মুখ খুলেছে। হরভজন সিং বলেছে, কীভাবে ওকে মাছির মতো এক টোকায় দল থেকে ছেঁটে ফেলা হয়েছে। এত অভিযোগ, তারপরও ধোনির মুখে কোনও কথা নয়। আসলে বলার কিছু নেই। অপরাধবোধ থেকেই মুখ খোলে না।’

ছোটবেলার স্মৃতি উসকে গাছতলায় বসে চুল কাটালেন ঋষভ পন্থ। নিজের ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করলেন এই ছবি।

সূর্যদের কপালে দুঃখ আছে, হুংকার সলমনের

আবু ধাবি, ৮ সেপ্টেম্বর : বুধবার এশিয়া কাপ অভিযান শুরু করবে ভারত।

প্রতিপক্ষ সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। অবশ্য গ্রুপ লিগে সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন টিম ইন্ডিয়ার মূল চ্যালেঞ্জ ১৪ সেপ্টেম্বর। বাইশ গজে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের টক্কর। মহারণের আগে ঘরে-বাইরে পারদ চড়ছে। পহলগাম জঙ্গিহানা, অপারেশন সিঁদুরের ঘটনার প্রেক্ষিতে ম্যাচ ঘিরে উত্তাপ রীতিমতো ঊর্ধ্বমুখী।

একই মাঠে দুই দল প্র্যাকটিস সারলেও ক্রিকেটারদের মধ্যে অদৃশ্য প্রাচীর। এমন গুরুগম্ভীর আবহের মধ্যে ১৪ সেপ্টেম্বর মহারণের আগে ভারতীয় দলকে হুঁশিয়ারি পাকিস্তানের অধিনায়ক সলমন আলি আঘার। দাবি করছেন, ভারতের কপালে নাকি দুঃখ আছে!

রবিবার ফাইনালে আফগানিস্তানকে হারিয়ে এশিয়া কাপের আগে প্রস্তুতি ত্রিদেশীয় সিরিজে জিতেছে পাকিস্তান। ম্যাচে মহম্মদ নওয়াজ হ্যাটট্রিক করেন। ৭৫ রানের বিরাট জয়ের উচ্ছ্বাস নিয়ে সলমন পরবর্তী লক্ষ্য ঠিক করে নিয়েছেন। জানিয়েছেন, এশীয় যুদ্ধের জন্য তারা প্রস্তুত। পাখির চোখ ভারত-বধ।

ভারতকে স্পিন জুজু দেখিয়ে সলমন বলেছেন, ‘পরিস্থিতি বুঝে আমরা দুজন স্পিনার খেলাব। সিদ্ধান্ত নির্ভর করবে প্রতিপক্ষ, পিচ, আবহাওয়ার ওপর। আমি নিশ্চিত, আমাদের স্পিনারদের সামলানো সহজ হবে না ভারতীয় ব্যাটারদের পক্ষে। সমস্যায় পড়বে। ওদের কপালে এবার কিন্তু দুঃখ আছে।’

‘আমাদের স্পিনারদের সামলাতে সমস্যায় পড়বে’

পাক অধিনায়কের আরও দাবি, মহাদেশীয় টুর্নামেন্টের জন্য তারা পুরোদস্তুর প্রস্তুত। এবার অপেক্ষা মাঠে নামার। ওমান ম্যাচ দিয়ে অভিযান শুরুর পর হাইভোল্টেজ ভারত-যুদ্ধ। তার আগে সলমান দলকে নিয়ে আত্মবিশ্বাসী গলায় বলেছেন, ‘আমরা প্রস্তুত। দলের খেলোয়াড়রা সবাই ভালো ফর্মে রয়েছে। মহম্মদ নওয়াজ দলে ফেরার পর খুব ভালো ফর্মে রয়েছে। ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং- তিন বিভাগেই সাফল্য পাচ্ছে। আমার দৃঢ়বিশ্বাস এশিয়া কাপেও এভাবেই দায়িত্ব সামলাবে।’

দুবাই ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামের বাইশ গজ নিয়েও বড়সড়ো পূর্বাভাস পাকিস্তান অধিনায়কের। দাবি, খুব বেশি রান হবে না। লো স্কোরিং ম্যাচের সম্ভাবনা বেশি। ১৪০ রানও দুবাইয়ের বাইশ গজে ভালো স্কোর হবে। সাফল্যের চাবিকাঠি মূলত থাকবে বোলারদের হাতে। যারা ভালো বল করবে, তারাই টেক্কা দেবে বাকিদের। আর বোলিং ফ্রেন্ডলি যে পিচে নিজের বোলিং বিভাগের ওপর পূর্ণ আস্থা রাখছেন। সলমানের দাবি, দলের বোলাররা দারুণ ছন্দে রয়েছে। তিনি আত্মবিশ্বাসী।

ওমানকে হারিয়ে তৃতীয় ভারত

টাইব্রেকারে নায়ক গুরপ্রীত

ভারত-১ (উদান্তা)
ওমান-১ (আল ইয়াহামদি)

টাইব্রেকারে ভারত ৩-২ ফলে জয়ী

তোর মধ্যে যে দক্ষতা আছে, তা জানানো দরকার! যদি তোর মধ্যে প্রাণ থাকে, তাহলে প্রাণের স্পন্দন দেখানো দরকার! -গুরপ্রীত সিং সান্ধু

শেষ শটে ওমানের হয়ে গোল করা আল ইয়াহামদির শট বাঁচিয়ে দেন গুরপ্রীত সিং সান্ধু। যা খালিদ জামিলের দলকে ব্রোঞ্জ এনে দেয়। হিসরে সোমবার।

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর : খুব খারাপ দশা থেকে ভারতীয় ফুটবলকে আলোর দিশা দেখাচ্ছেন খালিদ জামিল।

সোমবার কাফা নেশনস কাপে তৃতীয় স্থান নির্ণায়ক ম্যাচে ওমানের বিরুদ্ধে টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে জয় ভারতের। ফিফা র‍্যাংকিংয়ে ৫৪ ধাপ এগিয়ে থাকা দেশটির বিরুদ্ধে এর আগে দশবার খেলে একবারও জিততে পারেনি ব্লু টাইগার্স। সেইদিক থেকে এই জয় বেশ কৃতিত্বের।

ম্যাচের শুরু থেকে ভারতের জমাট রক্ষণের সামনে খুব বেশি গোলের সুযোগ পায়নি ওমান। একবার ২৭ মিনিটে ভারতীয় ডিফেন্ডারদের বোঝাপড়ার ভুলে নাসির আল রাওয়াহি বল নিয়ে বক্সে ঢুকে পড়েছিলেন। কিন্তু একের বিরুদ্ধে এক পরিস্থিতিতে তাঁর শট অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। বরং প্রতিআক্রমণে বেশ কয়েকবার গোলের মুখ খুলে ফেলেছিল ভারত। ১৬ মিনিটে নিখিল প্রভুর ফ্লিক থেকে আনোয়ার আলির হেড ওমানের গোলরক্ষক আল মুখায়ানি বাঁচিয়ে দেন। এরপর লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতের সৌজন্যে ভারত আরও দুইবার গোলের সুযোগ পেয়ে যায়। ৩৯ মিনিটে এই পাহাড়ি ফুটবলারের ক্রস থেকে বিক্রম প্রতাপ সিংয়ের হেড লক্ষ্যে ছিল না। সংযোজিত সময়ে ফের ছাঙ্গতে বক্সে ক্রস রাখেন। এবারও সুযোগ নষ্ট করেন বিক্রম।

৫৫ মিনিটে গোলের মুখ খোলে ওমান। আবদুল্লা ফাওয়াজের ফ্লিক থেকে গোল করে যান আল ইয়াহামদি। ওই একবার ছাড়া গুরপ্রীত সিং সান্ধুকে সেভাবে কোনও পরীক্ষার মুখে পড়তে হয়নি। আসলে খালিদের নিজস্ব রক্ষণ জমাট রেখে প্রতিআক্রমণাত্মক নির্ভর ফুটবল যে বেশ কার্যকরী সেটা এই প্রতিযোগিতাতেই প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। আগে বিদেশি কোচদের জমানায় অ্যাটাকিং ফুটবল খেলতে গিয়ে গোল হজম করতেন আনোয়াররা। কিন্তু খালিদের দর্শনই হল, আগে রক্ষণ সামলাও। তারপরে আক্রমণে যাও। গোল করার জন্য খালিদের বড় অস্ত্র সেটপিস। এদিনও তার অন্যথা হল না। ৮০ মিনিটে রাহুল ভেকের লম্বা থ্রো থেকে দানিশ ফারুক ফ্লিকে বল দিলে হেডে গোল করে যান উদান্তা সিং।

নির্ধারিত সময়ে ম্যাচের ফলাফল ১-১ থাকায় ম্যাচ গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে। সেখানেও ম্যাচের নিষ্পত্তি হয়নি। টাইব্রেকারে ভারতের হয়ে গোল করেন ছাঙ্গতে, ভেকে ও জিতিন এমএস। ওমানের হয়ে গোল করা আল ইয়াহামদির শট বাঁচিয়ে দেন গুরপ্রীত। মানোলো মার্কুয়েজ রোকার জমানায় বিশাল কেইথের কাছে ভারতীয় দলের জায়গা হারিয়েছিলেন এই গোলরক্ষক। কিন্তু কাফা নেশনস কাপে দলে জায়গা পেয়ে নিজেকে প্রমাণ করলেন গুরপ্রীত। আরও একবার তাঁর বিশ্বস্ত গ্লাভস হাসি ফুটিয়েছে ফুটবলপ্রেমীদের।

সামনেই এএফসি এশিয়ান কাপের বাছাই পর্বের ম্যাচে সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে খেলবে ভারত। তার আগে এই জয় আত্মবিশ্বাস বাড়াবে খালিদের দলকে।

ভারত : গুরপ্রীত, ভালপুইয়া, ভেকে, আনোয়ার, উবেশ (রোশন), ছাঙ্গতে, নিখিল প্রভু (সুরেশ), মহেশ (মনবীর), বিক্রম প্রতাপ (জিতিন), ইরফান (উদান্তা) ও দানিশ (জিকসন)।

জন্মদিনে শুভমানের ভাবনা

ভিভ, বিরাট, শচীনের সঙ্গে নৈশভোজ

দুবাই, ৮ সেপ্টেম্বর : হ্যাপি বার্থ ডে শুভমান গিল।

২৬ বছরে পা। জন্মদিনটা এবার একটু অন্যরকম। এশিয়া কাপের প্রস্তুতিতে এখন ব্যস্ত টিম ইন্ডিয়ার সহ অধিনায়ক। সেই ব্যস্ততার মধ্যেই দলের অন্দরে সতীর্থদের সঙ্গে কেক কেটে জন্মদিন পালন করেছেন শুভমান। শুভেচ্ছা ও অভিনন্দনের জোয়ারে ভেসেছেন। আবার একইসঙ্গে বুধবার সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে মাঠে নামার লক্ষ্যে প্রস্তুতিতে ডুবও দিয়েছেন।

শুভমান নাকি সঞ্জু স্যামসন? এশিয়া কাপ শুরুর আগে টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে দলের দুই ওপেনার কারা হবেন, তা নিয়ে জল্পনা, চর্চার শেষ নেই। ভারতীয় দলের প্রাক্তন কোচ রবি শাস্ত্রী আজ সঞ্জুর হয়ে ব্যাট ধরেছেন। জানিয়েছেন, কুড়ির ক্রিকেটে ওপেনিংয়েই সঞ্জু সবসময় বিপজ্জনক। তাই সঞ্জুকেই এশিয়া কাপে অভিষেক শর্মার সঙ্গে ওপেন করানো হোক। শুভমান অবশ্যই থাকবেন প্রথম একাদশে। কিন্তু অন্য কারও জায়গায় ভারতের টেস্ট অধিনায়ককে ভাবা হোক। যদিও টিম ইন্ডিয়ার অন্দরের খবর ভিন্ন। শেষ কয়েকদিনের ভারতীয় দলের অনুশীলন যদি কোনও কিছুর ইঙ্গিত হয়, তাহলে সঞ্জুর প্রথম একাদশে থাকার সম্ভাবনা বেশ কম। অভিষেকের সঙ্গে শুভমানই ইনিংস ওপেন করবেন।

এশিয়া কাপে টিম ইন্ডিয়ার ওপেনিং জুটি নিয়ে চলা জল্পনা শেষ হবে বুধবার ভারতীয় দল মাঠে নামার পরই। তার আগে আজ সম্প্রচারকারী চ্যানেলে শুভমানের একটি সাক্ষাৎকার দুনিয়ার দরবারে এসেছে। যেখানে ২৬ বছরে পা দেওয়া শুভমান জানিয়েছেন, জীবনের কোনও একটি জন্মদিনে তিনি তিন কিংবদন্তি স্যর ভিভিয়ান রিচার্ডস, বিরাট কোহলি ও শচীন তেন্ডুলকারের সঙ্গে নৈশভোজ সারতে চান। টিম ইন্ডিয়ার সহ অধিনায়কের কথায়, 'জানি না আমার এমন ভাবনা কখনও বাস্তব হবে কিনা। কিন্তু আমি কোনও এক জন্মদিনে স্যর ভিভ, বিরাটভাই ও শচীন স্যারের সঙ্গে নৈশভোজ করতে চাই। আমি ওঁদের আমন্ত্রণ জানাতে চাই।' শুভমান বরাবরই পাঞ্জাবি গান পছন্দ করেন। তাঁর পছন্দের খাবার লাচ্ছা পরোটা ও বাটার চিকেন। কিন্তু সেই খাবার খাওয়ার সুযোগই হয় না। তাঁর প্রিয় বন্ধু ঈশান কিষান। যাঁর সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিতে পছন্দ করেন। ভিডিও গেমেও বিশাল আগ্রহ রয়েছে তাঁর। কিন্তু সেভাবে খেলার সময়ই পান না। শুভমানের কথায়, 'হয়তো ইচ্ছা অনেক কিছুই করে। কিন্তু সব কিছু তো চাইলেই হয় না। তাছাড়া একজন ক্রিকেটার হিসেবে আমায় অনেক ব্যাপারেই সতর্ক থাকতে হয়।'

জন্মদিনে শুভেচ্ছার বন্যায় ডুবে থাকা শুভমানকে আজ সন্ধ্যায় দুবাইয়ের আইসিসি ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে দীর্ঘসময় ব্যাটিং চর্চা করতে দেখা গিয়েছে। কোচ গৌতম গম্ভীর ও অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের সঙ্গেও মাঠের মাঝে আলোচনা করতেও দেখা গিয়েছে তাঁকে। এদিকে, প্রাক্তন ক্রিকেটার মহম্মদ কাইফ আজ টিম ইন্ডিয়াকে সতর্ক করেছেন। তাঁর মনে হচ্ছে, ওপেনার নিয়ে বেশি ভাবতে গিয়ে দলের ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে ভারতের। ২০২৩ সালে যখন টিম ইন্ডিয়া শ্রীলঙ্কার মাটিতে এশিয়া কাপ জিতেছিল, হার্দিক পান্ডিয়া, অক্ষর প্যাটেল ও রবীন্দ্র জাদেজা ছিলেন প্রথম একাদশে। এবার তিন নম্বর অলরাউন্ডারের সমস্যায় ভুগতে পারে ভারত, মনে হচ্ছে কাইফের।

অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ও কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে আলোচনায় শুভমান গিল।

জেমি, আলবার্তোকে নিয়ে স্বস্তি বাগানে

নিজস্বপ্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর: প্রস্তুতি ম্যাচ। তবুও সাবধানি হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা। সোমবার নিভৃতে এফসি গোয়া ম্যাচের প্রস্তুতি সারল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট।

ঘরির কাঁটায় তখন বিকেল সাড়ে চারটে। অন্যদিনের মতোই সবুজ-মেরুন তাঁবুতে সবে সমর্থকদের ভিড় জমতে শুরু করেছে। উপলক্ষ্য গোয়ার বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচের আগে দলকে উদ্দীপ্ত করা। কিন্তু একি! ফুটবলাররা তার মধ্যেই মাঠ ছাড়তে শুরু করে দিয়েছেন। আসলে মঙ্গলবার এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচের সময় সকাল দশটা। কড়া রোদে খেলতে হবে। যে কারণে এদিন দুপুর সাড়ে ৩টায় অনুশীলন রেখেছিলেন মোহনবাগান কোচ মোলিনা। সেটাও রুদ্ধদ্বার। এর থেকেই স্পষ্ট প্রস্তুতির জন্য হলেও ম্যাচটাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েই দেখছেন সবুজ-মেরুন কোচ।

গোয়া ম্যাচের আগে বেশ কিছু বিষয় স্বস্তি দিচ্ছে মোহনবাগান থিংকট্যাংককে। এক গোয়া ম্যাচের আগে জেমি ম্যাকলারেন পুরোদমে মূল দলের সঙ্গে অনুশীলন করলেন। এছাড়া রবিবার বিশ্রাম থাকলেও এদিন মাঠে নামলেন আলবার্তো রডরিগেজ। অনিরুদ্ধ থাপা ছাড়া এই মুহূর্তে দলে চোট-আঘাতের কোনও খবর নেই।

এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-তে অভিযান শুরুর আগে এই প্রস্তুতি ম্যাচে নিশ্চিতভাবেই নিজের শক্তি এবং দুর্বলতাগুলো একইসঙ্গে পরখ করে নিতে চাইবেন মোলিনা। বিশেষত নজর থাকবে নতুন যোগ দেওয়া রবসন রোবিনহোর দিকে। জেমি, জেসন কামিংসদের সঙ্গে তাঁর জুটি কতটা সফল হবে একটু হলেও তার ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে। পাশাপাশি মেহতাব সিং, আলবার্তো, টম অ্যালড্রেডদের পাশে অল্প সময় কতটা মানিয়ে নিলেন চোখ থাকবে সেদিকেও। ডুরান্ড কাপে ফুটবলারদের ফিটনেসের অভাব যথেষ্ট ভুগিয়েছে মোহনবাগানকে। সেদিক থেকেও কতটা উন্নতি করতে পারলেন দিমিত্রিস পেত্রাতোস, সাহাল আব্দুল সামাদরা-বোঝা যাবে গোয়া ম্যাচেই।

দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা চেয়ে ক্লাব জোটের চিঠি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর : আবারও সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের দরবারে আইএসএল ক্লাব জোট।

ভারতীয় ফুটবলের অচলাবস্থা কাটাতে

ফেডারেশনকে পরামর্শ

উদ্যোগী হয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। দেশের পেশাদার লিগ আয়োজনের জন্য 'কমার্সিয়াল পার্টনার' চেয়ে দরপত্র প্রকাশ করতে বলা হয়েছে। বিচারপতি নাগেশ্বর রাওয়ের নেতৃত্বে একটি কমিটিও গড়ে দেওয়া হয়েছে তার জন্য। এরই মধ্যে সুপার কাপ শুরুর দিনক্ষণ ঘোষণা করেছে এআইএফএফ। সেই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে আইএসএলের ক্লাব জোট নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করল। কলকাতার তিন প্রধান এবং সদ্য উত্তীর্ণ হওয়া ইন্টার কাশী এফসি বাদে আইএসএলের দশ ক্লাব ফেডারেশনকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে, 'সুপার কাপ আয়োজনে তৎপরতা দেখিয়ে ফেডারেশন দিনক্ষণ ঘোষণা করায় ক্লাবগুলির পরিকল্পনায় সুবিধা হবে।' ফেডারেশনকে ক্লাব জোটের পরামর্শ, 'এমন কোনও সংস্থার সঙ্গে চুক্তি হোক যারা আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ ও স্থিতিশীল। একইসঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে বিনিয়োগ করতে পারবে, অতীতে ঋণখেলাপির নজির নেই। তাতে বর্তমানে ভারতীয় ফুটবল ঘিরে যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে, তার পুনরাবৃত্তি হবে না।'

এদিকে, আইএসএলের ক্লাবগুলিকে একযোগে একটি চিঠি দিল ফেডারেশন। যেখানে সুপার কাপে তাদের অংশগ্রহণের বিষয় নিশ্চিত করার জন্য ১১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হল।

মাধবনের সঙ্গে অ্যাকশনে ধোনি

বেঙ্গালুরু, ৮ সেপ্টেম্বর : ইনস্টাগ্রামে আর মাধবন একটি টিজার পোস্ট করেছেন। যেখানে টাস্ক ফোর্স লেখা পোশাকে মহেন্দ্র সিং ধোনিকে বন্দুক তাক করতে দেখা যাচ্ছে। বাস্তবে নয়, সিনেমার শুটিংয়ে। ভাসন বালার পরিচালিত 'দ্য চেজ' সিনেমায় মাধবনের সঙ্গে অ্যাকশনে দেখা যাবে ধোনিকে। যা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে টিজারে দেওয়া মাধবনের ক্যাপশনেই। তিনি লিখেছেন, 'একটাই লক্ষ্য। মুখোমুখি দুইজন। দুর্দান্ত লড়াই শুরু।' এই যোদ্ধা দুইজনেরই একজন ধোনি, অন্যজন মাধবন। টিজারে প্রকাশিত ছবিতে দেখা যাচ্ছে, দুইজনেই বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পরে আছেন, চোখে রোদচশমা, হাতে বন্দুক। মাধবনের কথা থেকেই বোঝা যাচ্ছে, 'দ্য চেজ' সিনেমায় ধোনিকে কোনও ছোট চরিত্রে নয়, গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাতেই দেখা যাবে। টিজার প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে মাহির ভক্তদের মধ্যে তা আলোড়ন ফেলেছে।

একটাই লক্ষ্য। মুখোমুখি দুইজন। দুর্দান্ত লড়াই শুরু। -আর মাধবন

রেকর্ড ভাঙতে পারে বৈভব

প্রীতিরা অপমান করে, অভিযোগ গেইলের

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর : তিনি মজা করতে ভালোবাসেন। তিনি সবসময়ই ফুরফুরে মেজাজে থাকেন।

ক্রিস গেইল মানে একদিকে যেমন হাসি, ঠাট্টা, মজা। ঠিক তেমনই ব্যাট হাতে বিস্ফোরণ। বোলারদের আতঙ্ক। এহেন গেইলও মানসিক অবসাদে ভুগতে পারেন, কে আর জানত!

এক পডকাস্টে হাজির হয়ে নিজের জীবনের অজানা দিক আজ তুলে ধরেছেন গেইল। জানিয়েছেন, প্রীতি জিন্টার পাঞ্জাব কিংস তাঁকে অপমান করেছিল। খেলার সুযোগই দেয়নি। এমনকি তাঁর সঙ্গে বাচ্চা ছেলের মতো ব্যবহার করা হত বলে বিস্ফোরক অভিযোগ করেছেন ক্যারিবিয়ান তারকা।

পাঞ্জাবের জন্যই আমার আইপিএল কেরিয়ার শেষ হয়ে গিয়েছিল। ওরা আমায় অসম্মান করেছিল। প্রথম একাদশের বাইরে বসিয়ে রাখত। বাচ্চা ছেলের মতো ব্যবহার করত। আইপিএলের শেষ তিন বছরে মানসিক অবসাদে চলে গিয়েছিলাম আমি। -ক্রিস গেইল

২০২১ সালের পর আইপিএলের আসরে গেইলকে আর দেখা যায়নি। কেরিয়ারের শেষ তিন বছর গেইল ছিলেন পাঞ্জাব কিংসে। আর সেই সময়ই তাঁর জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। গেইলের কথায়, 'পাঞ্জাবের জন্যই আমার আইপিএল কেরিয়ার শেষ হয়ে গিয়েছিল। ওরা আমায় অসম্মান করেছিল। প্রথম একাদশের বাইরে বসিয়ে রাখত। বাচ্চা ছেলের মতো ব্যবহার করত। আইপিএলের শেষ তিন বছরে মানসিক অবসাদে চলে গিয়েছিলাম আমি। ওই সময় টাকার কোনও গুরুত্ব ছিল না আমার কাছে। শুধু মানসিক শান্তি চাইছিলাম।' গেইল আইপিএলের যে সময়টার কথা উল্লেখ করেছেন, তখন করোনার দাপাদাপি ছিল। ক্রিকেটারদের থাকতে হত বায়োবাবলের বেড়াজালের মধ্যে। গেইলের কথায়, 'জীবনের ওই সময়টা কখনও ভুলতে পারব না। পাঞ্জাবের

কোচ ছিল অনিল কুম্বলে। আমি ওকে আমার মনের সমস্যার কথা বলেওছিলাম। বাস্তবে লাভ হয়নি।'

তাঁর ক্রিকেট জীবনের শেষ কয়েকটা বছরের যন্ত্রণা তুলে ধরার পাশে বর্তমান ভারতীয় ক্রিকেট নিয়েও মুখ খুলেছেন। জানিয়েছেন, ভারতীয় ক্রিকেটের আগামীর তারকা বৈভব সূর্যবংশীকে তাঁর দারুণ লাগে। আইপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে ৬৬ বলে তাঁর করা ১৭৫ রানের ইনিংস ভেঙে দিতে পারেন বৈভব। গেইলের কথায়, 'বৈভব দুর্দান্ত প্রতিভা। যে কোনও দিন আইপিএলে ও আমার ১৭৫ রানের রেকর্ড ভেঙে দিতে পারে। ওর ভয়ডরহীন ক্রিকেট দেখে আমি মুগ্ধ। বৈভবের বয়সে আমি স্কুল ক্রিকেট খেলতাম।'

মাসের সেরার দৌড়ে সিরাজ

দুবাই, ৮ সেপ্টেম্বর : আইসিসি-র মাসের সেরার সংক্ষিপ্ত তিনজনের তালিকায় জায়গা পেলেন ভারতের তারকা পেসার মহম্মদ সিরাজ। অগাস্ট মাসের সেরা প্লেয়ার হওয়ার দৌড়ে সিরাজের দুই প্রতিপক্ষ হলেন দুই জোরে বোলার নিউজিল্যান্ডের ম্যাট হেনরি ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের জেডেন সিলস। ইংল্যান্ড সফরে সাফল্যের (সর্বাধিক ২৩ উইকেট নেন) সুবাদে সেরাদের দৌড়ে সিরাজ।

সুপার কাপের আগেই শিল্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর : সুপার কাপ শুরুর আগেই অক্টোবরে শিল্ড আয়োজনের পথে এগোচ্ছে আইএফএ। ফেডারেশনের কাছে শিল্ড আয়োজনের ইচ্ছাপ্রকাশ করেছে রাজ্য ফুটবল নিয়ামক সংস্থা। আশা করা হচ্ছে এক থেকে দুইদিনের মধ্যে ফেডারেশনের সম্মতিপত্র চলে আসবে।

ALIPURDUAR TOWN BYABASAYEE SAMITI
LUCKY DONATION COUPON
Draw Dated : 07-09-2025
RESULT SHEET

Sl. No.	Winner Coupon No.
1st	2106
2nd	2609
3rd	4285
4th	1549
5th	2292
6th	2310
7th	3666
8th	2863
9th	1334
10th	2326

*Gift must be claimed within 7 days from the draw date. **President**

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন রানা আলি। ছবি : মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

টাইব্রেকারে হার বীর গঙ্গার

রাঙ্গালিবাজনা, ৮ সেপ্টেম্বর : মাদারিহাটের শিশুবাড়িতে তৃণমূল যুবর চান্দুলাল লাখোটিয়া ও হামিদুল হক ট্রফি সুপার কাপ ফুটবলে ফাইনালে উঠল আয়োজকরা। শিশুবাড়ি হাইস্কুলের মাঠে সোমবার তারা টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে মুজনাই চা বাগানের বীর গঙ্গা বরা আদিবাসী ক্লাবকে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে স্কোর ১-১ ছিল। ম্যাচের সেরা রানা আলি। ১২ সেপ্টেম্বর ফাইনাল।

রানার্স সপ্তপর্ণিজ

আলিপুরদুয়ার, ৮ সেপ্টেম্বর : জয়গাঁয় আইএসএসকেএ ন্যাশনাল ক্যারাটেতে সপ্তপর্ণিজ ক্যারাটে অ্যাকাডেমি রানার্স হয়েছে। তারা ২৮টি পদক পেয়েছে। যার মধ্যে সোনা ১৫টি।

শেষ চারে দলসিংপাড়া

বীরপাড়া, ৮ সেপ্টেম্বর : জুবিলি ক্লাবের এমপি কাপ ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠল দলসিংপাড়া স্পোর্টস অ্যাকাডেমি। সোমবার তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ২-১ গোলে অসমের গ্লোবাল ফুটবল ক্লাবকে হারিয়েছে। ম্যাচের সেরা দলসিংপাড়ার হেমরাজ ভুজেল জোড়া গোল করেন। গ্লোবালের গোলটি বিন্দিনা নার্জিনারির। ১২ সেপ্টেম্বর খেলবে গাজোল আদিবাসী ফুটবল ক্লাব ও ঝাড়খণ্ডের ডিএমএসএফ। *ছবি : মোস্তাক মোরশেদ হোসেন*

ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে হেমরাজ ভুজেল।

সেমিফাইনালে ফিনিক্স

লাটাগুড়ি, ৮ সেপ্টেম্বর : সবুজ সাথী ক্লাব ও উড়িয়া ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির ৮ দলীয় ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠল বাতাবাড়ি ফিনিক্স। সোমবার চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ৪-১ গোলে নেওড়া নদী একাদশকে হারিয়েছে।

ধারাভাষ্যে সানি-শাস্ত্রীর সঙ্গে অরুণও

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে বাংলাদেশি আম্পায়ার

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর : কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এশিয়া কাপের ঢাকে কাঠি পড়তে চলেছে। টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় দিনেই সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে নামবে ভারত। ১৪ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মহারণ। ভারত-পাকিস্তান হাইভোল্টেজ ম্যাচে দায়িত্বে বাংলাদেশি আম্পায়ার।

সোমবার টুর্নামেন্টের আম্পায়ারদের নাম প্রকাশ করেছে এশীয় ক্রিকেট সংস্থা। আম্পায়ারদের তালিকায় রয়েছেন ভারতের দুজন বীরেন্দ্র শর্মা ও রোহন পণ্ডিত। ভারত-পাক ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্বে বাংলাদেশের দুই আম্পায়ার। শ্রীলঙ্কার রুচিরা পাল্লিয়াগুরুগের সঙ্গে মাঠে থাকবেন বাংলাদেশের মাসুদুর রহমান। তৃতীয় আম্পায়ার বাংলাদেশেরই গাজি সোহেল। ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি প্রাইক্রফট।

এদিকে, কমেন্ট্রি বক্সে অভিষেক ঘটতে চলেছে ভারতীয় দলের প্রাক্তন দুই সহকারী কোচ ভরত অরুণ ও অভিষেক নায়ারের। সম্প্রচার সংস্থার তরফে সোমবার এশিয়া কাপের ধারাভাষ্যকারদের নামের তালিকা প্রকাশ করেছে। সুনীল গাভাসকার, রবি শাস্ত্রীর সঙ্গে কমেন্ট্রি বক্সে দেখা যাবে অরুণ ও অভিষেককে।

ইংরেজি, হিন্দি সহ একাধিক ভাষায় ম্যাচের ধারাবিবরণী শোনা যাচ্ছে। ইংরেজি ভাষ্যকারদের মধ্যে গাভাসকার, শাস্ত্রী ছাড়াও রয়েছেন সঞ্জয় মঞ্জরেকার, রবিন উথাপ্পা, ওয়াসিম আক্রাম, ওয়াকার ইউনিস। হিন্দি ধারাভাষ্যে অজয় জাদেজা, সাবা করিম, ইরফান পাঠান, বীরেন্দ্র শেহবাগের সঙ্গে ভরত, অভিষেক।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়িনী হলেন কলকাতা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা - এর একজন বাসিন্দা টীনু সাহা - কে 29.05.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 83C 53374 নম্বরের টিকিটি এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "সময়ের সাথে সাথে আমি অনেক সাধারণ মানুষকে ডিয়ার লটারির মাধ্যমে জয়ী হতে দেখেছি। আমি ডিয়ার লটারির টিকিট কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম এবং এটি আমার জীবনের সেরা সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে একটি ছিল - কারণ আমি এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জয়লাভ করেছি। এর জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারির কাছে সত্যিই কৃতজ্ঞ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।